উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,৭২০.৩৮ (+১১০.৮৭)
নিফটি : ২৬,২১৫.৫৫ (+১০.২৫)

হংকংয়ে মৃত বেড়ে ৬৫
বুধবার আগুন লেগেছিল হংকংয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ৭টি বহুতলে। বৃহস্পতিবার সকালেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এদিন পর্যন্ত সরকারিভাবে মৃত ৬৫ জন। » ৭

ইমরানের মৃত্যু-জল্পনায় জল
পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যুর জল্পনা উড়িয়ে দিল রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ। তারা সাফ জানিয়েছে, ইমরান খান সুস্থ আছেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৮° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

গম্ভীরকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি » ১১

শিলিগুড়ি ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 28 November 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 189

উত্তরের খোঁজে

ভোট প্রচারে দুশ্চিন্তার মেঘ এআই ছবি ও ফেক নিউজে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাজ্যে ভোট ক্রমেই এগিয়ে আসছে বলে বেশ কিছু পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনা। 'সম্ভাবনা' শব্দটা লিখেই ভাবলাম, এটার দরকার ছিল না। সম্ভাবনা কোথায়, এ সব কাজকর্ম শুরুই হয়ে গিয়েছে!

দেওয়াল লিখনের বুদ্ধিদীপ্ত ছড়া বা কার্টুন যেমন বিদায় নেওয়ার পথে, এবার জনসভা, পথসভার ভাগ্যে কুৎসিত কিছু অপেক্ষা করতে বাধ্য। সবাই যখন সারাক্ষণ মোবাইলের দিকে চেয়ে থাকে, তখন প্রচারের ধারা আরও মোবাইলভিত্তিক হতেই হবে। যাবতীয় ভয় ও সংশয় এখানেই।

প্রচারের জন্য কী চলছে তা হলে?

১) এআই-কে কাজে লাগিয়ে একেবারে ফেক ছবি তৈরি করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া। নিজেদের পার্টির সপক্ষে, বিপক্ষকে লজ্জায় ফেলতে।

২) এআইয়ের মাধ্যমে এমনভাবে চাঞ্চল্যকর খবর তৈরি করা, মনে হবে যেন কোনও খবরের কাগজ বা চ্যানেল এই খবরটাই করেছে। তাদের লোগো পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হবে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে।

৩) অনেক নেতারই উদ্ধৃতি মাঝখান থেকে কেটে, প্রেক্ষিত উড়িয়ে এমনভাবে ব্যবহার করা হবে, যাতে মনে হয়, এটাই সত্যি।

যা আসলে নয়। তিনি হয়তো এ কথা বলতেই চাননি।

৪) অশ্বত্থামা হত ইতি গজ স্টাইলে অনেকের বিবৃতির সম্পূর্ণ উলটো মানে করে ছেড়ে দেওয়াও হয়ে উঠবে প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এরপর দশের পাতায়

আলো জ্বালালেন যাঁরা

সদ্যই টি২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় মহিলা দৃষ্টিহীন দল। সেই সাফল্যে ক্রিকেটারদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

দুয়ারে দেখা নেই বিএলও'র

বাড়িতে গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া এবং পূরণের পর তা সংগ্রহের কথা বিএলও-দের। স্কুল সামলে এসআইআর-এর কাজে হিমসিম খাচ্ছেন অনেকেই। কেউ আবার পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন। ফলে বাকি কাজ লাটে তুলে সাধারণ মানুষকে দৌড়াতে হচ্ছে বিএলও'র বলা ঠিকানায়।

শমিদীপ দত্ত ও অরুণ ঝা

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অঞ্জনা দাস ও ইসলামপুরের বাসিন্দা রাধেশ্যাম ভাওয়াল। ওঁরা কেউ একে অপরকে চেনেন বা জানেন না। তবে, এঁদের মধ্যে মিল কোথায়? দুজনকেই এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করে বিএলও'র বলে দেওয়া ঠিকানায় ছুটতে হয়েছে জরুরি কাজ ফেলে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রত্যেক বুথ লেভেল অফিসার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করবেন। নির্বাচকরা সেটা পূরণ করে রেখে দেবেন। এরপর সেই আধিকারিক বাড়ি গিয়ে ফর্মটি সংগ্রহ করবেন। অথচ শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ সামনে আসছে।

শিলিগুড়ি শহরের ঝংকার মোড়ে কাজের খোঁজে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাজ কলোনির বাসিন্দা অঞ্জনা। পেশায় তিনি দিনমজুর। হতাশার সুরে সঙ্গী অনীতা রায়কে বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবার আর কাজে যেতে পারব না। নয়তো আর ফর্ম জমা দেওয়া যাবে না।'

-কেন?

অনীতার প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জনা বললেন, 'সন্ধ্যায় আমার বিএলও ফর্ম জমা নেন না। তিনি তো আর বাড়িতে এসে ফর্ম নেবেন না। তাই যেতে হবে সকালসকাল।'

বিষয়টি যাচাই করতে ফোন করা হয়েছিল স্থানীয় বিএলও মহম্মদ জইনুল হককে। এলাকার বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়েই করা হয়েছিল প্রশ্ন, 'ফর্ম নিতে বাড়িতে কখন আসবেন?' জইনুল সাফ জানিয়ে দিলেন, 'সন্ধ্যার পর আমি আর শনি মন্দির মোড়ে বসি না। সকাল নয়টার পর আসতে হবে।'

-কিন্তু আপনার তো বাড়িতে গিয়ে ফর্ম নেওয়ার কথা?

'ওখানে চলে আসুন' বলেই ফোন কেটে দিলেন জইনুল।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের ১৪৭ নম্বর পার্টের বিএলও পাঞ্চালী দে। ফর্ম ফিলআপের সময়সীমা শেষ হতে চললেও পাঞ্চালীর দেখা না পেয়ে তাঁকে ফোন করেন স্থানীয় হরি রায়। হরির অভিযোগ, 'একাধিকবার চেষ্টা করলেও বিএলও ফোন রিসিভ করেননি।' *এরপর দশের পাতায়*

এসএসসি'র নিয়োগে সংশয় আদালতেরও

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : আবার দাগিদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার ১৮০৬ জন দাগির নাম এসএসসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হল। তাতে নামের পাশাপাশি দাগি শিক্ষকদের পিতৃ পরিচয়, জন্মের তারিখ, পরীক্ষার রোল নম্বর ইত্যাদির উল্লেখ আছে বটে। কিন্তু জটিলতা কাটল না। কাটার লক্ষণও তেমন নেই।

আদালত আরও একটি পদক্ষেপ করল একইদিনে। ২০২৫-এর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সব পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই শিটগুলি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য তিনি এসএসসি-কে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশে জুড়ে গেল ২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিযুক্তির বিষয়টিও।

নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিযুক্ত ও নিয়োগপত্র প্রাপকদের তালিকাও ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে পেশ করতে বলেছেন বিচারপতি। এত কাণ্ডের পরেও এসএসসি'র চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় তৈরি হল বিচারপতি সিনহার মন্তব্যেই। এজলাসে বৃহস্পতিবার তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'পরীক্ষার কী হবে কেউ জানেন না। নতুন বিধি নিয়ে তো আবার প্রশ্ন উঠবেই।'

অভিযোগ, প্যানেল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও অনেকে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। বিচারপতির প্রশ্ন,

এরপর দশের পাতায়

জটিলতা কাটল না

- ১৮০৬ জন দাগির নাম এসএসসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- তালিকায় অবশ্য দাগিদের স্কুলের নাম ও বিষয়ের উল্লেখ নেই
- বিচারপতির নির্দেশ, সকলের ওএমআর শিট ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে
- মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিযুক্তদেরও তালিকা প্রকাশ করতে হবে

পুলিশের 'দয়ায়' জামিন বিডিও'র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন আগাম জামিন পাওয়ায় কাঠগড়ায় পুলিশ। মামলার রায়ে স্পষ্টভাবেই পুলিশের ভূমিকার কথা জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার দায়রা বিচারক শান্তনু ঝাঁ। রায়ে বলা হয়েছে, মামলার কেস ডায়েরি (সিডি)-তে প্রশান্তর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এবং প্রচুর তথ্য থাকলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা গ্রেপ্তার করার কোনও চেষ্টাই করেনি পুলিশ। আর তা থেকেই আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তের জন্য প্রশান্তকে হেপাজতে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাই শর্তসাপেক্ষে বিডিও'র আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক। আইনজীবীরা বলছেন, সল্টলেকের মতো এলাকা থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুনের গুরুত্বপূর্ণ মামলার প্রধান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে পুলিশের 'নিষ্ক্রিয়তা'ই প্রশান্তর জামিনের রাস্তা পরিষ্কার করেছে। তাহলে কি পরিকল্পনা করেই প্রশান্তকে জামিন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ? আইনজীবী মহলে এখন চর্চায় সেই প্রশ্নই।

তদন্ত অনেক দূর এগিয়েছে বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন অন্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলেও, অভিযোগপত্রে নাম থাকা একমাত্র অভিযুক্তকে কেন পুলিশ ন্যূনতম জিজ্ঞাসাবাদও করল না সেই প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীদের অনেকেই। *এরপর দশের পাতায়*

নিষ্ক্রিয়তা

- মামলার কেস ডায়েরিতে প্রশান্তর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ
- বিডিও-কে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা গ্রেপ্তার করার কোনও চেষ্টাই করেনি পুলিশ
- পুলিশের 'নিষ্ক্রিয়তা'র জন্যই জামিন মঞ্জুর

ডিলারদের রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা বাতিল সাময়িকভাবে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : রেজিস্ট্রেশনের নামে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল শহরের টোটোর একাধিক ডিলারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ওই সমস্ত ডিলারের রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষমতা সাময়িকভাবে বাতিল করল জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তর। পাশাপাশি ওই সমস্ত শোরুম বন্ধ করে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোকজের জবাব এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত সংস্থাগুলি কোনও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্স ছাড়া টোটো বিক্রির অভিযোগে মহকুমারও চারটি শোরুম সিল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নভেম্বরে ছয়টি শোরুম বন্ধ করা হয়েছে।

মহকুমারও টোটোর চারটি শোরুম সিল

অন্যদিকে, যে সমস্ত টোটোর শোরুম আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তাদের রেজিস্ট্রেশন আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তর থেকেই করে দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'যারা বেশি টাকা নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মহকুমাজুড়ে এমভিআই ইনস্পেক্টরদের পাঠানো হচ্ছে। কোনওপ্রকার দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।'

শিলিগুড়িতে টোটোর রেজিস্ট্রেশনের নামে ডিলারদের একাংশ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা *এরপর দশের পাতায়*

পালের ঘেরাটোপে হাতির সন্তানপ্রসব

শুভজিৎ দত্ত

সদ্যোজাত হস্তীশাবক দেখতে স্থানীয়দের ভিড়। চ্যাংমারি চা বাগানে।

নাগরাকাটা, ২৭ নভেম্বর : চা বাগানে শয়ে শয়ে উৎসুক জনতার ভিড়। কারণ বাগানের ভেতরেই সন্তানের জন্ম দিয়েছে হাতি। দিনভর মা সহ সদ্যোজাতকে ঘিরে থাকল দুই হাতি। মানুষের ভিড়ে কোনও অবস্থাতেই ওই একরত্তির আড়াল ভাঙতে চায়নি বুনোদের দলটি। বাগানের একটি ঝোপের মধ্যেই রয়ে যায় তারা।

ঘটনাটি বৃহস্পতিবারের। নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানে একটি হাতি বুধবার গভীর রাতে শাবকের জন্ম দেয়। এলাকাটি ধরণীপুর চা বাগানের পানিঘাটা লাইন লাগোয়া। যেখানে শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যে চা সুন্দরী প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে তার ঠিক পেছনে শাবক সহ অন্য হাতিগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। জায়গাটির ওপর বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা সারাদিন নজর রেখেছিলেন। যদিও তাঁরাও শাবকের দেখা পাননি। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ায় খুদেটিকে দেখা যায়নি। এমনকি অন্য হাতিগুলিও আড়ালে চলে যায়। আমাদের নজরদারি অব্যাহত থাকছে।' যদিও স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতের দিকে ছানাটিকে নিয়ে মা ও হাতির দল জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ১৮টি হাতির একটি দল ওই রাতে আমবাড়ি চা বাগান থেকে ডায়না নদী পেরিয়ে চ্যাংমারি চা বাগানে আসে। দিনকয়েক ধরে হাতিগুলি আমবাড়ির একটি ঝোপে থাকছে। ভোরে বাকি হাতিগুলি সেখানে ফিরে গেলেও সন্তানসম্ভবা হাতিটি চ্যাংমারি চা বাগানের একটি ফাঁকা স্থানে প্রসব করে। ফলে আরও দুই সঙ্গী সহ ওই হাতিটি সদ্যোজাতকে নিয়ে সেখানেই রয়ে যায়। পরে টলমল পায়ের শাবককে ঠেলে নিয়ে লাগোয়া ঝোপে আশ্রয় নেয়।

এদিকে, বর্তমানে আরও একটি জিপিএস কলার পরানো দাঁতাল এলাকার ত্রাস হয়ে উঠেছে। সন্ধে ঘনালেই সেটি বিভিন্ন স্থানে একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুধবার রাতে লুকসানের গণেশ ছেত্রী নামে ভুট্টাবাড়ি বস্তির এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে সেটি ঢুঁ মেরে যায়। সেই দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে। যা দেখে এদিন চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে বনকর্তা থেকে শুরু করে স্থানীয়দের। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'দাঁতালটি কোথা থেকে এসেছে জানার চেষ্টা চলছে।'

পড়ে থেকে পচছে দুই জেলার গুদামে

পেঁয়াজ আমদানিতে নারাজ বাংলাদেশ

কল্লোল মজুমদার ও বিধান ঘোষ

মালদার একটি গোডাউনে মজুত পেঁয়াজ। -ফাইল চিত্র

মালদা ও হিলি, ২৭ নভেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতির আবহে, এবার ভারতের পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করল বাংলাদেশ। ফলে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোডাউনগুলিতে পচে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণে পেঁয়াজ। দুই জেলার সীমানায় এখন প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ মজুত রয়েছে। রপ্তানিকারকদের দাবি, ৫ টাকা কিলো দরেও পেঁয়াজ নেওয়ার লোক নেই।

দুই জেলার স্থলবন্দর মহদিপুর ও হিলি থেকে একসময় প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লরি পেঁয়াজ রপ্তানি হত বাংলাদেশে। এই পেঁয়াজ আসত মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে। প্রতিবছরের মতো রপ্তানি আশায় বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এই বছর বাংলাদেশে অন্যবারের তুলনায় পেঁয়াজের ফলন ভালো হওয়ায়, ভারতের পেঁয়াজ কেনার আগ্রহ হারিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এখনও পেঁয়াজের আমদানি সংক্রান্ত নথিতে সই করেনি বাংলাদেশ।

এই নিয়ে হিলি স্থলবন্দরের পেঁয়াজ রপ্তানিকারক নুর হাসান মণ্ডল বলেন, 'চলতি মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশ পেঁয়াজ কিনবে বলে জানিয়েছিল বাংলাদেশের আমদানিকারকরা। সেই মতো মহারাষ্ট্র থেকে দুই লরি পেঁয়াজ আনিয়ে রেখেছিলাম। তারপর এতদিন কেটে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পেঁয়াজ পচতে শুরু করেছে। তাই বাধ্য হয়ে গত ২৫ তারিখ রায়গঞ্জ ও বিহারে পেঁয়াজ পাঠিয়েছি।' তাতেও ৬ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করে, প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে তাঁর। বাংলাদেশে ভারতীয় পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে এবং সেখানে এখন পেঁয়াজের পাইকারি দর ১০০ টাকা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির জেরেই এপারের রপ্তানিকারকরা বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি সংস্থাগুলির পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছেন বলে তাঁর দাবি।

গত ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশের সোনা মসজিদ আমদানি ও রপ্তানিকারক গ্রুপের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) দেওয়ার জন্য পেঁয়াজের আইপি বা আমদানির পরিমাণ বেঁধে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধি দপ্তর। তবে বাস্তবে হাতেগোনা কয়েকজনকে ৫০ মেট্রিক টন করে আইপি দেওয়া হয়। পরে আরও কয়েকজনকে ৩০ মেট্রিক টনের পারমিট দেওয়া হলেও দেশের কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কায় প্রায় দুই সপ্তাহ আইপি ইস্যু করা বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ সরকার। প্রচুর পরমাণ আমদানিকারকের আইপি'র আবেদন এখনও আটকে আছে বলে জানা গিয়েছে।

এই নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'নিজের দেশের ফলনের কথা ভেবে বাংলাদেশ সরকার হঠাৎ করে পেঁয়াজের ইমপোর্ট পারমিট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ তাদের তরফে পেঁয়াজ আমদানির কথা জানানো হয়েছিল। মহদীপুর সংলগ্ন গোডাউনে এখন প্রচুর পেঁয়াজ নষ্ট হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই ঢাকার ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সে অভিযোগ জানিয়েছি।'

নতুন দায়িত্বে বারলা

নাগরাকাটা, ২৭ নভেম্বর : চলতি বছরের ১৫ মে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। এবার তাঁকে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বারলা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালনে কোনওরকম ত্রুটি রাখতে চাই না। আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম। সবার সঙ্গে মিলেমিশে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে কাজ করতে চাই। চা শ্রমিকদের প্রতিও আমার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে।'

এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছু ঘোষণা করা না হলেও, বারলার তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সময়ই জল্পনা চলছিল তাঁকে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করা হতে পারে। এজন্য ১৪ অগাস্ট কমিশনের বিধি সংক্রান্ত সংশোধনী এনে বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছিল। এদিন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।

TENDER

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for Post DLP Maintenance Works through eMarg Module vide eNIT No. **WBSRDA/PDLP/13 OF 2025-26 (1st Call)**. Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in.** on & from 28.11.2025 at 10:00 hours. Last date for e-submission is 26.12.2025 upto 17.00 Hrs for the aforesaid NIT.

Sd/- Executive Engineer & HPIU, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/11/2025-2026. Dt. 27.11.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in**. and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

NOTICE

E-Tender are invited for providing 02(Two) Vehicles on monthly hired basis under CMOH, Darjeeling vide NIeT No. DH&FWS/09 & DH&FWS/10 of 2024-2025 (5th call) respectively. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health Darjeeling

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৯-২৫-২৬-আরটি১; তারিখ: ২৫-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৯-২৫-২৬-আরটি১; কাজের নাম : সামুকতলা রোড স্টেশন ইয়ার্ডে কার্ভ সরানোর জন্য ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত "সামুকতলা রোড-সামুকতলা রোড ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে পিএসআর-এর রিলাক্সেশন" -এর কাজের জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭১,৪৮,৮১৯.৪০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রেলওয়ে হাসপাতালে ওপিডি করিডোর, ফার্মেসি করিডোর ইত্যাদির প্রশস্তকরণ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ৯৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৫-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ২৪-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জংশনে - এসএসই(ডব্লিউ)/I/আলিপুরদুয়ারের আওতাধীন ডিভিশন রেলওয়ে হাসপাতালে ওপিডি করিডোর প্রশস্তকরণ, ফার্মেসি করিডোর, মহিলা কর্মচারীদের জন্য ০১টি টয়লেটের ব্যবস্থা, ওপিডিতে ০৩টি চেম্বার এবং ০২টি ডাক্তারের চেম্বার, বিশ্রামকক্ষ ও সোকারের সংস্কার। টেন্ডার মূল্য: ৭১,৭৭,২০২.৯২/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৫৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গ্লুড জইন্ট-এর রিকন্ডিশনিং ও ফ্যাব্রিকেশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এলএমজি/ইএনজিজি/৭৫ অব ২০২৫; তারিখ: ২৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] **/www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৪৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Tender Notice
Office of the Block Development Officer, Banarhat

Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/BDO/NIT-025/2025-26 DATED 26/11/2025.**

Date of Application for Tender	28-11-2025 to 08-12-2025 11:00 AM to 3:00 PM
Date of issue of Tender Paper	10-12-2025 11:00 AM to 3:00 PM
Date of dropping of tender paper in Tender Box at the BDO's Office	12-12-2025 upto 3:00 PM
Date of Opening of Tender	12-12-2025 at 3:30 PM

Sd/-
BDO, Banarhat Block

DATE CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances the Tender Schedule has been re-fixed as follows :-

NIT No.	Name of the work	As per Original Notice	To be read as :
Notice inviting e-Quotation No. WBJALZRMC/08/SEC/JAL/2025-26, DATED : 12/08/2025 Tender ID- 2025_WBSMB_938235_1	"Collection of Parking charges to be collected from the Vehicles within Dhupguri Principal Market Yard of Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee."	Deadline for Submission of Bids:- Date- 26-11-2025, Time :- 14.00 hrs (IST). Time and Date of Opening Technical Bids :- 28-11-2025, 14:00 hrs (IST)	Deadline for Submission of Bids:- Date-25-12-2025, Time:- 14.00 hrs (IST). Time and Date of Opening Technical Bids:- 29-12-2025, 14:00 hrs (IST)

Other Terms & Condition of Original Tender Notice will remain unchanged.

Sd/- Secretary
Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee

কর্মখালি

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য গার্ড চাই ও ধূপকাঠি ফ্যাক্টরির জন্য হেল্পার চাই, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন - 12000/-, M - 9933119446. (C/119429)

Kamal Kumari Devi Model School (10+2) (CBSE Affiliated) Raghunathganj, Dist - Murshidabad Inviting Application I. Pre Primary Teacher (Female) II. Play Class Teacher (Female) III. Receptionist (Female) IV. Cashier / Accountant (Experienced) Attractive Salary, Lodging Facility in Campus. Send your CV to kkdmsrecruitment72@gmail.com or WhatsApp - 9144400872. (C/119161

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of various type of work as per NIT No-17/HRP/PS/DD/1st call, Dt-21.11.2025. Last date of submission-19.12.2025 upto 15.00 PM. Date of opening tender-22.12.2025 after 11.00 AM

Sd/- Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity, Dakshin Dinajpur

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-17/2025-26
Memo No. 3879/JM Date: 25/11/2025
Tender ID: 2025_MAD_961006_1
2) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-18/2025-26
Memo No. 3905/JM Date: 26/11/2025
Tender ID: 2025_MAD_961317_1
Tender ID: 2025_MAD_961317_2
Tender ID: 2025_MAD_961317_3
Tender ID: 2025_MAD_961317_4
Tender ID: 2025_MAD_961317_5
3) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-19/2025-26
Memo No. 3906/JM Date: 26/11/2025
Tender ID: 2025_MAD_961557_1
Tender ID: 2025_MAD_961557_2
Tender ID: 2025_MAD_961557_3
Tender ID: 2025_MAD_961557_4
Tender ID: 2025_MAD_961557_5
Last date of bidding (On line) dated:- December 27, 2025 at 6:55 P.M

Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ লটের বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি

রঙ্গিয়া মণ্ডল ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিসেম্বর' ২০২৫ মাসের জন্যে ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে

ক্রম সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং	নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ/সময়
১	ডিসেম্বর/২০২৫	[illegible]	০৫-১২-২০২৫/১১.০০
২		[illegible]	১৭-১২-২০২৫/১১.০০
৩		[illegible]	২৪-১২-২০২৫/১১.০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ এর অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ডাক আহ্বান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ের লিগ্যাল ক্যাডারে অবসরপ্রাপ্ত চিফ ল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পুনর্নিয়োগ

নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি

নোটিফিকেশন নং. ই.৮৩৯/২/এমআইএসসি/রি-এনগেজমেন্ট/সিএলএ
তারিখ : ২৬.১১.২০২৫

লিগ্যাল ক্যাডারের চিফ ল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লেভেল-৭ (নন-গেজেটেড)-এর ০৩টি শূন্য পদ চুক্তির ভিত্তিতে পূরণের জন্য আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত পূর্ব রেলওয়ের চিফ ল অ্যাসিস্ট্যান্টদের থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। ● **মেয়াদ :** এক বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স, যেটি আগে হবে। ● **বয়ঃসীমা :** ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত। ● **বেতনক্রম :** চুক্তির মেয়াদ চলাকালীন পারিশ্রমিকরূপে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়া হবে, যা ঠিক করা হবে অবসরের সময়ে প্রাপ্ত বেতন থেকে মূল পেনশন বাদ দিয়ে। মেয়াদ চলাকালীন, নির্দিষ্ট করা পারিশ্রমিক অপরিবর্তিত থাকবে। ● **আবেদনের পদ্ধতি :** যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ একটি খামে ভরে "ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার (এনজি), প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭ এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১"-এ পাঠাতে হবে **৩১.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে**, যার পরে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। ডাক বিলম্বের জন্য প্রার্থীরাই দায়ী থাকবেন এবং নির্ধারিত অন্তিম তারিখ ও সময়ের পরে কোনও আবেদন গৃহীত হবে না। খামের ওপরে **"পূর্ব রেলওয়েতে চিফ ল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পদে পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন"** লিখতে হবে। ● **আবেদন খোলার তারিখ :** ০১.১২.২০২৫। ● **আবেদন বন্ধের তারিখ :** ৩১.১২.২০২৫। ● **নির্বাচনের পদ্ধতি :** এই উদ্দেশ্যে মনোনীত একটি কমিটি কর্তৃক প্রার্থী বাছাই করা হবে এবং কাজের প্রয়োজনীতা, পরিষেবার ধরন/প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করা হবে। ● **দ্রষ্টব্য :** সার্ভিস রেকর্ড অনুসারে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচার করা হবে। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি সহ অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি এবং আবেদনের বয়ান **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে।

প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, কলকাতা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

7 কাঠা জমি বিক্রি, ওয়ার্ড নং-4, জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি। ৩ কাঠা ভাড়াটিয়া জবর দখলে। সম্পূর্ণ জমি ক্রয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি ফোন করুন- 8327072245. (C/119162)

হারানো/প্রাপ্তি

I have lost my original Land deed no. 2638 (A.D.S.R at Jalpaiguri) Deed Year 1998 if anybody finds it. Please contact :- Santana Saha 97498-82607. (C/119208)

সভা/সমিতি

আগামী ৩০শে নভেম্বর বেলা ৩:০০ টার সময় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তনীদের বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর উদযাপন সংক্রান্ত সভায় আহ্বান করা হচ্ছে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করে ৭৫ বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি। স্থানঃ হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, উত্তম সিং সরণি, গুরুদুয়ারার পেছনে, শিলিগুড়ি। (M) 9647754399/9832061000. (C/119160)

অ্যাফিডেভিট

আমি Animesh Chandra Mandal পিতা জ্ঞানেন্দ্র নাথ মন্ডল, আমগুড়ি, আমগুড়ি বাজার, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 26.11.25 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class জুডিসিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 4931) বলে Animesh Chandra Mandal ও Animesh Ch Mandal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

NOTICE

I Debojyoti Dhar S/o Debiprasad Dhar R/o Shanti apt Ramthakur Mandir Rd slg-734005 do hereby declare that my marriage with Banashree Dhar nee Majumder d/o Lt Ranjit kr Majumder (last known address) snigdanil apt, hritik gatak sarani, deshbandupara ps siliguri 734004 has been dissolved by a decree of divorce by the Ld Addl District Judge (1st) court at Siliguri in MAT SUITE No 140(4) of 2004 on 04/10/2024. Since then she has been seized to use my name as her husband in any matter whatsoever.

অ্যাফিডেভিট

আমি Tapash Kumar Bandyopadhyay, S/o Sarat Kumar Bandyopadhyay, শিল্পসমিতিপাড়া, জলপাইগুড়ি, 1st Class Judicial Magistrate, জলপাইগুড়ি কোর্ট-এর Affidavit দ্বারা Tapash Kumar Banerjee নামে পরিচিত হলাম।Affidavit No:-4930 Dated 26.11.2025. Tapash Kumar Bandyopadhyay@Tapas Kumar Bandyopadhyay @ Tapash Kumar Banerjee এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119207)

আমি Sri Dipankar Joardar S/o Late Sunil Baran Joardar দেবিনগর, Ward No. 10, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 26.11.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 23128) বলে Dipankar Joardar S/o Late Sunil Baran Joardar এবং Dipankar Joaradr S/o S. Joardar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

আমি Subarna Pal, W/o Shyamal Pal, D/o-Parimal Ch Paul, Vill-Arthagram, P.O-Maharajahat, P.S.-Raiganj, Dist-Uttar Dinajpur আমার স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে আমার নাম ও জন্ম তারিখ ভুল হয়ে যাওয়ায় গত 26/11/25 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট রায়গঞ্জে অ্যাফিডেভিট বলে Suparna Paul থেকে Subarna Pal ও জন্মতারিখ 10/08/1986 থেকে 01/01/1971 করা হলো। (C/119427)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
TERE ISHK MEIN
*ing : Dhanush, Kriti Sanon, Prakash Raj
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস — SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (A)
TERE ISHK MEIN — SHOW TIME 1.15 PM 4.15 PM 7.15 PM HINDI (U/A)

আজ টিভিতে

স্নেক স্কোয়াড রাত ৮.১০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ অচেনা অতিথি, দুপুর ১.০০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, সন্ধে ৭.০৫ সংগ্রাম, রাত ১০.২০ শাপমোচন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.১৫ নাটের গুরু, রাত ১০.১৫ দুজনে
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মানুষ কেন বেইমান, দুপুর ১২.০০ বস টু, ২.৩০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, রাত ১০.৩০ নয়নমণি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হার মানা হার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩১ ওয়েলকাম ব্যাক, দুপুর ২.০৪ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫১ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, সন্ধে ৭.৩০ গীত গোবিন্দম, রাত ১০.০০ স্নেক কেভ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গরভ : প্রাইড অ্যান্ড অনার, বিকেল ৩.৫০ সৈনিক, রাত ১০.০০ জুলমি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১০ রাধে, দুপুর ১.২৬ কিষেন কনহাইয়া, বিকেল ৪.২৩ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.২৮ স্যার, রাত ১০.০৯ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু
জি সিনেমা : সকাল ১০.২৯ জানোয়ার, দুপুর ২.০৩ ধমাল, বিকেল ৪.২৯ মায়া পুথগম, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা টু দ্য রুল, রাত ১১.৩০ ওয়েলকাম ব্যাক
স্টার মুভিজ : বিকেল ৩.৩০ ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, বিকেল ৫.৩০ জাঙ্গল ক্রুজ, রাত ৯.০০ ট্রন, ১১.০০ গডজিলা : কিং অফ দ্য মনস্টার্স

পুষ্পা টু দ্য রুল
সন্ধে ৬.৫৫ জি সিনেমা

ম্যান ইটস ওয়াইল্ড
রাত ৮.০০ ডিসকভারি

যুদ্ধ বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে বাড়তি দায়িত্ব চাপতে পারে। সন্তানের চাকরি সূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বৃষ : স্ত্রীর বুদ্ধির কৌশলে যৌথ ব্যবসায় সাফল্য মিলবে। পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। আর্থিক শুভ। মিথুন : সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ নিন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটবে। কর্কট : উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানের বিদেশ যাত্রায় গর্বিত হবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণে আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে। সিংহ : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। দূরের ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। কন্যা : বাবার শারীরিক সমস্যার কারণে অর্থব্যয় বাড়বে। কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সময়মতো শেষ করতে না পেরে মানসিক চাপ। তুলা : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বৃশ্চিক : পারিবারিক সমস্যায় জেরবার হয়ে বাড়ি পরিবর্তন করতে হতে পারে। অপরিচিত কাউকে টাকা ধার দেবেন না। ধনু : সামান্য ভুলে বহুভাষিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় টাকার বাধা কেটে যাবে। মকর : চাকরির পরীক্ষায় ভালো ফল করে বড় সুযোগ পেতে চলেছেন। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কুম্ভ : ব্যবসায় আয়ব্যয়ের হিসেব নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। বাড়ি সংস্কারের আগে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সেরে নিন। মীন : অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতবিরোধ কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ৭ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১ অঘোন, সংবৎ ৮ মার্গশীর্ষ সুদি, ৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৪, অঃ ৪।৪৭। শুক্রবার, অষ্টমী রাত্রি ৬।৪১। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।২৯। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৮।২। বিষ্টিকরণ প্রাতঃ ৭।১ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৪১ গতে বালবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।২৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।২৯ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ৬।৪১ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৮।৪৫ গতে ১১।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৬ গতে ৯।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৬।৪১ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।২৯ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম্ম- দিবা ৮।২ মধ্যে পুনঃ দিবা ১১।৩৮ গতে সাধভক্ষণ নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫১ মধ্যে ৩।২৭ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৫ গতে ৯।২১ মধ্যে ১২।৩ গতে ৩।৩৮ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দেশ-কালের সীমানা পেরোনো বন্ধুত্বের গপ্পো

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : জীবনের গল্প যে মাঝেমধ্যে রূপকথাকেও হার মানায়, ঘোগারকুঠির বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার সেটা নিজেদের জীবন দিয়ে অনুভব করলেন। এই গল্প হেসেখেলে যে কোনও সিনেমার স্ক্রিপ্টকে দশ গোল দিতে পারে। বন্ধুত্বের টানে সুদূর প্যারিস থেকে ভারতে আসা এক তরুণ। সঙ্গে অনেক আশা আর বন্ধুর জন্মদিনের উপহার হিসেবে নিয়ে আসা আইফোন। কিন্তু এখানেই গল্পে আসে একটা মোচড়। প্যারিস থেকে আসা ওই তরুণ বন্ধুর খোঁজে তুফানগঞ্জে আসার পর দেখেন বন্ধুর ফোন সুইচড অফ। কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বন্ধুর দেখা না পেয়ে প্যারিসের ওই তরুণ যখন নিজের দেশে ফিরে যাবেন বলে ঠিক

মন্টে ও অস্তাভের আবেগঘন মুহূর্ত।

করেন, ঠিক সেই সময় ভাগ্যদেবতা মুচকি হাসেন। ফোন আসে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়।

সিনেমার মতো এই গল্পের দুই কুশীলবদের নাম অস্তাভ এবং মন্টে চন্দ। প্যারিসের বাসিন্দা অস্তাভ পেশায় টেনিস প্রশিক্ষক। মন্টের বাড়ি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি এলাকায়। অস্তাভ ফেসবুকে পরিচয় হওয়া বন্ধু মন্টের খোঁজে দিল্লিতে নেমে বাগডোগরা হয়ে ২২ নভেম্বর তুফানগঞ্জে আসেন। কিন্তু এসে দেখেন মন্টের ফোন সুইচড অফ। একে অচেনা দেশ, তার ওপর ভাষার সমস্যা। হন্নে হয়ে খুঁজেও বন্ধুর দেখা না পেয়ে মুষড়ে পড়েন অস্তাভ। এই নিয়ে একটি ভিডিও-ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

> এক বছর আগে ফেসবুকে অস্তাভের সঙ্গে আলাপ। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয়। আমার জন্য ও ভারতে এসেছে ভাবতেই অবাক লাগছে। যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কয়েকদিন ফোন খারাপ থাকায় যোগাযোগ করতে খানিক দেরি হল। ইচ্ছে আছে ওকে আমার গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখানোর।
>
> **মন্টে চন্দ**

বন্ধুর খোঁজ না পেয়ে অস্তাভ শেষমেশ বাড়ি ফিরে যাবেন বলেই ঠিক করেন। ঠিক সেই সময়েই বৃহস্পতিবার সকালে ফোনের মাধ্যমে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটে। এদিন ঘোগারকুঠি এলাকায় মন্টের পাড়ায় ঢুকতেই দেখা যায় তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে যেন উৎসবের আমেজ। কেউ রান্না করছেন বিশেষ পদ, কেউ সাজাচ্ছেন উঠোন। দুপুরের খাবারের সময় ভিড় করেন গোটা এলাকার মানুষ। মেনুতে ছিল কাতলা মাছ, ডাল ও শাকসবজি।

এই ভালোবাসা দেখে আপ্লুত অস্তাভ। তিনি বলেন, 'মন্টেকে খুঁজে না পেয়ে আমি একটা সময় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবশেষে ভাগ্যের জোরে দেখা হল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে আমি আপ্লুত। ভাষা বুঝতে না পারলেও ভালোবাসা গ্রহণ করতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

মন্টে বলেন, 'এক বছর আগে ফেসবুকে অস্তাভের সঙ্গে আলাপ। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয়। আমার জন্য ও ভারতে এসেছে ভাবতেই অবাক লাগছে। যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কয়েকদিন ফোন খারাপ থাকায় যোগাযোগ করতে খানিক দেরি হল। ইচ্ছে আছে ওকে আমার গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখানোর।'

এই দেশে আসার পর প্রথমে খানিক ভোগান্তি পোহাতে হলেও এখন তিনি এতটাই জনপ্রিয় যে গ্রামের মানুষ তাঁকে নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছেন। সকলে ভিড় জমাচ্ছে তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে, কথা বলতে, কিংবা শুধু বিদেশের মানুষটিকে একনজর দেখার জন্য অনেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁরা জানান, এই হিংসা আর হানাহানির যুগে মন্টে আর অস্তাভের গল্প ফের প্রমাণ করবে মানুষের সঙ্গে মানুষকে বেঁধে রাখে ভালোবাসা, বেঁধে রাখে বিশ্বাস।

বালি তোলা বন্ধ করলেন উপপ্রধান

কিশোরদের হাতে ট্র্যাক্টরের স্টিয়ারিং

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার লোহাশিং এবং জাবরা সংসদের মাঝে চেঙ্গা নদীতে বালি-পাথর তোলার কাজ চলছিল। পাশেই ট্র্যাক্টরের চালকের আসনে বসে ছিল হাতিঘিসার বাসিন্দা শচীন, নীলেশ ও সমীর। কেউই এখনও সাবালক নয়। প্রত্যেকেই নদী থেকে বালি-পাথর তোলা ও ট্র্যাক্টরে চাপিয়ে মাল নিয়ে যাওয়ার কাজে নিযুক্ত। লকডাউনের পর থেকেই স্কুল যাওয়া বন্ধ শচীনের। হাতিঘিসা হাইস্কুল থেকে ক্লাস সেভেন পাশ করেছে সে। এই কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, 'আমার মা নেই। বাবা সারাদিন মদ খান। কিছু টাকা উপার্জন হয় বলে এই কাজ করছি।' নীলেশ বা সমীরের জীবনকাহিনীও খুব আলাদা নয়।

এদিনই চেঙ্গা নদীতে অভিযানে গিয়ে নদী থেকে বালি তোলা বন্ধ করেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক। ট্র্যাক্টরের দায়িত্বে থাকা নাবালকদের দীর্ঘক্ষণ বোঝান তিনি। এরপর ট্র্যাক্টর মালিকদের ডেকে নাবালকদের হাতে ট্র্যাক্টর দেওয়া নিয়ে তাঁদের সতর্ক করা হয়। রঞ্জন বলেন, 'হাতিঘিসা, মণিরাম, নকশালবাড়ি মিলিয়ে তিনশোর উপরে ট্র্যাক্টর চলছে। নদী থেকে বালিও তোলা হচ্ছে দেদার। গোটা কর্মযজ্ঞে এখন এলাকার নাবালকরাও জড়িয়ে পড়েছে। অল্প মজুরির লোভে প্রভাবশালীরা এদের হাতেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। কাজ শেষ করেই এরা নেশায় ডুবছে। প্রচুর নাবালকের জীবন নষ্ট হচ্ছে। এটা চলতে দেওয়া যায় না।'

এখন নকশাবাড়ির রাস্তায় ট্র্যাক্টরের দাপট যেমন বেড়েছে, তেমনই চালকের আসনে বসছে একাধিক নাবালক। এনিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী। বিশেষ করে চা বাগান মহল্লা ও ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতেই এই সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সবকিছু দেখেও নীরব প্রশাসন। পড়াশোনার বয়সে এলাকার একাংশ নাবালক হয় বেলচা হাতে বালি-পাথর তুলছে, নয়তো ট্র্যাক্টরের চালকের সিটে বসছে। হাতে মজুরি এলে তাদের একাংশ ছুটছে চোলাই খেতে।

নদী এলাকায় নাবালক চালকদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

মেরিভিউ চা বাগানের বাসিন্দা চামেলি খেরওয়ার বলছিলেন, 'কয়েকদিন আগেই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় এলাকার এক বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন। ওদের লাইসেন্স নেই। কোনও নিয়মও মানে না। কম মজুরির লোভে ওদের হাতে ভারী ভারী ট্রাক ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

নকশালবাড়ি ট্রাফিক রুরাল জোনের ইনস্পেকটর পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বারবার পদক্ষেপ করছি। লাইসেন্স ছাড়া নাবালক চালক দেখলে ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করে জরিমানা করা হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে এনিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে।' তবে দিনের শেষে ওই নাবালকদের পরিবারের সদস্যরা সতর্ক না হলে পরিস্থিতির বদল হবে না বলেই মনে করছেন তিনি।

উচ্ছেদ ইস্যুতে ময়দানে দুই ফুল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : রেলের উচ্ছেদের নোটিশে প্রায় পথে বসতে চলেছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ১০০ পরিবার। ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি এরিয়া অফিসের আশপাশে এবং ডাবগ্রাম ২-এর বাঁশবাড়ি এলাকায় উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয়েছে। এদিকে, উচ্ছেদের বিষয়টিকে হাতিয়ার করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পেছনে ফেলতে ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ওই এলাকায় শাসকদলের টিকিট পাওয়ার দৌড়ে জেপি কানোরিয়া ও রঞ্জন সরকার রয়েছেন বলে দীর্ঘদিনের জল্পনা। জেপি তৃণমূল যুব নেতা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সংগঠনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি। তিনি নিজে ওই এলাকার বাসিন্দাও। অন্যদিকে, রঞ্জন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র। উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে পা মেলাতে দেখা গিয়েছে দুজনকেই। বিজেপিকে চাপে রাখতে স্থানীয়দের নিজেদের পাশে টানতে চেয়েই কি এমন জনসংযোগ, প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে স্থানীয় পদ্ম নেতাদের দাবি, তৃণমূল সবটাই ভোট রাজনীতির স্বার্থে করছে।

তৃণমূলকে চাপে রাখতে এলাকাবাসীকে অভয়বাণী দিচ্ছেন স্থানীয় বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীরা। শিখার বক্তব্য, 'রেলের জমিতে উচ্ছেদ একমাত্র বিজেপিই আটকাতে পারে। মানুষ অত বোকা নয় যে তৃণমূলের সঙ্গে যাবে। তৃণমূল ওই এলাকায় দাগ কাটতে পারবে না। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আমার জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং রেলের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

এদিকে উচ্ছেদের নির্দেশে বিপদে পড়া বাসিন্দাদের পাশে থাকা নিয়ে জেপি বলেন, 'আমি ওই এলাকার বাসিন্দা। তৃণমূলের তরফে একটি কর্মসূচির অংশ হিসাবেই গিয়েছিলাম। ভবিষ্যতেও এধরনের কর্মসূচি আরও করা হবে।' কিছুদিন আগে এনজেপি এডিআরএম অফিস সংলগ্ন ও বাঁশবাড়িতে উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েছে রেল। সেই নোটিশকে হাতিয়ার করেই নির্বাচনের আগে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক ঘাঁটি শক্ত করতে চাইছে তৃণমূল-বিজেপি সব পক্ষই, পর্যবেক্ষণ বিশেষজ্ঞদের।

রঞ্জনের কথায়, 'আমরা মানুষকে কোনও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিইনি। আমরা একজনকেও এলাকা থেকে উচ্ছেদ করতে দেব না। ওখানে বিজেপির কী বলার আছে! ওরাই তো উচ্ছেদের নির্দেশের মূলে রয়েছে।' আসলে মানুষকে কষ্ট দেওয়াই বিজেপির কারবার বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তিনি।

তরুণীর মৃত্যুতে আতঙ্ক শহরে, তদন্তে পুলিশ

ঠিক ওষুধ দিচ্ছে তো!

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : চিকিৎসকের লেখা প্রেসক্রিপশন পড়ে কিছু বোঝা যায় না। তাই কোন ওষুধ কখন খেতে হবে, সেব্যাপারে মুশকিল আসান ওষুধের দোকানের কর্মীরা। তাঁরাই ওষুধ দেওয়ার সময় খামের ওপর লিখে দেন খাওয়ার নিয়মকানুন। তাঁদের ওপর ভরসা করেই ওষুধ খান প্রায় সকলে। কিন্তু ওষুধের ওভারডোজে মজুমদার কলোনির বাসিন্দা মাম্পি সাহার মৃত্যুর পর সেই বিশ্বাসটাই যেন চিড় খেয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা ওষুধের খামে লিখে দিচ্ছেন, তাঁদের যোগ্যতা কতখানি।

ওষুধের ভুল ডোজ লিখে দেওয়ায় তরুণীর মৃত্যু ঘিরে শিলিগুড়ি এখন সরগরম। সংশ্লিষ্ট দোকানের অভিযুক্ত কর্মী সুব্রত সরকারের আদৌ ওষুধ দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শহরের ওষুধ দোকানগুলি ঘুরে একটা কথা তো স্পষ্ট বোঝা গেল, নিয়ম মেনে ফার্মাসিস্ট নেই কোথাও। অথচ, স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম

যেভাবে চলছে

- যাঁরা ওষুধ দেওয়ার কাজ করেন, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন
- বছরের পর বছর কাজ করার 'অভিজ্ঞতার' ভিত্তিতেই প্রেসক্রিপশন পড়ে রোগীদের ওষুধ দেন বেশিরভার মানুষ
- ওষুধের দোকানের মালিক কোনও ফার্মাসিস্টের লাইসেন্স ভাড়া নিয়ে দোকানে রাখেন

অনুযায়ী ওষুধের দোকানে ফার্মাসিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক। খালি তাই নয়, যাঁরা ওষুধ দেওয়ার কাজ করেন, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বছরের পর বছর কাজ করে আসছেন। সেই 'অভিজ্ঞতার' ভিত্তিতেই তাঁরা প্রেসক্রিপশন পড়ে রোগীদের ওষুধ দেন। আর ওষুধের দোকানের মালিক কোনও একজন ফার্মাসিস্টের লাইসেন্স ভাড়া নিয়ে দোকানে সাজিয়ে রাখেন।

শিলিগুড়ি শহরে কেউই ফার্মাসিস্ট রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। বিভিন্ন ওষুধের দোকান থেকে কর্মীদের বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসে দোকান চালানো হয়। অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে ভুল ওষুধ দেওয়া, ওষুধ খাওয়ার নিয়ম ভুল লেখা বা বলে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।

বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি জোনের সম্পাদক সুব্রত ঘোষ বলেছেন, 'ওই ওষুধের দোকানের ঘটনা নিয়ে আমরা খোঁজখবর করছি। এখনও সেভাবে কিছু জানা নেই।' তবে, বিসিডিএ'র সদস্যরাই বলেছেন, কম মাইনেতে কর্মী রাখতে গিয়েই অনেক ব্যবসায়ী অল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের দোকানে রাখছেন।

মাম্পির মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ মৃতার ভাই অমিত সাহার কাছে থাকা সমস্ত নথিপত্র জমা নিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন, দুটো ওষুধের পাতা বা স্ট্রিপ সহ ওষুধের খাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই খামেই ওষুধের দোকানের কর্মী ওষুধ খাওয়ার ভুল নিয়ম লিখে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। এছাড়া ওষুধ কেনার বিলও পুলিশ পরিবারের থেকে জমা নিয়েছে। এদিনও ওই ওষুধের দোকানের অভিযুক্ত কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের কাজও শুরু করা হয়েছে।

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'ঘটনার কথা আমার জানা নেই। আপনাদের কাছেই প্রথম শুনলাম। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

ডুবে মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর : খড়িবাড়িতে বন্ধুর দিদির বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে বৃহস্পতিবার চেঙ্গা নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম বিজয় সিংহ (১৭)। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পেলকুজোত এলাকায় বাড়ি ওই কিশোরের। সাঁতার না জেনে নদীতে স্নান করতে নামতেই বিপত্তি ঘটে। স্থানীয়রা খড়িবাড়ি থানার পুলিশকে খবর দিলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ অবশেষে নদী থেকে বিজয়ের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি তাকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য এপ্রসঙ্গে বলেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার দুপুরে তিন বন্ধু সাইকেলে করে খড়িবাড়ি ইকো পার্কে বেড়াতে যায়। ইকো পার্কের পাশেই চেঙ্গা নদী। তিন বন্ধু মিলে নদীতে স্নান করার পরিকল্পনা করে। স্নানের আগে প্রথমে বিজয় নদীর জলের গভীরতা বুঝতে জলে নামে। নদীর জায়গিরজোতের ওই ঘাটে জলের গভীরতা বেশি ছিল।

টুকুরিয়ায় নেই বেশি হাতি থাকার পরিবেশ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর : পাঁচ ঘণ্টার পরিশ্রমে সফল অভিযান। ফের টুকুরিয়া জঙ্গল থেকে প্রায় ৬০টি হাতিকে নিয়ে আসা হল বাগডোগরা জঙ্গলে। বৃহস্পতিবার কয়েকটি দলে ভাগ করে হাতিগুলিকে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়। গাইডের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া, ঘোষপুকুর রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু ও টুকুরিয়া রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া। ছিলেন পানিঘাটা রেঞ্জ ও এলিফ্যান্ট স্কোয়ার্ডের কর্মীরা। গত ৩০ অক্টোবরও এমন একটি দলকে টুকুরিয়া জঙ্গল থেকে বাগডোগরায় নিয়ে আসা হয়েছিল। টুকুরিয়ায় বেশি সংখ্যক হাতি রাখার পরিস্থিতি না থাকার জন্য এমন অভিযান বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'টুকুরিয়া জঙ্গলে বেশি সংখ্যক হাতি থাকার মতো পরিবেশ নেই। ফলে সেখান থেকে খড়িবাড়ি হয়ে বিহার, এমনকি বাংলাদেশে চলে যেতে পারে। এজন্য বাগডোগরায় নিয়ে আসা হয়েছে হাতিগুলিকে।'

২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সময় লাগল পাঁচ ঘণ্টা। এদিন টুকুরিয়া জঙ্গল থেকে প্রায় ৩০টি হাতিকে নকশালবাড়ি চা বাগান হয়ে উত্তম চাঁদের ছাট জঙ্গলে নিয়ে আসা হয় প্রথমে। এখানে থাকা আরও ৩০টি হাতি মিশে যায় ওই দলে। পরবর্তীতে ৬০টি হাতিকে কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে বাগডোগরায় নিয়ে আসা হয়। এর কারণ, একসঙ্গে এত হাতিকে গাইড বা নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা হলেও কঠিন কাজ। পাশাপাশি, ধানের লোভে হাতিগুলি গ্রামে হানা দিতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। চা বাগান, গ্রাম, রেললাইন অতিক্রম করে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে-টু দিয়ে কিরণ চন্দ্র চা বাগানের করিডর পার করে বাগডোগরা জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় হাতির দলকে। করিডর পার করার সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয় সড়কে। নকশালবাড়ি থেকে মাটিগাড়া ফেরার পথে আটকে পড়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের কনভয়। সাংসদের কনভয় থেকে হুটার বাজানো হলে, তা না বাজানোর জন্য অনুরোধ করেন বনকর্মীরা। নিরাপত্তার স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা, তা তাঁরা জানান। এরপর আর হুটার বাজেনি। গাড়িতে বসে হাতি দর্শন করেন বিস্ট। বাগডোগরা জঙ্গল থেকে হাতিগুলি যাতে আশপাশের গ্রামে ঢুকে যেতে না পারে, তার জন্য এদিন থেকে নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কে করিডর পার হচ্ছে হাতির দল।

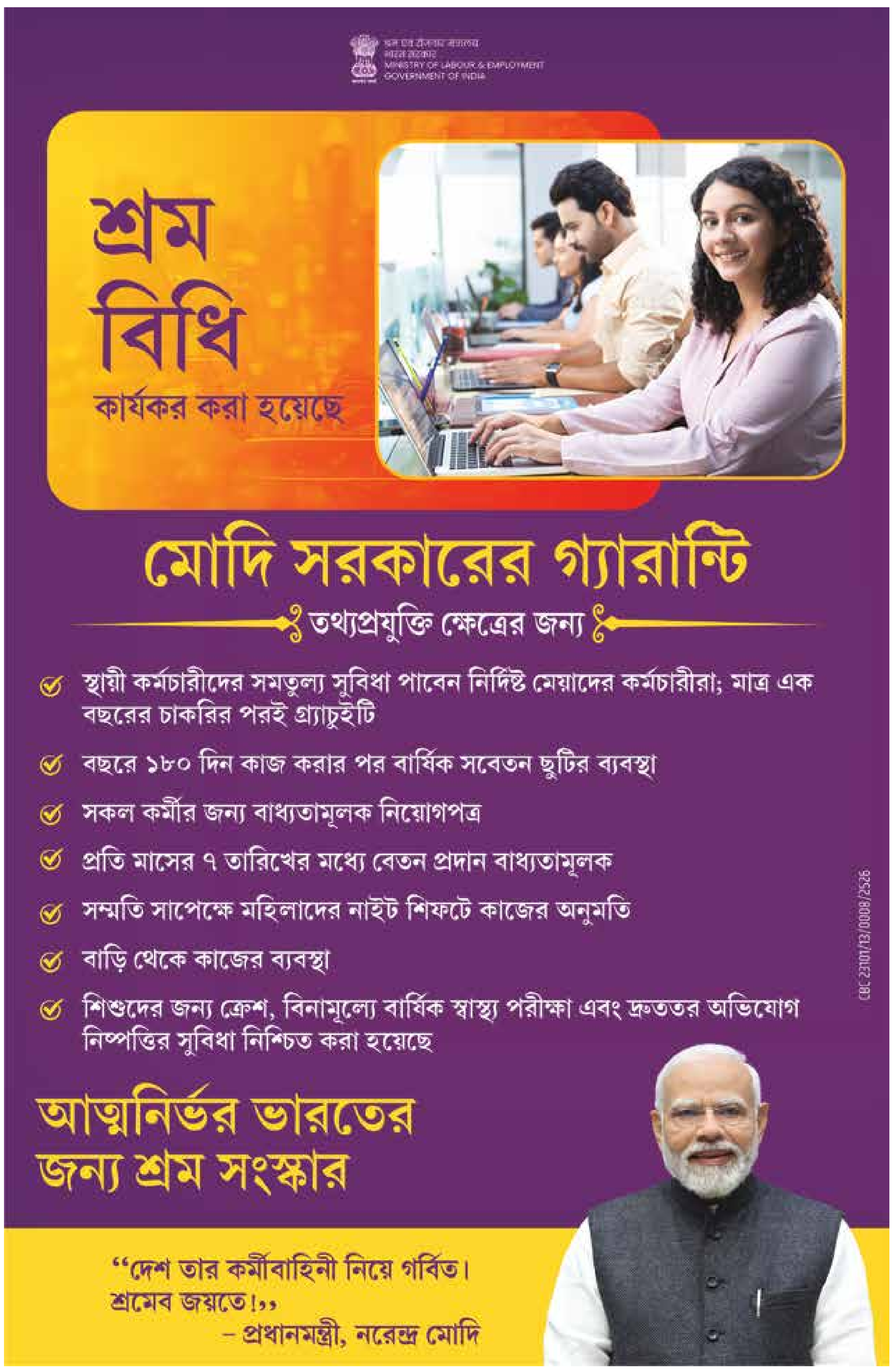

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা রামবাবু কেওয়াত - কে 29.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 4 2 H 75783 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি যে আনন্দটা অনুভব করছি, তা সত্যিই ভাষায় বোঝানো কঠিন। ডিয়ার লটারিতে অনেক মানুষকে কোটিপতি হতে দেখার পর আমিও আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। আর এই পরীক্ষাই আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার দিয়ে আশীর্বাদ দিয়েছে। এই জয় আমার ও আমার পরিবারের কল্পনারও বাইরে ছিল। আমরা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রোমার গাড়ির সামনে জোড়া চিতাবাঘ

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর : দলীয় কাজ সেরে ঘরে ফেরার পথে মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির গাড়ির সামনে দুটি চিতাবাঘ চলে আসে। গাড়ির ভিতর থেকে সেই ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মতিধর চা বাগানের বালাসন ডিভিশনের।

বৃহস্পতিবার রাতে খড়িবাড়ি থেকে দলীয় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে সংশ্লিষ্ট চা বাগান হয়ে খারুভাঙ্গি যাওয়ার সময় রোমা রেশমির গাড়ির সামনে প্রথমে একটি চিতাবাঘ চলে আসে। এরপর খানিকটা যেতেই ফের আরেকটি চিতাবাঘ নিজের শাবক নিয়ে চলে আসে। আর সেই ভিডিও মোবাইল ক্যামেরায় রেকর্ড করে ফেলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। রোমা রেশমি বলেন, 'এই পথ ধরে ১০টির বেশি গ্রামের মানুষ চলাচল করেন। যদি বাইকে চেপে কেউ যাতায়াত করেন তাহলে তাঁর ওপর হামলা হতে পারত।' মতিধর চা বাগান হয়ে খারুভাঙ্গি যাওয়ার রাস্তাটি অন্ধকার অবস্থায় রয়েছে। সহকারী সভাধিপতি বলেন, 'ওই রাস্তায় দ্রুত সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হবে।'

এই চা বাগানে কয়েকমাস আগেও এক মহিলার ওপর চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তাঁকে ফাঁসিদেওয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। প্রায়দিন চিতাবাঘের আনাগোনা ওই এলাকার মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

সরকারি সাহায্য অমিল, ঝুঁকি নিয়েই বসবাস বাসিন্দাদের

সারেনি তিস্তাবাজারের ক্ষত

রণজিৎ ঘোষ

তিস্তাবাজার, ২৭ নভেম্বর : দু'বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তিস্তা নদীর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া তিস্তাবাজারের ছবিটা এতটুকু বদলায়নি। সেই অর্ধভাঙা ঘরবাড়ি, নদীতটে পাহাড়সমান পলিতে এখনও স্পষ্ট ফুটে উঠছে সেদিনের বিভীষিকার ছবি।

এদিকে, আশ্বাস পেলেও এখনও সরকারি সাহায্য না মেলায় তিস্তার রোষে পড়া মানুষগুলির জীবন একপ্রকার দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। রুটিরুজির টানে আতঙ্ককে সম্বল করেই একচিলতে বারান্দায় দোকান বানিয়ে সংসার টানছেন অনেকে। সকলেরই একটাই অভিযোগ, সরকার থেকে অনেক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল। নতুন জায়গায় ঘর হবে, আর্থিক সহায়তার আশ্বাস পেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবে কিছুই মেলেনি। যদিও জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা দাবি করেছেন, 'প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জিটিএ থেকে তিন লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।'

এখনও কার্যত ধ্বংসস্তূপ তিস্তাবাজার এলাকা। -সংবাদচিত্র

২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর রাতে সিকিমের লোনাক লেক বিস্ফোরণের জেরে তিস্তা নদী ফুলেফেঁপে ওঠে। এর জেরে তিস্তাবাজারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এখানকার বেশ কিছু ঘরবাড়ি, দোকান, গ্যারাজ নিমেষে তলিয়ে যায়। ২০-২৫টি বড় গাড়ি, বাইক সহ বাড়ির জিনিসপত্র জলে ভেসে যায়। নদীর দিকে থাকা প্রায় ৪০টি বাড়ির অর্ধেক অংশ ধসে পড়ে। গৃহহীন হন অনেকে। এমনকি ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে তিস্তাবাজার যাওয়ার রাস্তাটিও ভেসে যায়। তিস্তায় ভেসে আসা পলি চরে জমে পাহাড়সমান উঁচু হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে কমিটি করে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ, নদী এবং চর থেকে পলি তুলে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি, এলাকার সড়ক যোগাযোগ পুনরায় তৈরি করার জন্য জিটিএ রাজ্যকে ২৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ চেয়ে গত বছরের মার্চ মাসে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই প্যাকেজ নিয়ে রাজ্যের তরফে টুঁ শব্দটি নেই।

বৃহস্পতিবার এলাকায় পৌঁছাতেই ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলি চোখে পড়ল। একটি অর্ধভাঙা ঘর এবং বারান্দায় বসবাস করছেন রাজু বিশ্বকর্মা। তাঁর বাড়ির সামনের দুটি বাড়ি এখন পরিত্যক্ত। তৃতীয় বাড়িটির পিছনের দুটি ঘর সেবার জলের স্রোতে ধসে যায়। তিনি বললেন, 'আমাদের দুঃখের কথা আর শুনে কী করবেন? দু'বছর পেরিয়ে গেল, এখনও কানাকড়ি পেলাম না। অথচ অনেককিছু আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তবে কিছু হয়নি।' তাঁর আশঙ্কা, ফের নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠলে, বাড়ির বাকি অংশ ভেসে যাবে।

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন সুরজ ছেত্রী। তাঁর বাড়ির পিছনের অনেকটা অংশ তিস্তা গ্রাস করেছে। তাঁর কথায়, 'ছোট দোকান করে সংসার চালাই। সরকারিভাবে পুনর্বাসন, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও তো কিছু পেলাম না। ওই ঘটনার পর শুধু ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিল। আর কিছু দেয়নি। দোকান না করলে সংসার চালাব কীভাবে? তাই এখানেই রয়ে গিয়েছি।'

২০২৩-এর তিস্তায় জলস্ফীতির জেরে এখানকার একাধিক গ্যারাজে থাকা গাড়িও ভেসে গিয়েছিল। গ্যারাজ মালিক জলঢাকার বাসিন্দা রণজিৎ সরকার বলছিলেন, 'আমাদের গ্যারাজ পুরোটাই জলে ভেসে গিয়েছিল। জলের শব্দ পেয়ে কোনওরকমে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সাত-আটটা বড় গাড়ি, বাইক ভেসে যায়। আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অনেক আবেদন করেছি, কিছুই পাইনি।'

শিক্ষকের দাবিতে বিডিও অফিস ঘেরাও

খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর : এলাকার পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য ২০২১ সালে খড়িবাড়ির ডুমুরিয়াতে গভর্নমেন্ট মডেল হাইস্কুলের উদ্বোধন করা হয়। তারপর থেকে পড়ুয়া বাড়লেও, স্কুলের উন্নয়ন সেভাবে হয়নি বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি স্কুলে মাত্র দুজন শিক্ষক থাকা, কোনও শিক্ষাকর্মী না থাকা, সব মিলিয়ে পড়াশোনা লাটে উঠলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান সহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল স্কুলের পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

পড়ুয়াদের মধ্যে দীপান্বিতা বর্মনের অভিযোগ, 'এখন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৮১ জন পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক মাত্র দুজন। অশিক্ষক কর্মী নেই। ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। সিলেবাস শেষ হয়নি। এখন আমরা কী করব?' একই অভিযোগ করেছে আরও দুই পড়ুয়া অঙ্কিতা ঘোষ, রোশনি রায়। এছাড়াও স্কুলের পরিকাঠামোর কথা বলতে গিয়ে পড়ুয়ারা জানাল, শৌচালয়ের দরজা ভাঙা। আয়রনমিশ্রিত জল পান করতে হচ্ছে। তবু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

অভিভাবকদের মধ্যে টুম্পা বর্মন বলেন, 'সেপ্টেম্বর মাসেও খড়িবাড়ি বিডিওকে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শিক্ষকের অভাবে সিলেবাস পর্যন্ত শেষ হয়নি। এখন পড়ুয়ারা কী লিখবে?' অভিভাবকরা আরও জানান, পরের বছর এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। এখন যে দুজন শিক্ষক রয়েছেন তাঁদের একজন পরের বছর ফেব্রুয়ারি, অন্যজন মার্চে অবসর নেবেন। তারপর পড়ুয়ারা কী করবে?

এদিন বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দ্রুত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি নিয়ে বিডিওকে একটি স্মারকলিপি দেয় পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। এ নিয়ে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলিরও সমাধান করা হবে।'

স্কুলের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে বাতাসি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দিলীপচন্দ্র বর্মনের বক্তব্য, 'মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাড হক কমিটি। জেলা শাসক এই কমিটির সভাপতি এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কমিটির সম্পাদক। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে অ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করে থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অভাবের বিষয়টি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

ভেঙে পড়ল ফ্লাইওভারের সিমেন্টের চাঁই

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বর্ধমান রোডের নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের গার্ডওয়াল থেকে একটি সিমেন্টের চাঁই খসে পড়ে। এদিন দুপুরে চাঁইটি খসে পড়ার আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। চাঁইটি খসে পড়ায় গার্ডওয়ালের জয়েন্টের অংশে ফাঁক দেখা দেওয়ায় স্থানীয়দের অভিযোগ ওই অংশ থেকেই চাঁইটি খসে পড়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চাঁই খসে পড়ায় এলাকায় ভিড় তৈরি হলেও কর্মীদের কেউই ঘটনাস্থলে আসেননি। যদিও চাঁই ভেঙে পড়ার ঘটনাটি স্বীকার করতে চাননি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা।

পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যুতিক কাজের কারণে একটি পিলারের ওপরের অংশটি ভাঙা হয়েছিল। সেই অংশটিই খসে পড়েছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ দপ্তরের আধিকারিকরা।

ভেঙে পড়া সিমেন্টের চাঁইটি আকারে যথেষ্ট বড়। ফ্লাইওভারের নীচের ওই অংশের রাস্তার ধার দিয়ে সবসময়ই মানুষের যাতায়াত। কোনওভাবে ফ্লাইওভার থেকে কোনও পাথরের চাঁই বা অন্য কোনও অংশ যাতে সরাসরি রাস্তায় না পড়ে পূর্ত দপ্তরের তরফে সেই ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এলাকার বাসিন্দা পবিত্র দাস বলেন, 'ভাগ্যিস ওই সময় রাস্তা দিয়ে কেউ যাচ্ছিল না। না হলে বড় বিপদ হতে পারত।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই ফ্লাইওভার চালু হবে বলার পর কাজের গতি বেড়েছে। কিন্তু সুরক্ষার বিধিতে যে ফাঁক থেকেই যাচ্ছে এদিনের ঘটনা তা ফের প্রমাণ করল।

প্রধান শিক্ষিকার অবসর

বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বাগডোগরার কাছে অবস্থিত বাউনিভিটা প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি চক্রবর্তীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। অবসর নেওয়ার দিন সবার প্রিয় বড়দিমণি প্রত্যেক পড়ুয়াকে সোয়েটার এবং সাদা পোশাক উপহার দেন। চার বছর আগে এই স্কুলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কাকলি নিজের বেতনের টাকায় স্কুলের ছাদ চুইয়ে জল পড়া বন্ধ করতে ছাদ মেরামত করেছেন, মিড-ডে মিলের ঘর আমূল সংস্কার সহ স্কুলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কাজ করছেন। স্কুলের প্রতি তাঁর এই দায়বদ্ধতা সকলকে মুগ্ধ করেছে। এদিন তিনি 'আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্কুল, আমার ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের ছেড়ে কীভাবে কাটাব বাকি জীবন...' বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি যখন মাইক্রোফোনে এই কথা বলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার চোখের কোনায় জল এসে যায়। বিদায়ের দিনও কাকলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার জন্য দুপুরবেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন, ধোঁয়া

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : শীতের শুরুতেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। এর জেরে ধোঁয়ায় ঢাকল গোটা এলাকা। বৃহস্পতিবার রাত আটটায় আগুন লাগার ঘটনা সামনে আসে। প্রথমে অল্প থাকলেও ধীরে ধীরে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। একসময় পরিস্থিতি এমন হয় যে আশপাশের গোটা এলাকা ধোঁয়া এবং ঝাঁঝালো গন্ধে ছেয়ে যায়। খবর পেয়ে পুরনিগমের আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছান। প্রথমে নিজস্ব ট্যাংক দিয়ে জল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় পরবর্তীতে দমকলকে ডাকা হয়। এই প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এটি প্রতিবছরই হয়। এবারও শুরু হয়েছে। পুরনিগমের কর্মীরা এবং দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।'

দুর্ঘটনার পর বাড়ি থেকে তথ্য আপলোড

চোপড়া, ২৭ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় আহত হন বিএলও। তারপর থেকে হাতে, পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে এনুমারেশন ফর্ম আপলোডের কাজ সারছেন। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালুগছ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তথা চোপড়ার ৪৫ নম্বর বুথের বিএলও প্রাণগোপাল দাস জানান, গত ২৪ নভেম্বর সার্ভারের সমস্যার কারণে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে ফর্ম আপলোড করেছিলেন। সেখান থেকে বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় জখম হন। মাথায় চোট লাগার পাশাপাশি হাতে ও পায়ে আঘাত লাগে। তারপর থেকে বাড়িতে বসেই তথ্য আপলোডের কাজ করছেন তিনি। বিএলও জানান, সংশ্লিষ্ট বুথে মোট ভোটার ১০৯৬ জন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৮২ শতাংশ ফর্মের তথ্য আপলোড শেষ হয়েছে। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। বিএলও এখন অনেকটা সুস্থ রয়েছেন। কাজও করছেন।'

মাদক সহ ধৃত এক

খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ি সোনাপিন্ডিতে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে খড়িবাড়ি থানার একটি দল নেপাল সীমান্ত লাগোয়া খড়িবাড়ি সোনাপিন্ডি এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানেই ব্রাউন সুগার সহ লক্ষ্মণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের আদি বাড়ি নকশালবাড়ির উত্তর রথখোলায়। তবে বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি সোনাপিন্ডিতে বসবাস করছেন। এর আগেও মাদক সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

শুরু ট্রাফিক বুলেটিন

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার সি সুধাকরের বার্তার মধ্যে দিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল এফএম-এর মাধ্যমে ট্রাফিক বুলেটিন। এই নিয়ে কমিশনার বলেন, 'প্রতি ঘণ্টায় ট্রাফিক বুলেটিন দেওয়া হবে। ডিসিপি (ট্রাফিক) বিষয়টি দেখবেন। কোথায় যানজট রয়েছে, কোথায় মিছিল চলছে, যাবতীয় বার্তা দেওয়া হবে। এর ফলে ট্রাফিক সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে।'

বাড়িতে চুরি

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার গোয়ালটুলি এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্য হরি রায় জানান, বুধবার একটি অন্নপ্রাশন বাড়িতে গিয়েছিলেন সকলে। রাতে ফেরার পর দরজা, আলমারি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। পরে দেখেন সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরি গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

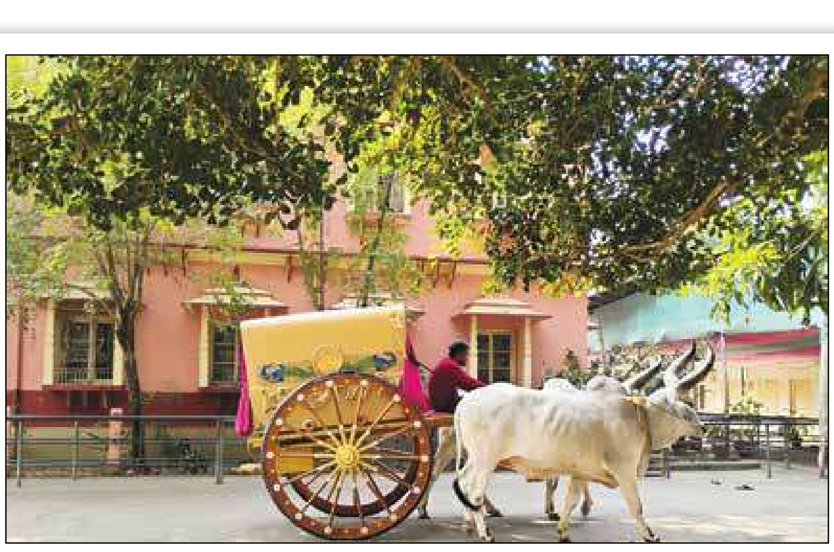

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

হঠাৎ রাস্তায়।। মায়াপুরে ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির ছবিটি তুলেছেন ভূপেশ রায়।

অগ্রসেনকে এনএবিএইচ-এর স্বীকৃতি

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ির মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতালের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই হাসপাতালকে ন্যাশনাল অ্যাকরিডিয়েশন বোর্ড ফর হসপিটালের (এনএবিএইচ) তরফে স্বীকৃতি দেওয়া হল। মূলত বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হাসপাতালগুলিকে এনএবিএইচ-এর তরফে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এদিকে, এই স্বীকৃতি পেয়ে ফুলবাড়িতে অবস্থিত এই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ আরও উদ্বুদ্ধ। চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও উচ্চমানের করার ক্ষেত্রে তারা সচেষ্ট হবে বলে জানিয়েছে।

মোজমপুর ঠিক যেন শোলের রামগড়

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৭ নভেম্বর : শোলের সেই রামগড়ের কথা মনে আছে? দলবল নিয়ে গব্বর সিং সেই গ্রাম সহ আশপাশের নানা এলাকায় ডাকাতি করে বেড়াত। ভয়ংকর গব্বরের ভয়ে রামগড়ের বাসিন্দারা রীতিমতো কাঁটা হয়ে থাকতেন। বাস্তবের কালিয়াচকের মোজমপুর বালুগ্রাম এলাকা যেন সিনেমার পর্দায় শোলের সেই রামগড়। ব্রাউন সুগারের কারবারি আনারুল ও তার গোষ্ঠী এলাকায় রীতিমতো সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ২৫-৩০ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতীদল বাইক নিয়ে মর্জিমতো গ্রামে ঢুকছে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি গোলাগুলি চালানো হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে লুটপাট চালানোর পর তারা নিজেদের ডেরায় ফিরে যাচ্ছে। পুলিশ সব জেনেও কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের অভিযোগ।

বুধবার এই দুষ্কৃতীরা এলাকায় ঢুকে এক র‌্যাশন ডিলারের বাড়ি সহ আশপাশে ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। ২৫ রাউন্ডেরও বেশি গুলি চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা বৃহস্পতিবার সাতসকালে ফের গ্রামে ঢোকে। সাত রাউন্ড গুলি চালিয়ে তারা পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ লিচু বাগান থেকে অস্ত্র সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। এমদাদুল শেখ নামে ওই বাসিন্দা হারুচক এলাকার বাসিন্দা। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'মোজমপুর বালুগ্রাম থেকে সশস্ত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি পাইপগান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হবে।'

পাগলা নদীর ধারে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আম ও লিচুর বাগান। সেখানে বিশাল একটি মাঠ রয়েছে। এখানেই তাঁবু খাটিয়ে ব্রাউন সুগারের কারবার চলছে। আনারুল এই কারবারের মাথা বলে অভিযোগ। ফেরার আনারুল বর্তমানে কলকাতায় বলে বাসিন্দাদের দাবি। সেখান থেকে মোবাইল ফোনে নির্দেশ দিয়ে সে এখানে তার কারবার চালিয়ে চলেছে। এই এলাকা থেকেই গোটা জেলায় ব্রাউন সুগারের কারবার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি মাদকের কারবারেই টাকা আসে তাহলে আবার বাসিন্দাদের ওপর আলাদাভাবে অত্যাচার কেন? বাসিন্দাদের দাবি, ভয় দেখিয়ে এলাকা দখলে রাখার চেষ্টার পাশাপাশি লুটপাট চালিয়ে আরও কিছু উপরি রোজগারের চেষ্টা। বছরখানেক ধরে এভাবেই সন্ত্রাস

> মোজমপুর বালুগ্রাম থেকে সশস্ত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি পাইপগান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হবে।
>
> **প্রদীপকুমার যাদব**
> *পুলিশ সুপার, মালদা*

চালানো হচ্ছে। সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে হইহই করে গ্রামে ঢুকছে। সেই সময় এলাকা যেন শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে। বাসিন্দারা ঘরে ঢুকে দোরে খিল দিচ্ছেন। বাচ্চাদের চিলচিৎকারে তখন এলাকায় রীতিমতো ভয়ের পরিবেশ।

সমস্যা মেটানোর দাবি জানিয়ে বাসিন্দারা সরব হওয়া শুরু করেছেন। আবদুল মালিক নামে এক বাসিন্দা বললেন, 'চাষের জমি ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুকুরে মাছ ধরতে দেওয়া হচ্ছে না। আশপাশে গেলে গুলি চালানো হচ্ছে। খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' নাসিমা বিবি নামে এক বাসিন্দার দাবি, 'আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত। এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি চাই।'

ডিআই ফান্ড কাণ্ডে শাসকদলের মদতের অভিযোগ

মার্কেটের জমিতে বহুতল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ডিআই ফান্ড মার্কেটের জায়গায় অবৈধ বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠল। শিলিগুড়ির ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা ৪ নম্বর বরো অফিসের পাশেই এই নির্মাণ গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। দ্বিতল একটি বাড়ির পাশাপাশি নতুন করে একটি বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে। বহুতলটি গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে খবর। যাঁরা এই নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা অস্বীকার করছেন না জমিটি ডিআই ফান্ড মার্কেটের। কিন্তু দাবি, জমির পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট হয়ে গিয়েছে। জমির জন্য সরকারকে কর দিচ্ছেন।

কিন্তু ডিআই ফান্ড মার্কেটের জমি এভাবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে পারে? মার্কেটের সরকারি জমিতে অবৈধভাবে স্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি করা হলে, তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৪ নম্বর বরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত নির্মাণের বিষয়টি দেখিনি। শুক্রবার গিয়ে জায়গাটি দেখব। সরকারি জমিতে ছাদ পিটিয়ে ঘর তৈরি করা হলে, তা ভেঙে দেওয়া হবে। গোটা বিষয়টি ওয়ার্ড কাউন্সিলার নিশ্চিতভাবে জানেন। তিনি ভালো বলতে পারবেন।' এদিকে, সরকারি জমির ওপর স্থায়ী নির্মাণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই নির্মাণকে ঘিরেই যত বিতর্ক।

২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি অবশ্য খতিয়ে দেখব। শুনেছি ওই জায়গায় যাঁরা বাড়ি তৈরি করছেন, তাঁরা অনেক বকেয়া কর মিটিয়েছেন। ওই জায়গায় আগে একটি ঘর ছিল। যাঁরা ঘর তৈরি করছেন, তাঁরা অন্য একজনের থেকে জমিটি কিনেছেন বলে শুনেছি।' কিন্তু সরকারি জায়গা কারও কাছ থেকে আদৌও কেনা যায়? যদিও প্রশান্ত সেই বিষয়টি নিয়ে কোনও উত্তর দিতে চাননি। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডিআই ফান্ড মার্কেটের মধ্যে কিছু ঘরবাড়ি থাকলেও সবই অস্থায়ী। ৪ নম্বর বরো থেকে টিকিয়াপাড়া মোড়ের দিকে যাওয়ার পথের বাঁদিকে থাকা শুঁটকিহাটিতে ঢোকার মুখেই দোতলা বাড়ি ও নির্মীয়মাণ নতুন ভবন নজরে পড়বে। রীতিমতো টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে জায়গাটি। যাঁরা এমন নির্মাণ করছেন, তাঁরা উলটোদিকেই থাকেন।

এমন নির্মাণ প্রসঙ্গে রাজ প্রসাদ বলেন, 'প্রায় ৭০ বছর ধরে আমাদের পরিবার এখানে রয়েছে। পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এলআর খতিয়ান এখনও আমরা পাইনি। প্রত্যেক বছর জমিটির জন্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা সরকারের কাছে জমা দেই। সেখানে ঘর আমরা বানালে, তা কি বড় কোনও অপরাধ।'

গাড়িতে বরের পাশে বসা নিয়ে ধুন্ধুমার

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৭ নভেম্বর : মহাভারতে দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে এক সূচ্যগ্র মাটি দিতে নারাজ ছিলেন আর কোচবিহার জেলার শীতলকুচিতে বর আর কনেপক্ষ বিনা সালিশিতে গাড়ির আসনটিও ছাড়তে রাজি হল না। ফলে রাত ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল, সেটা মিটল পরদিন সকাল সাড়ে নয়টার পরে। গ্রামের মাতব্বরদের নিদান মেনে নববধূকে নিয়ে গাড়িতে বর একাই ফিরলেন বাড়িতে। ততক্ষণে 'ধুতিকাণ্ড' চাউর হয়ে গিয়েছে চারদিকে।

বিয়েবাড়িতে মাংস-মাছ শেষ হয়ে যাওয়া, দুই তরফের মধ্যে মতানৈক্য থেকে পুরোনো প্রেমিক বা প্রেমিকার আচমকা আগমনে ঝামেলার ঘটনা শোনা গিয়েছে এর আগে। কিন্তু শীতলকুচি ব্লকের বড় গদাইখোঁড়া গ্রামে বিবাদের নেপথ্যে ছিল, কে বসবেন বরের পাশে?

এই বিয়ের আসর বসেছিল বুধবার। এই গ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন শিলিগুড়ির এক তরুণ। অতিথি সমাগম হয়েছে। জম্পেশ ভূরিভোজ হয়েছে। আদর-আপ্যায়নেও কোনও খামতি রাখেননি কনের পরিবার-পরিজন। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে যান আত্মীয়দের অধিকাংশ। রীতি মেনে সমস্ত আচার শেষ হওয়া পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। চোখের জলে বাড়ির মেয়ের বিদায়বেলায় বাধল গণ্ডগোল।

সাধারণত, কনের সঙ্গে দিদিমা, ঠাকুমা অথবা বোনকে পাঠানো হয়। ঠিক হয়েছিল, দিদিমাই নববিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে যাবেন শিলিগুড়ি। নবদম্পতি গাড়িতে চেপে বসেন। এরপর সেই বৃদ্ধা বরের পাশে উঠতে যান। সেখানে বসেছিলেন বরেরই এক আত্মীয়। তাই কনের দিদিমাকে অন্য গাড়িতে উঠতে বলেন বরপক্ষের কয়েকজন। তিনি সেই কথা মানতে চাননি।

দাবি করেন, এই গাড়িতেই নাতনি আর নাতজামাইয়ের পাশে বসে যাবেন। ব্যাস, এতেই শুরু হয় দু'পক্ষের বাগবিতণ্ডা। ধীরে ধীরে সুর চড়ান দুই পরিবারের লোকজন। তাতে সঙ্গ দেন পরিজনরা। একসময় মেজাজ হারিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন বরমশাই। কোঁচায় এক টান মেরে খুলে ফেলেন ধুতি। কনেপক্ষের লোকজন বরপক্ষের গাড়ি আটকে ফেলেছেন ততক্ষণে। ভিড় জমতে শুরু করে আশপাশে। এভাবেই রাত গড়িয়ে ভোর হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে 'বিচার'-এর জন্য ডাক পড়ে এলাকার নেতা, জনপ্রতিনিধিদের। দু'পক্ষকে নিয়ে সালিশিতে বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট শালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি দীপক রায় প্রামাণিক, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আলতাফ হোসেন মিয়াঁ। ছিলেন প্রণব দেবনাথ, ছামাদ মিয়াঁর মতো শাসক নেতারা। স্থির হয়, শুধুমাত্র কনেকে পাঠানো হবে বরের গাড়িতে। এরপরই রওনা দেন নবদম্পতি। দুই পরিবারের কেউই এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে কথা বলতে নারাজ। আলতাফ শুধু বললেন, 'দু'পক্ষের ভুল বোঝাবুঝির জেরে এমন ঘটনা ঘটেছে। মীমাংসা করে দেওয়া হল।'

ফের শুটআউট

বুধবার গভীর রাতে কসবার বোসপুকুরে কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের বাড়ির কাছেই ফের শুটআউটের ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় এক তরুণ জখম হয়েছেন। এক বছর আগে এখানেই গুলি চলেছিল।

ট্রেনে টাকা

ডাউন অকাল তখত এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে বর্ধমান স্টেশনে ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রেন থেকে নেমে তিনি সন্দেহজনকভাবে ঘুরছিলেন।

প্রতারণায় ধৃত ৫

বিনিয়োগ অ্যাপের মাধ্যমে এক চিকিৎসকের কাছ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে অসম থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। গত দু-মাসে ১০টি লেনদেনের মাধ্যমে তাঁর এই টাকা তুলে নেওয়া হয়।

সরকারি ছুটি

২০২৬ সালের ছুটির তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। তাতে এনআইএ অ্যাক্ট এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য মোট ৪৯ দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে। অক্টোবরেই ১২ দিন ছুটি থাকছে। জানুয়ারি মাসে থাকছে ৫ দিন ছুটি।

আকাশপারে পুবের কোণে, কখন যেন অন্যমনে... বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই।

সুকান্তকে ঘিরে বিক্ষোভ

দিলীপ ঘোষের নামে জয়ধ্বনি, পদ্ম শিবিরে দ্বন্দ্বের অভিযোগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরিষায় আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তর কনভয় ঘিরে ধরে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন 'সুকান্ত মজুমদার গো ব্যাক', 'দিলীপ ঘোষ জিন্দাবাদ'। তাঁদের মুখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানও শোনা যায়। এরই মধ্যে বিক্ষোভ চলাকালীন গাড়ি থেকেই ফেসবুক লাইভ করেন সুকান্ত। সেই ফেসবুক লাইভে সুকান্তকে বলতে শোনা যায়, 'এরা সব ববির লোক বলে মনে হয়'। সুকান্তর এই মন্তব্যকে ঘিরেই দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূলও। তৃণমূলের দাবি, দিলীপ ঘোষের অনুগামীরাই এই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিক্ষোভকে তৃণমূলের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার চরম নিদর্শন বলে মন্তব্য করে সুকান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

অভিযোগ, বিহার নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন সরিষাহাট এলাকায় ডায়মন্ড হারবার জেলা বিজেপি কর্মীরা দলের জয় উদযাপনের সময় তাঁদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল। সেই ঘটনায় দলের কয়েকজন কর্মী গুরুতর আহত হন। এদিন বিদেশ থেকে ফিরে সুকান্ত সেই আক্রান্ত কর্মীদের দেখতে যাচ্ছিলেন সরিষায়। যাওয়ার পথেই তাঁর কনভয়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গেরুয়া তিলকধারীরা। পরে সুকান্ত সমাজমাধ্যমে এদেরই একজনকে চিহ্নিত করে দাবি করেন, এই ব্যক্তির নাম রাজু দাস। যিনি সক্রিয় তৃণমূলকর্মী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ স্থানীয় জেলা নেতা শামিমের নির্দেশেই এই বিক্ষোভ সংগঠিত করেছেন রাজু। মানুষ এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতেই তাঁরা 'দিলীপ ঘোষ জিন্দাবাদ', 'জয় শ্রীরাম' এসব স্লোগান দিয়েছেন। কিন্তু সমাজমাধ্যমে সুকান্তর ওই মন্তব্যকে ঘিরে খোঁচা দিতে শুরু করে তৃণমূল।

সুকান্ত এই ঘটনার জন্য যে 'ববি'কে দায়ী করেছেন, তিনি বিজেপির জেলা সভাপতি এবং দিলীপ ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। একবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রার্থীও হন তিনি। কিন্তু সুকান্ত জমানায় কিছু বেফাঁস কথা বলার জেরে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। ওই ঘটনার পর তাঁর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করা হয়। সুকান্তই কলকাঠি নেড়েছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এদিন সুকান্তর এই অভিযোগের পর ববি বলেন, 'ওঁর সঙ্গে থাকা যে প্যাঁচড়া এই ভিডিওটা সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়েছে আগে তাঁকে চিহ্নিত করুন। নাহলে সারা শরীরটাই পচে যাবে।' ববির দাবি, ২০২১-এর আগে এই রাজু দাসই বিজেপির কর্মী ছিল। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে বিজেপির হয়ে জেল খাটতে হয় তাঁকে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় এই রাজু দাস, শামিমদের হাতেই আক্রান্ত হতে হয়েছিল তাঁকে। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে বিক্ষোভকারীরা যে দিলীপ ঘোষের নাম নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করতে চেয়েছে, সেই কথা স্বীকার করেছেন তিনি।

সরিষায় বিক্ষোভের মুখে সুকান্ত মজুমদারের কনভয়। বৃহস্পতিবার।

সকালে শুভেন্দুর তোপ, বিকালে এসপি বদল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : সকালে নন্দীগ্রাম থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার কয়েক ঘণ্টা বাদেই জেলা থেকে বদলি হলেন সৌম্যদীপ। পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে কাজ করছেন সৌম্যদীপ। দুই ঘটনার মধ্যে আপাত কোনও যোগসূত্র আছে বলে প্রশাসন স্বীকার না করলেও শুভেন্দু দাবি করেছেন, তাঁর অভিযোগ যে সত্যি এই রদবদল তারই প্রমাণ।

গত কয়েকদিন ধরেই ওই পুলিশ সুপারকে টানা নিশানা করছিলেন শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের হরিপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, বিজেপির এক নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁর ছেলেকে ভিলেজ পুলিশের কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, পূর্ব মেদিনীপুরের আইপ্যাকের নির্দেশেই জেলার আরও ৯ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে অন্যায়ভাবে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, এলাকার বিজেপি আহ্বায়ক দিলীপ পালের কাছে কয়েক মাস আগে দল তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় আইপ্যাক। কিন্তু দিলীপ রাজি না হওয়ায় সৌম্যদীপের নির্দেশে পুলিশ দিলীপের ওপর দলবদলের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাঁর ছেলে সিভিক ভলান্টিয়ার দীপাঞ্জনকে কাজ থেকে বসিয়ে দেয়। রেয়াপাড়ির ইনচার্জ সম্প্রতি একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠিয়ে দিলীপবাবুর ছেলেকে কর্মচ্যুতির এই নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই দীপাঞ্জনকে বসিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। এই ঘটনায় সৌম্যদীপকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।' দীপাঞ্জন ও দিলীপ পালের পরিবারের পাশে থাকা বার্তাও দেন তিনি। এই ঘটনার পর বিকালে পুলিশ সুপার বদল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে নবান্ন। সেখানে দেখা যায়, সৌম্যদীপকে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয়েছে। পুলিশ সুপার বদল এই বিজ্ঞপ্তিকে নিয়মমাফিক প্রশাসনিক রদবদল বলে নবান্ন দাবি করলেও এর জন্য পুরো কৃতিত্ব দাবি করেছেন শুভেন্দু।

বিএলও অ্যাপে ফের গোলমাল

এরপর নাম শুধু অনলাইনে

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : আপাতত শুধুমাত্র অনলাইনেই নাম তোলা যাবে ভোটার তালিকায়। অফলাইনে নাম তোলার কোনও সুযোগ নেই। হঠাৎ কেন এমন নির্দেশ? মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলছেন, এটাই আপাতত কমিশনের নির্দেশ।

৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কার্যত ওইদিন থেকেই শুরু হবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ। এসআইআর খসড়া তালিকায় যারা বিবেচিত হবেন না তারা তো বটেই, ভোটাররাও নাম তোলার সুযোগ পাবেন। এতদিন পর্যন্ত এই নাম তোলা অফলাইন এবং অনলাইন দু'ভাবেই করা যেত। এবারেও অফলাইনে নাম তোলার জন্যে ইতিমধ্যেই ফর্ম-৬ সমস্ত জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আচমকাই কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আপাতত এসআইআর চলাকালীন নাম তোলা কেবলমাত্র অনলাইনেই করা হবে। অনলাইনে নাম তোলার ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। কমিশন জানিয়েছে, যেহেতু ই-সাইনের প্রয়োজন তাই আধার কার্ডের মাধ্যমে ওটিপি দিয়ে তা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আধার কার্ডের যদি জন্মের শংসাপত্র বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে কোনওরকম অসংগতি থাকে তাহলে অনলাইনে নাম তোলা যাবে না।

এসআইআর-এর পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইসড করতে গিয়ে এমনিতেই হিমসিম খাচ্ছেন যখন অধিকাংশ বিএলওরা, তখন আবার নতুন করে কমিশনের সার্ভারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করে রাত জেগে নিজেদের মোবাইলের বিএলও অ্যাপে তথ্য আপলোড করতে হচ্ছে বিএলওদের। বিএলও অ্যাপে তথ্য আপলোড করা নিয়ে অধিকাংশ বিএলওর অভিযোগ, দুর্বল নেটওয়ার্কের জন্যে সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত হতেই সময় লেগে যাচ্ছে অনেক। এক বিএলওর কথায়, অ্যাপ খুলে সার্ভার কানেক্ট করতে দিলে চাকা ঘুরতেই থাকে। এই পরিস্থিতিতে নেটওয়ার্কিং নিয়ে সমস্যা দূর করতে সম্প্রতি সব টেলিকম সংস্থার জিএমদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন সিইও। কিন্তু তারপরেও সার্ভার সমস্যা কাটেনি। গত ২৪ ঘণ্টায় এই সমস্যার জন্যে ফর্ম ডিজিটাইসড করতে প্রবল অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন বিএলওরা। কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত বুধবার পর্যন্ত ডিজিটাইসড ফর্মের শতকরা হার ছিল ৭৮.৪২ শতাংশ। এদিন তা বেড়ে হয়েছে ৮২.৯১ শতাংশ। অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি ফর্ম ডিজিটাইসড হয়েছে। অথচ তার আগে গড়ে ২৪ ঘণ্টায় এই ডিজিটাইজেশনের হার ছিল গড়ে ৮ থেকে ১০ শতাংশ। সার্ভারের এই সমস্যার কথা স্বীকার করেছে কমিশন। জরুরি ভিত্তিতে বিষয়টিকে দেখার জন্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

কমিশনের দপ্তরের বাইরে শিক্ষকদের বিক্ষোভ। কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

ক্যাগের অবস্থান জানতে চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : মালদায় ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ক্যাগের পেশ করা দ্বিতীয় অনুসন্ধান রিপোর্টে গোপনীয়তা সম্পর্কিত বিষয়ে জানাতে হবে। কেন মামলাকারীদের এই রিপোর্ট দেওয়া হবে না, সেই বিষয়ে ক্যাগকে বক্তব্য জানাতে হবে।

চলতি মাসের সেপ্টেম্বর মাসে এই মামলার তদন্তে ক্যাগের দ্বিতীয় অনুসন্ধান রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গোপনীয় নথি হিসেবে দাবি করে মামলাকারীদের দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মামলাকারীদের

মালদায় অর্থ নয়ছয়

আইনজীবী অনিন্দ্য ঘোষ জানান, ক্ষতিগ্রস্তরা আরটিআই করেছেন। জানা গিয়েছে, ক্ষতিপূরণ পাওয়া ১৪০০ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মিল নেই। এই দুর্নীতির সঙ্গে জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধানরা ও সরকারি আধিকারিকরাও যুক্ত রয়েছেন। তাই ক্যাগের দ্বিতীয় অনুসন্ধান রিপোর্ট তাঁদের দেওয়া হোক। যদিও বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়েছেন ক্যাগের আইনজীবী। আইনজীবী অনিন্দ্য ঘোষ বলেন, 'বিডিও জানিয়েছেন, সকলে টাকা পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আরটিআইতে দেখা গিয়েছে, তথ্য আলাদা। এটা নিয়ে আমরা হলফনামা জমা দেব। ক্যাগ আগে একটি মামলায় রিপোর্ট দিয়েছিল। তারপর তিন বছর দেরি করেছে। শেষে এসে রিপোর্ট আমাদেরকে দিয়েছিল। আবার দ্বিতীয় রিপোর্টের ক্ষেত্রেও তারা গোপনীয় বলে আমাদের নথি দিচ্ছে না।' ২০১৭ সালের মালদায় বন্যায় প্রথমে বরুই গ্রামপঞ্চায়েত, তারপর হরিশ্চন্দ্রপুর১ ব্লক, এরপর জেলাজুড়ে দুর্নীতির অভিযোগে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছিল। আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। প্রথম রিপোর্টে প্রশাসনের কর্তাদের জালিয়াতিতে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল ক্যাগের রিপোর্টে।

রথীন্দ্র ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মেলায় পড়ুয়াদের ভিড় বিশ্বভারতীর শিল্প সদনে। -তথাগত চক্রবর্তী।

কম ভোটের ব্যবধানের বুথে বিশেষ নজর তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : গত লোকসভা ও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের যে সমস্ত বুথে তৃণমূল ৫০ থেকে ১০০টি ভোটে এগিয়ে বা পিছিয়ে ছিল, সেই বুথগুলিতেই বিশেষ নজর রাখার জন্য দলের ব্লক সভাপতি ও বিধায়কদের নির্দেশ দিল তৃণমূল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই বুথগুলিতেই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতারা। সেক্ষেত্রে ওই বিধানসভায় দলের ফলাফলে ফারাক গড়ে দিতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনের ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের প্রায় ৮০ হাজার বুথের মধ্যে ২২ হাজারেরও বেশি বুথে তৃণমূল মাত্র ২০ থেকে ১০০টি ভোটে এগিয়ে ছিল। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার অন্তত ১৩০টি কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান খুবই অল্প ছিল। তাই এই বুথগুলিকেই টার্গেট করে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতারা।

কোন কোন এলাকায়

- মালদা
- মুর্শিদাবাদ
- উত্তর দিনাজপুর
- দক্ষিণ দিনাজপুর
- কোচবিহার
- উত্তর ২৪ পরগনা
- নদিয়া
- হুগলির আরামবাগ
- উত্তর কলকাতার চৌরঙ্গি
- জোড়াসাঁকো
- শ্যামপুকুর

এসআইআর-এর পর রাজ্যের দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তা নিয়ে চূড়ান্ত সমালোচনা করেছে তৃণমূলও। সেই কারণেই ওই বুথগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করতেই তড়িঘড়ি এসআইআর করা হচ্ছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি, বিহারে ২৭ থেকে ৯০০ ভোটের ব্যবধানে এনডিএ-র প্রার্থীরা ৭৫টি আসনে জয়ী হয়েছেন। ফলে বুথপিছু ৫০ থেকে ১৫০টি নাম বাদ দিলে তৃণমূলের ভোট কমে যাবে বলে মনে করছে বিজেপি। কিন্তু একজন প্রকৃত ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায়, সেদিকেই আমরা বিশেষ নজর রেখেছি। কারণ প্রকৃত ভোটারদের ভোটেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনেও প্রকৃত ভোটারদের ভোটেই তৃণমূল জয়ী হবে।' যদিও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য এসআইআর করা হচ্ছে না। কিন্তু বাংলাদেশিদের ভোটে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে আতঙ্ক বেশি।'

শান্তিনিকেতনে শিক্ষা সম্মেলন

বোলপুর, ২৭ নভেম্বর : জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রচার এবং শিক্ষা ও বাণিজ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৩৭৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে বিশ্বভারতীতে। এই একদিনের সম্মেলন বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৩টি রাজ্যের উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রাররা অংশগ্রহণ করবেন। সম্মেলনটি ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার, বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ এবং ইউজিসির যুগ্ম-সচিব ডঃ অবিচল রাজ কাপুর এই বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. এম. জগদেশ কুমার, যিনি জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (এনসিভিইটি) প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ নির্মলজিৎ সিং এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনীশ জৈন।

পুলিশে রদবদল

তালিকায় উত্তরের একঝাঁক অফিসার

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : একযোগে ১৭৫ জন ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টর পদে রদবদলের পর ২৫ জন আইপিএস এবং ডব্লিউবিপিএসকে বদলি করা হল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের একঝাঁক অফিসার রয়েছেন। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি পদে বদল করা হয়েছে। বুধবার রাতেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৭৫ জন পুলিশ অফিসারকে বদলি করা হয়েছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পদে থাকা সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। যদিও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নতুন পুলিশ সুপারের নাম এদিন ঘোষণা করা হয়নি। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার রঘুবংশীকে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার করা হয়েছে। অন্যদিকে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে গণপতকে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারিকে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মালদার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। অন্যদিকে মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবকে উত্তর দিনাজপুরের (ট্রাফিক) এসপি করা হয়েছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি পদ থেকে সানা আখতারকে আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটে পাঠানো হয়েছে। শোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ ডব্লিউবিতে ছিলেন। তাঁকে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

নিউটাউনের ডিসি পদে থাকা মানব সিংকে ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি পলাশচন্দ্র ঢালিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শুভেন্দ্র কুমারের পদোন্নতি ঘটিয়ে তাঁকে বারুইপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের এসপি অরিজিৎ সিনহারও পদোন্নতি হয়েছে। তাঁকে মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই জেলাশাসক পদে বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছিল। বুধবার রাতে রাজ্যের ১৭৫ জন পুলিশ অফিসারকে বদলির নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। নবান্নের কর্তারা দাবি করেছেন, এটা রুটিন বদলি। অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের বেশি একই জেলায় রয়েছেন।

কোথায় কে

- আলিপুরদুয়ারের এসপি রঘুবংশীকে জলপাইগুড়ির এসপি করা হয়েছে
- জলপাইগুড়ির উমেশ খান্ডবাহালে গণপত হলেন আলিপুরদুয়ারের এসপি
- পুরুলিয়ার এসপি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মালদার এসপি হয়েছেন
- মালদার এসপি প্রদীপকুমার যাদব উত্তর দিনাজপুরের (ট্রাফিক) এসপি হয়েছেন
- রায়গঞ্জের এসপি সানা আখতারকে আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটে পাঠানো হয়েছে
- ডব্লিউবিতে থাকা শোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশকে রায়গঞ্জের এসপি করা হয়েছে

শর্ত মানলে টাকা রাজ্যকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : কেন্দ্রের শর্ত মানলে এবার জল জীবন মিশন প্রকল্পে রাজ্যকে অর্থ দিতে চায় দিল্লি। তবু কেন্দ্রের এই প্রস্তাবের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস রাখতে পারছে না নবান্ন। কারণ, এই প্রকল্পের টাকা পাওনা নিয়ে কম তিক্ততার মুখোমুখি হতে হয়নি রাজ্য সরকারকে। জল জীবন মিশন প্রকল্পের নাম বদল করে রাজ্য সরকার 'জলস্বপ্ন' করায় এই খাতে রাজ্যের টাকা দেওয়া বন্ধই করে দেয় দিল্লি। এই নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি দিল্লি ও রাজ্যের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এই বিষয়ে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে লাগাতার সরব হন। তবু অবস্থা বদলায়নি। পরে দিল্লিতে বৈঠকে শর্তসাপেক্ষে অর্থ দেওয়ার কথা জানায় কেন্দ্র। তার ওপর আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও এখনও রাজ্যকে একশো দিনের বকেয়া টাকা মেটায়নি কেন্দ্র। আবাস যোজনার টাকাও বন্ধ করে রেখেছে দিল্লি। এই অবস্থায় হঠাৎ শর্তসাপেক্ষে আবার জল জীবন মিশনে রাজ্যকে টাকা দেবে কেন্দ্র। এতেও ভরসা পাচ্ছে না নবান্ন। তবু কেন্দ্রের শর্ত মিটিয়ে জল জীবন মিশনের টাকা পেতে তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। এ ব্যাপারে এদিন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পুলক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রকল্পের বিষয়ে কেন্দ্রের হঠাৎ আবার মনোভাব বদল নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

জল জীবন মিশন প্রকল্প

এবার জল জীবন মিশন প্রকল্পের টাকা পেতে হলে রাজ্যকে প্রতিটি স্কিমের জন্য আলাদা আইডি নম্বর দিতে হবে। আর স্কিমের বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সামঞ্জস্য আছে কি না রাজ্যকে তাও জানাতে হবে অবশ্যই। কেন্দ্র ও রাজ্যের স্কিম প্রতি অর্থ বরাদ্দ কী পরিমাণ হচ্ছে তাও রাজ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে হবে। টাকা রাজ্যকে ছাড়ার আগে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক তা খতিয়ে দেখবে। কেন্দ্রের এইসব শর্তের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা না থাকলেও রাজ্য এই ব্যাপারে কিছুটা উদ্যোগী হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নবান্নে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রের খবর।

আসলে নবান্নের খবর, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে গ্রামীণ এলাকায় মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রের এই প্রস্তাবের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না নবান্ন। গ্রামীণ মানুষের কাছে জল সরবরাহের স্বার্থে জল জীবন মিশন প্রকল্প রাজ্যে চালু রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছে নবান্ন। এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার জল জীবন মিশন স্কিম রয়েছে। স্কিমগুলির আলাদা আলাদা আইডি তৈরি করে আগামী মাসে কেন্দ্রের টাকা পাওয়ার আশায় ইতিমধ্যেই প্রায় শতাধিক স্কিমের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সুজিত-পুত্রকে ফের তলব, হাজিরা স্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বসুকে দ্বিতীয়বার তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। বেশ কিছু নথি নিয়ে তাঁকে আগামী সপ্তাহে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সমুদ্রর হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নথি চাওয়া হয়েছে। কোন ব্যবসায় কত বিনিয়োগ করা হয়েছে, তার তথ্যও নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

প্রথমবার হাজিরা এড়ালেও সোমবার সমুদ্রকে ১২ ঘণ্টা জেরা করেছে ইডি। তার থেকে আরও তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাই সমস্ত নথি নিয়ে তাঁকে যেতে বলা হয়েছে। তবে এদিন সুজিতের স্ত্রী ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন।

প্রথমবার তিনিও হাজিরা এড়িয়েছিলেন। বাড়িতে পুজো থাকার কারণে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এদিন আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি দপ্তরে যান সুজিতের স্ত্রী।

সঙ্গে তাঁর মেয়ে ছিলেন। তবে সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা ব্যস্ত থাকায় এদিন জেরা করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের নতুন করে সময় দেওয়া হবে। তদন্তের সমস্তরকম সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

তিক্ততার পথে ঢাকা

বহু দশকের চেনা প্রতিবেশী বাংলাদেশকে হঠাৎ বড় অচেনা মনে হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, ভারত বিরোধিতার সুর চড়া হচ্ছে বাংলাদেশের। অথচ জন্মলগ্ন থেকে দেশটা ভারতের বন্ধু। বরং ১৯৪৭ থেকেই পাকিস্তান বরাবর ভারত-বিরোধী। দু'দেশের মধ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ হয়েছে অনেকবার।

২০২৪-এ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর মুহাম্মদ ইউনূসকে মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার সময় থেকে প্রথম এত চড়া সুরে ভারত বিরোধিতায় নেমেছে ঢাকা। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লির আশ্রয় দেওয়াকে অস্ত্র করে ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের ভারত বিরোধিতা আরও বেড়েছে। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে বাংলাদেশ আগেও বার্তা পাঠিয়েছিল ভারতকে। ভারত সরাসরি সেই বার্তার জবাব দেয়নি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল মানবতা-বিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। আসাদুজ্জামানও ভারতে আশ্রিত এখন। গত ২১ নভেম্বর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ফের চিঠি পাঠিয়েছে ভারতকে।

আপাতত মোদি সরকার ঢাকার চিঠি খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই গিয়েছে যে, ভারত কি হাসিনাকে প্রত্যর্পণে বাধ্য? কূটনৈতিক মহলের বক্তব্য, ভারত-বাংলাদেশের এই সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী কারোর প্রত্যর্পণ চাওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে আশ্রয়দাতা দেশ তাঁকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য নয়। মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনে হাসিনা বলেছিলেন, এই রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাছাড়া অনির্বাচিত সরকারের রায়ের কোনও বৈধতাই নেই।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল মনে করে, জনগণের ভোটে জিতে যারা ক্ষমতায় আসেনি, সেই সরকার পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত আদালতের রায়েরও বৈধতা নেই। ফলে ঢাকার চাপের মুখে নয়াদিল্লি হাসিনাকে অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে তুলে দেবে কি না, সেটা কোটি টাকার প্রশ্ন। ইতিমধ্যে আবার দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে তেরোজনের মৃত্যুর ঘটনাতেও বাংলাদেশকে সন্দেহের চোখে দেখছে ভারত।

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের আমন্ত্রণে দিল্লিতে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে এসে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান অবশ্য বলেছেন, বাংলাদেশ ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় ভারতের পাশে আছে। ঢাকা সব সময়ই সন্ত্রাসের নিন্দা করে। খলিলুর ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে তাঁর সুবিধামতো সময়ে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তবে বাংলাদেশ যে আর আগের মতো ভারতবন্ধু প্রতিবেশী নয়, সেটা স্পষ্ট। সাম্প্রতিক দুটি খবর নয়াদিল্লির পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। প্রথমটি হল, নভেম্বর থেকে বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে ক্যারাটে এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দেশের সাতটি জায়গায় এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বক্তব্য, এরা রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। প্রয়োজনে দেশের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় খবরটি হল, পাক গুপ্তচর বাহিনী আইএসআই এবং সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা কয়েক মাস ধরে নিয়মিত ঢাকায় আসছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বাংলাদেশের বাহিনীতে কোন কোন আধিকারিক বেশি ভারত-বিরোধী, তার খোঁজখবর করছেন। এত বছর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে ভারত যেভাবে দেখে এসেছে, ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে আসার পর সেই অবস্থানে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

হাসিনার প্রত্যর্পণ এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবিতে দিনকয়েক আগে ঢাকায় বিএনপি'র নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়েছে। তবে মোদি সরকার সহজে হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেবে বলে মনে হয় না। ফলে যত দিন যাবে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যে আরও খারাপের দিকে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

কালো থেকেই ভালোয় বদলের গল্প

ব্ল্যাক ফ্রাইডে'র সঙ্গে একসময় আমেরিকার বহু দুঃসহ স্মৃতি জড়িয়ে থাকলেও ছবিটা এখন পুরোপুরি উলটো।

কোহিনূর কর

কালো শব্দটার মানে কি সব ক্ষেত্রে মন্দ হতে হবে? একদমই না। আমেরিকায় 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'-র ইতিহাস ঘাঁটলে কিছু অদ্ভুত তথ্য উঠে আসে। বোঝা যায় কালো (যার সচরাচর মানে মন্দ) কীভাবে ভালো-তে রূপান্তরিত হয়। 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' এই শব্দটার সঙ্গে আমেরিকানদের পরিচয় আজ থেকে ১৫০ বছরেরও বেশি আগে। আমেরিকার সোনার বাজারে হঠাৎ করে দাম পড়ে যায় ১৮৬৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। সেই দিনটা ছিল শুক্রবার। এর পেছনে ওয়াল স্ট্রিটের দুই কুখ্যাত বিনিয়োগকারীর ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছিল। সেই কারণে ওই বিশেষ শুক্রবারটা কালো বা মন্দ হিসাবে জনগণ দেখত।

এর অনেক বছর বাদে ১৯৫০-এর দশকে ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এক শুক্রবারে ভীষণভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। তবে সেই শুক্রবারটা ছিল থ্যাংকসগিভিং ডে-র পরের দিন। অর্থাৎ নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার আমেরিকায় থ্যাংকসগিভিং ডে পালন করার ঠিক পরের দিন। তখন ফিলাডেলফিয়া শহরে সেই শনিবারগুলিতে হত আর্মি-নেভির ফুটবল খেলা। এর ফলে থ্যাংকসগিভিং শেষ হতেই শুক্রবার ও শনিবার শহরের বাইরে থেকে আসা অগণিত দর্শক ও ক্রেতাদের ভিড়ে অসম্ভব রকম বিশৃঙ্খলা তৈরি হত। শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে যানজটই নয়, দোকানপাটে এত ভিড় হত যে তার মধ্যে চুরি আর লুঠতরাজও চলত। এহেন পরিস্থিতি সামলাতে ফিলির পুলিশের ঘুম ছুটে যেত। পুলিশকর্মীরা ছুটি নিতে পারতেন না, তাঁদের লম্বা শিফটে কাজ করতে হত।

বছর দশেক যেতে না যেতেই ফিলিতে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' স্থানীয় খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। আগেকার নেতিবাচক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে যদি একে 'বিগ ফ্রাইডে' হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলা যায় বলে তাঁরা খুব চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেই চেষ্টা তখন তেমন কার্যকরী হয়নি। এরপর আরও অনেকবছর বাদে ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে খুচরো ব্যবসায়ীরা থ্যাংকসগিভিং-এর পরের দিন শুক্রবারটা বেশ আনন্দে কাটানোর উপায় হিসাবে চিন্তাভাবনা করে বের করেন। থ্যাংকসগিভিং-এর সময় তো আত্মীয়পরিজন বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে খুব হইচই করা হল। তারপর কী নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে? যেহেতু বেশির ভাগ পরিবারেই সবার সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা করা আর একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পায়, একে অন্যের জন্যে উপহার দেওয়ার চলটাও শুরু হল। বৃহস্পতিবার একদম শেষ রাত বা শুক্রবার খুব ভোররাতে অনেক দোকানপাট খুলে দেয়। আগের থেকে বিজ্ঞাপন (প্রলোভন) দিয়ে নানাধরনের সেল সামগ্রীর ওপর ছাড় দেওয়া হয়। জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ থেকে শুরু করে রান্নাঘর, বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ছোটদের খেলনা আর অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ওপরও ছাড় থাকে। শোনা যায় অনেক স্থানীয় খুচরো ব্যবসা সারাবছর হয়তো ভালো পারফর্ম করতে পারে না, কিন্তু থ্যাংকসগিভিং-এর পরদিন অর্থাৎ 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'-তে ভালোরকম বিক্রির পর তাদের লাভক্ষতির সমতা অনেকটা ফিরে আসতে শুরু করে।

'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'-তে অনেকেই বিশ্রাম নিতে নিতে আড্ডা দিয়ে ভালোমন্দ খেয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে বাজারে কেনাকাটা করে খুব আনন্দের সঙ্গে দিনটা কাটান। তবে দু-একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় বা খবরে শোনা যায়। চরম প্রতিযোগিতার বাজারে কোনও কোনও দোকান আগাম বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেয় প্রথম দশজন ক্রেতাকে ৬৫ ইঞ্চি টিভি কিম্বা নামী কোম্পানির ফোন বা ল্যাপটপ, কম্পিউটার একদম জলের দামে দেবে, মানে বাজারদর যদি ১,০০০ ডলার হয়, প্রথম দশজন পাবে মাত্র ১০০ ডলারে। খুবই লোভনীয় ব্যাপারটা।

থ্যাংকসগিভিং-এর সময় তো আত্মীয়পরিজন বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে খুব হইচই করা হল। তারপর কী নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে? যেহেতু বেশির ভাগ পরিবারেই সবার সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা করা আর একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পায়, একে অন্যের জন্যে উপহার দেওয়ার চলটাও শুরু হল। বৃহস্পতিবার একদম শেষ রাত বা শুক্রবার খুব ভোররাতে অনেক দোকানপাট খুলে দেয়। আগের থেকে বিজ্ঞাপন (প্রলোভন) দিয়ে নানাধরনের সেল সামগ্রীর ওপর ছাড় দেওয়া হয়।

এরকম 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'-তে বাজারের সুযোগ নেওয়ার জন্যে দোকানে ঢোকার বন্ধ রাখা মেইন গেটের বাইরে অতি আগ্রহী খদ্দেররা লাইন দিতে শুরু করে। অনেক দোকানের সামনে লাইন আগের রাত থেকেই পড়ে যায়। ক্যাম্পিং করার মতো বিছানা-বালিশ নিয়ে বা একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে সারা রাত ধরে লাইন রাখতেও দেখা যায়। তারপর কে আগেভাগে ভেতরে ঢুকে পছন্দের জিনিসটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে বা শপিং কার্টে তুলে ক্যাশিয়ারের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে তার প্রতিযোগিতা চলে। তখনই একটা ধস্তাধস্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই থেকে মারাত্মক পরিণতিও হতে পারে। এরকম ঘটনা দুটো-একটা হলেও খবরের হেডলাইনে চলে আসে।

গত দুই দশকে অনলাইন শপিং এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে স্থানীয় দোকানপাটে বিক্রির পরিমাণ খুবই কমে এসেছে। অনলাইনে যারা ব্যবসা করে তারা অদ্ভুত একটা কৌশল নিয়েছে। থ্যাংকসগিভিং-এর পর চারটে দিন (শুক্রবার থেকে সোমবার) নানারকম সেল বা ডিসকাউন্টের বিজ্ঞাপন দেয়। সেই থেকে শুরু হয়েছে 'সাইবার মনডে'। অর্থাৎ পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ করো আর 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'-তে যদি কেনাকাটা করার সুযোগ না পাও তো চিন্তার কিছু নেই – সোমবার অবধি সব সেল চলতে থাকবে। ক্রেতাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় যারা পুরো বাজার ঘেঁটে কোথায় কেমন দাম সব তুলনা করে ঠিক সময়ে ঠিক দোকান থেকে কোনও জিনিস কিনতে পারে। তবে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'-তে বাজার করা সত্যিই কাজের কাজ হয়েছে কি না তা নির্ভর করে কতটা প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয় আর কতটা সেলের হুজুগে কেনা হল তার ওপর।

কেনাকাটা নিয়ে এবার কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিরোমন্থন করি। খুব ছোটবেলায় দেখেছি মা-মাসিরা পালা করে দুর্গাপুজোর বাজার করতে বেরোতেন। আত্মীয়স্বজনদের শাড়ি-কাপড় পছন্দ করতে করতে দিন গড়িয়ে যেত তাঁদের। দিদিমা হয়তো মুখ ভার করে পেটে একরাশ খিদে নিয়ে বাড়ি বসে আছে। তবে শাড়ি আনা হয়েছে শুনে আর রাগ দেখানোর কথা মনেও আনেনি। বাঙালিদের মধ্যে পয়লা বৈশাখে পরার জন্যে চৈত্র মাসের সেলে নতুন জামাকাপড় কেনারও চল আছে। অন্যান্য প্রদেশে আঞ্চলিক পুজো-পার্বণ অনুযায়ী কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। তবে দেশে থাকতে বিক্রি বাড়ানোর জন্যে জিনিসের দাম অনেকটা কমিয়ে বিশাল প্রচারে নেমে কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে দেখিনি বা শুনিনি। বহু বছর আগে আমেরিকায় ছাত্রাবস্থায় যখন ব্ল্যাক ফ্রাইডের খবর পেলাম, বন্ধুরা মিলে বাসে চেপে চলে যাই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। হাতে পয়সা তেমন কিছু নেই, কিন্তু ওই যে একটা সেলের বিজ্ঞাপন চারদিকে। তখন কী এনার্জিটাই না ছিল। সেই প্রথম একটা নতুন শব্দ শিখলাম 'ডিল'। কাজে লাগুক বা না লাগুক, ভালো 'ডিল' থাকলে কিনে নাও। এভাবে কিনতে কিনতে কিছুদিন বাদে বুঝলাম যে, এটা একধরনের নেশা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এক সিনিয়ার মহারাজের সঙ্গে একবার একটা মলে গিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর কি কিছু কিনতে ইচ্ছে করছে না? উত্তরে উনি বলেছিলেন, 'আমি শুধু দেখি জিনিসগুলো আর ভাবি কোন কোন জিনিসগুলো ছাড়াই আমার চলে যাবে। ঘুরেফিরে এমন কিছু পাই না যা ছাড়া আমার চলবে না।' সেদিন জীবনের এক অদ্ভুত পাঠ পেয়েছিলাম।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)

আজ

১৯৬২

সংগীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র জীবনাবসান আজকের দিনে।

১৯৮০

চলচ্চিত্র প্রযোজক বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

হেনস্তাকারীর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে শিখুন মেয়েরা। মাথা উঁচু করে হাঁটুন। মনে রাখবেন, আমার শরীর, আমার সম্পদ। নিজের কদরটা বুঝুন। আত্মবিশ্বাসী হন। মনে রাখবেন, রাস্তাঘাটে হেনস্তার শিকার হলে সেটা কখনও আপনার দোষ নয়।

- ঐশ্বর্য রাই

ভাইরাল/১

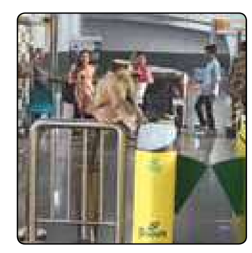

বাঁদরের মেট্রো দর্শন। মুম্বইয়ের লোয়ার ওশিওয়ারা মেট্রোস্টেশনে ঢুকে পড়ে বাঁদরটি। প্রবেশ দ্বারে টিকিট স্ক্যানিং মেশিনের ওপর আয়েশ করতে থাকে। অবাক যাত্রীরা। রামভক্তের কীর্তিতে হাসির রোল।

ভাইরাল/২

গুজরাটের রাজকোটের আবাসনে লিফটের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহিলা। একটি ছেলে পোষ্যের গলায় চেন দিয়ে নিয়ে আসছিল। ছিলেন কুকুরের মালিকও। কুকুরটি মহিলার দিকে তেড়ে যায়। বাঁচানোর বদলে মালিক মহিলাকেই থাপ্পড় মারেন। স্তম্ভিত নেটদুনিয়া।

জনমন
জনমত

বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ চাই

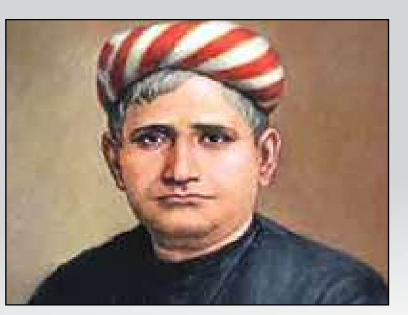

২৩ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'অবহেলায় ধুঁকছে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি' শীর্ষক প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই লেখা। বরাবরই উত্তরবঙ্গ সংবাদ কবি, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিভিন্ন মনীষীর মূল্যায়নে সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। তাই উক্ত প্রতিবেদনটি বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

ভাবতে অবাক লাগে একদিন যে বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমঠ তথা বন্দেমাতরম রচনা করেছিলেন, সেই বাড়িটি আজ অবহেলায় ধুঁকছে। যে বাড়িতে একদিন স্বাধীনতার মন্ত্রের জন্ম হয়েছিল, অর্থ ও জনবলের অভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বাড়ি ও বৈঠকখানার বিভিন্ন জিনিসপত্র অবহেলায় চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন হয়তো হারিয়ে যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্য।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নের প্রশ্নে তাঁরই স্মৃতিবিজড়িত 'বঙ্কিম ভবন' ও কলকাতার প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় লেনে অবস্থিত বঙ্কিমের আরেক বাড়ি যেখানে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন- এই দুই বাড়ির পরিকাঠামোগতভাবে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিরিখে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্রুত পদক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যীশুতোষ সেন
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

মহাকাল মন্দির নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শিলিগুড়িতে দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের মতো মন্দির স্থাপন করার। আমার মনে হয় মন্দির না প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক যেখানে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী দেশের সুস্থ পরিকল্পনার কাজে লাগতে পারে। আর যদি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের মতো কোনও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে মঠ ও মন্দিরের ভাবধারা বজায় থাকবে।

আজ সর্বজনবিদিত নরেন্দ্রপুর, বেলুড়ের বিদ্যামন্দির প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কী সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে! সবচেয়ে বড় কথা মঠ ও মন্দিরের ভাবধারায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে একথা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার অনুরোধ রইল।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফিরে আসুক স্কুলের সেই প্রিয় ঘণ্টা

স্কুলের ঘণ্টার সেই 'ঢং ঢং' আওয়াজ আজও আমাদের নস্টালজিক করে তোলে। তাকে ফিরে পেতে মন আর্জি জানায়।

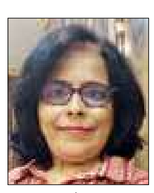

গৌতমী ভট্টাচার্য

বয়স বেড়ে চলে। পুরোনো কত কিছুই না মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি কেটে বেড়ায়। সেই তালিকায় অন্যতম স্কুলের ঘণ্টা। রুটির মতো দেখতে একটি ধাতব বস্তু। যার 'ঢং ঢং' আওয়াজ আজও মনে অনুরণনের সৃষ্টি করে। মন বারে বারে স্কুলের সেই দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায়। সেই 'ঢং ঢং' শব্দ শুধু একটা যান্ত্রিক শব্দ ছিল না, বরং তা ছিল আমাদের শৈশবের হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর নির্ভরতার এক অবিচ্ছেদ্য সুর। সময়ের বাঁধাধরা নিয়মে সেই ঘণ্টা ছিল প্রতিটি মুহূর্তের চালক। বলা ভালো, আমাদের জীবনশক্তি।

সকালবেলার প্রথম ঘণ্টাটা জানান দিত নতুন দিনের শুরু হয়েছে। খানিকটা আলস্য মাখা শরীর নিয়ে ক্লাসে ঢোকা, ব্যাগ গোছানো, আর তারপর একটার পর একটা ক্লাস করে চলা। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস-সবকিছুর মাঝে সময়ের দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার সংকেত দিত এই ঘণ্টা। আর ক্লাস শুরুর আগে পড়া মুখস্থ না থাকলে সেই ঘণ্টার আওয়াজ যেন বুক ধড়ফড়ানি বাড়িয়ে দিত! হয়তো কড়া কোনও দিদিমণি ক্লাস নিচ্ছেন। আমাদের গায়ে রীতিমতো কাঁটা। হওয়ারই কথা। দিনরাত হুটোপাটি করে বেড়ালে সমস্ত পড়া যে সময়মতো হবে সেই গ্যারান্টি কোথায়! মন তখন প্রাণপণে চাইছে ঘণ্টা পড়ুক। ক্লাসে ইতি পড়ুক। আবার কোনও দিদিমণি হয়তো ক্লাসে মজা করছেন। মন তখন ঘণ্টাকে অন্য বার্তা দিত। যাতে ক্লাসে ইতি না পড়ে। আর মজার বিষয় বলতে, মাঝে মাঝে কী করে ঘণ্টা যেন আমাদের মনের সেই কথা বুঝেও যেত। হয়তো যিনি ঘণ্টা বাজানোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি কোনও কারণে দেরি করতেন, আর আমরা তাকে ঘণ্টার কেরামতি বলে ভেবে নিতাম।

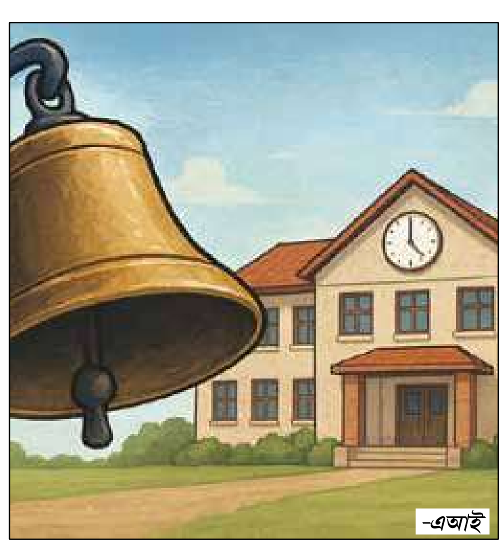

-এআই

আবার, টিফিনের ঘণ্টা অদ্ভুত এক স্বাধীনতা নিয়ে আসত। এক দৌড়ে খেলার মাঠে চলে যাওয়া বা বন্ধুর টিফিন ভাগ করে খাওয়ার সেই মধুর স্মৃতি আজও অম্লান। সবচেয়ে প্রিয় ছিল ছুটির ঘণ্টা! স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা স্কুলজুড়ে যেন বাঁধভাঙা আনন্দ। বই-খাতা ব্যাগে পুরে বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়ে বাড়ি ফেরা, সেই মুহূর্তের উত্তেজনা আজও অনুভব করা যায়। প্রতিটি ঘণ্টার আওয়াজে জড়িয়ে ছিল এক-একটি আবেগ, এক-একটি গল্প।

আজ জীবন দ্রুতগতিতে ছুটছে। হয়তো আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বহু স্কুল এখন ডিজিটাল ঘড়ি বা সাইলেন্ট অ্যালার্ম ব্যবহার করে। কিন্তু সেই পুরোনো, ভারী, পিতলের ঘণ্টার 'ঢং ঢং' আওয়াজের আবেদন আজও অন্যরকম। সেই আওয়াজ যেন এক নস্টালজিয়া, আমাদের বারবার টেনে নিয়ে যায় ফেলে আসা সেই সোনালি দিনগুলিতে। মনটা যেন আজও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য। আর এই কারণেই বয়ে চলা সময়কে বড্ড নিষ্ঠুর বলে মনে হয়।

(লেখক বাচিকশিল্পী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি: ১। পুরুষানুক্রমে ভোগ করার অধিকারযুক্ত সম্পত্তি ৩। বিড়াল গোত্রের ডোরাকাটা মাংসাশী হিংস্র প্রাণী ৫। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন ৬। খনি, উৎপত্তিস্থান, আধার, পাত্র ৮। কল্পিত স্বর্গের গাছবিশেষ বা তার ফুল, মাদার গাছ ১০। আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, জেল্লা, সমারোহ ১২। বাঁদর, বাঁদরের তুল্য ১৪। পাকানো সরু সুতো, ফ্যাসাদ, ঝামেলা ১৫। পত্নী, স্ত্রী ১৬। তহবিল-এর কথ্যরূপ।
উপর-নীচ : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। চাঁদ ৪। ঘনক্ষেত্র, ঘন ৭। অপ্সরাবিশেষ, কলাগাছ ৯। সুন্দরী নারী ১০। মণিমুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন ১১। তরবারি, খড়্গ ১৩। প্রাচীন কান্যকুব্জ।

সমাধান ■ ৪৩০৩

পাশাপাশি : ১। আমেজ ৩। বজ্রকেতু ৪। শল্যক ৫। বজ্রযান ৭। দফা ১০। কশা ১২। ধনপতি ১৪। গন্ধক ১৫। আতিপাতি ১৬। শিথান।
উপর-নীচ : ১। আয়ুর্বেদ ২। জশম ৩। বকবক ৬। যাবক ৮। ফাল্গুন ৯। মতিগতি ১১। শালবন ১৩। নকশি।

বিন্দুবিসর্গ

কর্ণাটকে তাল ঠোকাঠুকি জারি

বেঙ্গালুরু, ২৭ নভেম্বর : কর্ণাটকের কুর্সি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার-দুই শিবিরই সমানে তাল ঠুকে চলেছে। জানা গিয়েছে, কন্নড়ভূমের লড়াই থামাতে দুই নেতাকে শীঘ্রই দিল্লিতে তলব করতে পারে কংগ্রেস হাইকমান্ড। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিবকুমার জানিয়েছেন, হাইকমান্ড ডাকলে তিনি ও সিদ্দারামাইয়া দুজনেই দিল্লিতে গিয়ে কথা বলবেন।

দুই নেতা মুখে বারবার দাবি করছেন, তাঁরা হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন। কিন্তু তলে তলে দুই নেতাই নিজেদের পাল্লা ভারী করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সিদ্দারামাইয়া ইতিমধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৮ পর্যন্ত তিনিই মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবেন। যদিও এই ওবিসি প্রবীণ নেতার শিবিরেই ভাঙন দেখা দিয়েছে। এদিকে শিবকুমারের এদিনের একটি এক্স-বার্তা ঘিরে জল্পনার পারদ আরও চড়েছে। তিনি লিখেছেন, 'শব্দের শক্তিই হল বিশ্বের শক্তি। বিশ্বের সবথেকে বড় শক্তি হল, কথা দিয়ে কথা রাখা।' পরে শিবকুমার দাবি করেন, ওইরকম কোনও লেখা তিনি লেখেননি। যদিও ওই লেখাটি তিনি যে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে উদ্দেশ করেই লিখেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাসিনার জেল, জরিমানা

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : মৃত্যুদণ্ডের পর এবার জেল। সঙ্গে জরিমানা। আরও একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করল বাংলাদেশের আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঢাকার পূর্বাচলে জমির প্লট বরাদ্দের অভিযোগে শেখ হাসিনার ২১ বছর জেলের সাজা শুনিয়েছে। এর সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ১৮ মাস জেলে কাটাতে হবে তাঁকে। হাসিনা ছাড়াও এই মামলায় তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫ বছর করে কারাদণ্ড ঘোষণা করেছেন ঢাকার পঞ্চম বিশেষ জজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন। রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারক বলেন, 'কোনও আবেদনপত্র ছাড়াই এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে শেখ হাসিনা সহ তাঁর পরিবারের নামে প্লট বরাদ্দ করেছিলেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।'

কাঠগড়ায় বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : সংসদে সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিজেপি সাংসদ গরহাজির থাকায় অসন্তুষ্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপস্থিত ছিলেন শুধুমাত্র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, জগন্নাথ সরকার, খগেন মুর্মু এবং শান্তনু ঠাকুর। অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, বৈধ কারণ দেখাতে না পারলে অনুপস্থিত নেতাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নয়া নজির শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজির গড়ল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সেনসেক্স ৮৬০৫৫.৮৬ এবং নিফটি ২৬৩১০.৪৫ পয়েন্ট পৌঁছে এই নজির গড়েছে। সর্বোচ্চ উচ্চতার নজির গড়লেও দিনের শেষে অবশ্য সেনসেক্স ৮৫৭২০.৩৮ এবং নিফটি ২৬২১৫.৫৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

আধার থাকলেই কি ভোটাধিকার?

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথি হিসেবে রাখা হলেও প্রশ্নের বেড়াজাল থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না আধার কার্ড। বৃহস্পতিবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, আধার থাকলেই কি ভোটাধিকার জন্মে যায়? ভারতে যাঁরা অনুপ্রবেশ করেছেন তাঁরাও আধার তৈরি করে নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নাগরিক না হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের আধার কার্ড রয়েছে তাঁরা এদেশে ভোট দিতে পারবেন কি না সেই প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় দ্বাদশ নথি হিসেবে আধারকে গণ্য করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার নথি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু তারপরও আধারকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে মান্যতা দিতে নারাজ শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলেছে, 'কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্যই আধার তৈরি করা হয়েছে। শুধুমাত্র র‍্যাশনের জন্য একজন ব্যক্তিকে আধার দেওয়া হয়েছে বলেই তাঁকে ভোটার বলে গণ্য করা হবে? ধরুন, একটি প্রতিবেশী দেশের কোনও ব্যক্তি যদি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তাহলে তাঁকেও কি ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে?'

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন

■ আধার থাকলেই কি ভোটাধিকার জন্মে যায়? ভারতে যাঁরা অনুপ্রবেশ করেছেন তাঁরাও আধার তৈরি করে নিচ্ছেন।

■ কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্যই আধার তৈরি করা হয়েছে। শুধুমাত্র র‍্যাশনের জন্য একজন ব্যক্তিকে আধার দেওয়া হয়েছে বলেই তাঁকে ভোটার বলে গণ্য করা হবে?

■ আধার কার্ডকে কোনওভাবেই নাগরিকত্বের প্রশ্নাতীত প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় না।

সুপ্রিম কোর্টের সাফ কথা, 'আধার কার্ডকে কোনওভাবেই নাগরিকত্বের প্রশ্নাতীত প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় না।' নির্বাচন কমিশন ডাকঘরের মতো আচরণ করতে পারে না বলেও জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল কিছু মামলাকারীর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'এসআইআর প্রক্রিয়া সাধারণ ভোটারদের ওপর বিশেষ করে যাঁরা পড়াশোনা জানেন না তাঁদের ঘাড়ে অসাংবিধানিক ভারের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই পেপারওয়ার্ক করতে রীতিমতো ঘাম ঝরাচ্ছেন। তাতে তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।' তাঁর মতে, এসআইআর প্রক্রিয়া গণতন্ত্রকেই প্রভাবিত করছে। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য নির্বাচন কমিশনকে বলেছে, কোনও ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আগে তাঁকে যথাযথভাবে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। শুনানিতে তাঁর বক্তব্যও শুনতে হবে। ১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

শিশুদের মাঝে... *লন্ডনের একটি মানসিক হাসপাতালে কেট মিডলটন।*

গুলি কাণ্ডে ট্রাম্পের রোষে আফগানরা

ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর : হোয়াইট হাউসের কাছে এক বন্দুকবাজের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই ন্যাশনাল গার্ড। বুধবারের ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর পরেই আফগানদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আফগানদের আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আফগান নাগরিকদের অভিবাসন সংক্রান্ত যাবতীয় অনুরোধের প্রক্রিয়াকরণও বন্ধ করে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, হামলাকারীর নাম রহমতুল্লা লাকানওয়াল। বয়স ২৯। একসময় আমেরিকা সমর্থিত আফগান সরকারের সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল রহমতুল্লা। নিরাপত্তাকর্মীদের পালটা গুলিতে সে-ও আহত হয়েছে। হাসপাতালে রহমতুল্লার চিকিৎসা চলছে। ২০২১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করেছিল আমেরিকা। প্রায় ৭৬ হাজার আফগানকে সেসময় তড়িঘড়ি বিমানের সাহায্যে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় আনা হয়েছিল। এই আফগানদের সিংহভাগ আফগান সরকারি বাহিনীর সদস্য ছিলেন অথবা সেখানে মোতায়েন মার্কিন কর্মকর্তাদের দোভাষীর কাজ করতেন। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থী হিসাবে রয়েছেন আফগানরা।

> ২০২১-এর সেপ্টেম্বরে বাইডেন প্রশাসন বিমানে করে ওই ব্যক্তিকে এদেশে এনেছিল। এখন থেকে আমরা আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় আসা সমস্ত বিদেশিকে আবার পরীক্ষা করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বাইডেন সরকারের চালু করা 'অ্যালাইস ওয়েলকাম' প্রকল্পের আওতায় আমেরিকায় এসেছিল রহমতুল্লা। তখন থেকে ওয়াশিংটনের বেলিংহাম এলাকায় ছিল সে। বুধবার কেন ওই আফগান নাগরিক মার্কিন নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর হামলা চালাল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ঘটনার জন্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দিকেই আঙুল তুলেছেন ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের এখন আফগানিস্তান থেকে আসা প্রত্যেককে ফের পরীক্ষা করতে হবে। যে কোনও দেশ থেকে আসা বিদেশি যাঁরা আমাদের দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নন, তাঁদের অপসারণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি তাঁরা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে না পারেন, আমরাও তাঁদের গ্রহণ করব না।' ট্রাম্প আরও লিখেছেন, '২০২১-এর সেপ্টেম্বরে বাইডেন প্রশাসন বিমানে করে ওই ব্যক্তিকে এদেশে এনেছিল। এখন থেকে আমরা আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় আসা সমস্ত বিদেশিকে আবার পরীক্ষা করব।'

হংকংয়ের অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে ৬৫

হংকং, ২৭ নভেম্বর : কয়েক দশকের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী হল হংকং। বুধবার আগুন লেগেছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ৭টি বহুতলে। বৃহস্পতিবার সকালেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এদিকে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এদিন পর্যন্ত ৬৫ জনের মৃত্যু-তালিকা প্রকাশ করেছে হংকং সরকার। আহত শতাধিক। এখনও প্রায় ৩০০ মানুষ বহুতলগুলিতে আটকে রয়েছেন। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা।

ঘটনায় অভিযোগের তির এক নির্মাণকারী সংস্থার দিকে। হংকং পুলিশের সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট আইলিন চুং জানান, ২ হাজার ফ্ল্যাটের বেশিরভাগ আগুনের কবলে পড়েছে। আবাসনটির একাংশে নির্মাণ কাজ চলছিল। নিরাপত্তা বিধি না মেনে নির্মাণকাজ চলায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে। কাজে গাফিলতির

গাফিলতির অভিযোগ

অভিযোগে নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। সংস্থার ৩ কর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের দু-জন ডিরেক্টর পদমর্যাদার। গাফিলতির কথা স্বীকার করেছেন নির্মাণ সংস্থার চেয়ারম্যান জেসন পুনও।

জ্বলন্ত আবাসনের ব্লক ১-এর ২৭ তলার বাসিন্দা ৭৪ বছরের টং পিংমুন জানান, তাঁর প্রতিবেশীদের বেশিরভাগই প্রবীণ। অনেকে হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে কতজন নিরাপদে বাইরে আসতে পেরেছেন তা নিয়ে চিন্তিত টং।

তাঁর কথায়, 'আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন যে স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে আসতে পেরেছি। তবে দমকলকর্মীরা সাহায্য না করলে আমাদের পক্ষে ওখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিল।' নিজেরা বেঁচে গেলেও প্রতিবেশীদের কতজন নিরাপদে বাইরে আসতে পেরেছেন, এখন সেই চিন্তা তাড়া করছে টংকে।

সেনা অভ্যুত্থান, ধৃত প্রেসিডেন্ট

বিসাউ (গিনি বিসাউ), ২৭ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই সেনা ক্ষমতা দখল করল পশ্চিম আফ্রিকার গিনি বিসাউয়ের। বুধবার গভীর রাতে প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে প্রচুর গুলির আওয়াজ শোনা যায়। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এমবালো। বৃহস্পতিবার সামরিক কর্তারা রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে ঘোষণা করে জানিয়েছেন, দেশের শাসনভার এখন তাঁদের হাতে। সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাতে জারি হয়েছে কার্ফিউ। ২৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় গিনি বিসাউয়ে। প্রেসিডেন্ট এমবালো না বিরোধী নেতা জোসে মারিও ভাজ কে জয়ী হয়েছেন, তা সরকারিভাবে জানাতে ব্যর্থ হয় কমিশন। তাতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

বন্যায় মৃত ৩১

কলম্বো, ২৭ নভেম্বর : একা উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুতে রক্ষে নেই, তার ওপর দোসর নিম্নচাপ। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ফিরতি রূপ উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপ হওয়ায় বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিধসে জেরবার শ্রীলঙ্কা। মুষলধারায় বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে বহু নদী। একাধিক এলাকা বন্যাকবলিত। বৃষ্টি ও বন্যার সঙ্গে ভূমিধসে অন্তত্পক্ষে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। খোঁজ মেলেনি ১৪ জনের। গ্রামবাসীদের উদ্ধারের জন্য সেনা নেমেছে। হাজারেরও বেশি পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ধিকিধিকি জ্বলছে... *বৃহস্পতিবার হংকংয়ের আবাসনে দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত।*

আইন না মানলে ফৌজদারি অপরাধ

বহুবিবাহ নয়, সিদ্ধান্ত অসম বিধানসভার

গুয়াহাটি, ২৭ নভেম্বর : বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বৃহস্পতিবার অসম বিধানসভায় বিল পাশ হল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের আনা এই বিলটি লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথাকে রাজ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করাই এই আইনের প্রধান লক্ষ্য। বিল পাশ হওয়ার পর এখন থেকে অসমে বহুবিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

অসম এখন গোয়ার পর ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য, যেখানে বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হল। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই আইন কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আনা হয়নি। এটি সমস্ত ধর্মের নারীর সামাজিক ও আইনি সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অপরিহার্য। বিধানসভায় বিতর্কের সময় সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আইনটি রাজ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আনা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করেন,

> নারীর অধিকারের সঙ্গে আপস করা হবে না। অসম বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিল, ২০২৫-এর মাধ্যমে আমরা আইনি সুরক্ষা, কঠোর শাস্তি এবং প্রকৃত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করব।
>
> **হিমন্ত বিশ্বশর্মা**

তবে তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে বহুবিবাহের শিকার হওয়া মহিলারা এবার শক্তিশালী আইনি প্রতিকার পাবেন।

এই ঐতিহাসিক বিল পাশের পর অসমের নারীরা সমাজে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন আইনটি অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে রাজ্যে কোনওভাবে এই প্রথা চলতে না পারে। এটি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জন্যও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার পথে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এক্স পোস্টে হিমন্ত বিশ্বশর্মা লিখেছেন, 'অসম দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নারীর অধিকারের সঙ্গে আপস করা হবে না। অসম বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিল, ২০২৫-এর মাধ্যমে আমরা আইনি সুরক্ষা, কঠোর শাস্তি এবং প্রকৃত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করব। আমাদের জন্য ন্যায়বিচারের দিকে এটি একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ।' আগামী বছর বিধানসভা ভোটে জিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিলও পাশ করাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেলবন্দি ইমরানের মৃত্যুর জল্পনা ওড়াল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৭ নভেম্বর : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যুর জল্পনা উড়িয়ে দিলেন রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সাফ জানিয়েছেন, ইমরান খান সুস্থ আছেন এবং জেলের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে খবর রটেছে, সেটিকেও গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন কারা কর্তৃপক্ষ। তাঁদের সাফ কথা, ইমরান খানকে পুরোদস্তুর চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর শরীর ভালোই আছে।

বুধবার আফগানিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, পিটিআই প্রধানকে আদিয়ালা জেলের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই জেলের বাইরে বিক্ষোভ দেখান পিটিআই সমর্থকরা। সেই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন ইমরানের তিন বোন নোরিন, আলিমা এবং উজমা খান। তাঁরা অভিযোগ করেন, ইমরানের ওপর অকথ্য অত্যাচারের পাশাপাশি তাঁকে একটি পৃথক সেলে রাখা হয়েছে বলেও শোনা গিয়েছে। আলিমা খানের দাবি, ওরা দাদার কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

বৃহস্পতিবার সেই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ বলেন, ইমরান খানকে আদিয়ালা জেল থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার যে দাবি করা হয়েছে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'অতীতে জেলবন্দি থাকাকালীন ইমরান খানকে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে এখন অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ওঁকে যে খাবার খেতে দেওয়া হয়, তার তালিকাটির দিকে একবার নজর দিন। এই সমস্ত খাবার পাঁচতারা হোটেলেও পাওয়া যায় না। তাঁকে টেলিভিশন, ব্যায়াম করার সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি একটি ডাবল বেড এবং ভেলভেট ম্যাট্রেসও দেওয়া হয়েছে।'

বাংলো ছাড়তে নারাজ রাবড়ি

পাটনা, ২৭ নভেম্বর : গদি দখলের যুদ্ধে হার হয়েছে। কিন্তু বাংলো দখলের লড়াইয়ে একচুল পিছু হটতে নারাজ আরজেডি এবং যদুবংশ। বুধবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে তাঁর পাটনার ১০, সার্কুলার রোডের বাংলো ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু বৃহস্পতিবার আরজেডির তরফে সাফ জানানো হয়েছে, সরকার যে পদক্ষেপই করুক না কেন, ওই বাংলোটি কিছুতেই খালি করা হবে না। দলের রাজ্য সভাপতি মঙ্গানিলাল মণ্ডলের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বাংলোটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তুষ্ট করতেই কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। আমাদের নেতাকে অপমান করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভালো হতে চাইছেন উনি।' এনডিএ বরাবরই যে লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারকে বিদ্বেষের চোখে দেখে, সেই কথাও বলতে ভোলেননি আরজেডি-র রাজ্য সভাপতি।

রাজ্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'শাসক এনডিএ-র মাথায় রাখা উচিত, আমরা বিরোধী আসনে বসতে পারি, কিন্তু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে আমরা এনডিএ-র থেকে বেশি ভোট পেয়েছি। কাজেই আমাদের ছোট করে যেন দেখা না হয়।' লালুপ্রসাদ যাদব ও রাবড়ি দেবী যে রাজ্যের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী সেটা যাতে এনডিএ সরকার ভুলে না যায়, সেই হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

তামিলনাড়ু উপকূলের পথে এগোচ্ছে 'দিতওয়া'

চেন্নাই, ২৭ নভেম্বর : বঙ্গোপসাগরে ফের দুর্যোগের ঘনঘটা। নতুন তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'দিতওয়া'। নভেম্বরের শেষলগ্নে সবাই যখন জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষায় দিন গুনছে, ঠিক তখনই বঙ্গোপসাগরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই নয়া বিপদ। ইয়েমেনের দেওয়া নাম দিতওয়া-র অর্থ একটি বিশেষ উপহ্রদ হলেও এর প্রকৃতি মোটেও শান্ত নয়। আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। এটি বর্তমানে তামিলনাড়ু উপকূলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এর প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বাংলায় বাড়তে পারে তাপমাত্রা

এই ঝড়ের প্রভাব কি বাংলায় পড়বে? আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এটি বাংলার উপকূল থেকে অনেকটা দূরে রয়েছে এবং সরাসরি রাজ্যে আছড়ে পড়ার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। তবে সাগরে সৃষ্ট এই শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্তের টানে রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে। এর ফলে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উত্তুরে হাওয়ার অবাধ গতিপথ কিছুটা রুদ্ধ হতে পারে।

ফলাফলস্বরূপ, নভেম্বরের শেষে শীতের যে দাপট দেখার প্রত্যাশা ছিল, তা সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা কমার বদলে সামান্য বাড়তে পারে।

'সুগার বেবি' লেপার্ডরা বড় হচ্ছে আখের খেতে

পুনে, ২৭ নভেম্বর : আখের খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল লেপার্ড? মায়ের সঙ্গে হাঁটছে শাবকেরাও। সুন্দর দৃশ্য। না, এটা ডিজনি ওয়ার্ল্ডের সিনেমা নয়। একেবারে দিনে-দুপুরে মহারাষ্ট্রের জুন্নার অঞ্চলে যান, দেখবেন, আখের খেতে লেপার্ডদের সংসার। মা, বাবার সঙ্গে শিশু লেপার্ড। বনকর্তারা লেপার্ড শাবকদের নাম দিয়েছেন, 'সুগার বেবি'-'চিনি শিশু'।

আধিকারিক জানালেন, ট্র্যাক্টর, সেচ পাম্পের আশপাশে তাদের ঘরবসত। তারা বন্য প্রকৃতিতে অভ্যস্ত নয়। বরং ট্র্যাক্টরের ঘড়ঘড়ানি, চাষবাসের শব্দে তারা অভ্যস্ত।

জুন্নারের অনেকটাই আখের ঘন জঙ্গলে ভরা। মাঠে কাজ করছেন চাষিরা। আশপাশে মানুষের বসতি। লেপার্ডরা তাঁদের দেখে নির্বিকার। বন্য পরিবেশে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না এই লেপার্ডদের। খাদ্যের সঙ্গে আশ্রয়ও পাচ্ছে। ফলে লেপার্ডদের যে প্রজন্ম এখানে গড়ে উঠেছে, তারা মানুষের উপস্থিতিকে আর বিপদ মনে করছে না। এখানে তারা মানব-সহিষ্ণু। বিজ্ঞানের ভাষায়, অভিযোজন। এরা সেটা আয়ত্ত করে নিয়েছে। জানিয়েছেন ওই আধিকারিক।

প্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসায় মানুষ-প্রাণী সংঘাত

আকছার হতে দেখা যায়। জুন্নার অঞ্চলে লেপার্ডরা ব্যতিক্রম। এক বনকর্তার কথায়, 'এখানকার লেপার্ডদের বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাফল্য আসেনি। তারা কয়েকদিনের মধ্যে এই জায়গায় চলে এসেছে। ওদের বাড়ি ফেরার ক্ষমতা সত্যি আশ্চর্যজনক। সেই লেপার্ডদের নথিভুক্ত করা হয়েছে।'

মহারাষ্ট্রের উপ-বনসংরক্ষক প্রশান্ত খাড়ে বলেন, 'জুন্নারের বর্তমান লেপার্ড-প্রজন্মটি পুরোপুরি খেত-জাত। অর্থাৎ এই আখখেতেই তাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা। এখানে বেঁচে থাকার কৌশল তারা আয়ত্ত করে নিয়েছে। এখন এদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া মানে সময় ও সম্পদের অপচয়। আসলে এই লেপার্ডদের মনের মানচিত্র, খাদ্যাভ্যাস ও আঞ্চলিক বোধগম্যতা বন নয়, আবর্তিত হচ্ছে আখখেতের চারপাশে।'

সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক স্মিতা রাজহংস বলেন, 'গ্রামবাসীরা লেপার্ডদের ভয় দেখাতে টিন বাজাতেন। ব্যবহার করতেন আতশবাজি। কিন্তু এসবে আর ভয় পায় না তারা। পটকা ফাটার শব্দ শুনেই তারা বড় হয়েছে। জানেন, যখন কোনও লেপার্ড মারা যায় কিংবা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, পড়শি লেপার্ডরা শূন্যস্থানের টের পেয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে ওই জায়গায় চলে আসে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, জুন্নারের 'সুগার বেবি'রা তাদের সহজাত শিকার কৌশল ভুলে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল মানুষের কাছাকাছি থাকার কারণে বন্য-জীবনধারণের দক্ষতা কমে যাচ্ছে তাদের। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এ এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

তরমুজ চাষে তাক লাগালেন জয়ন্ত বর্মন

বিধান ঘোষ

হিলি থানার ৫ নম্বর জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাড়না গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত বর্মন। কৃষিকাজ করে দিন গুজরান করেন। হিলি থানা এলাকায় ধান, পাট, পটল সহ বিভিন্ন সবজির চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু জয়ন্ত অসময়ে বিকল্প চাষাবাদ করে নজর কেড়েছেন। বেঙ্গালুরু প্রজাতির তরমুজ লাগিয়ে সফল হয়েছেন তিনি। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ১০ শতক জমিতে তরমুজের বীজ বপন করেছিলেন। আড়াই মাস ধরে তরমুজের গাছ ও জাংলার যত্ন নেওয়ার পরে তরমুজের উৎপাদন শুরু হয়। বেশকিছুদিন ধরে কুইন্টাল দুয়েক তরমুজ বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছেন ওই কৃষক। অসময়ে তরমুজ উৎপাদন করে প্রতি কেজি ৩৫-৪০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন। বিকল্প চাষাবাদে সফল হতেই সকলের নজর কেড়েছেন জয়ন্ত।

এ প্রসঙ্গে তরমুজচাষি জয়ন্ত বর্মন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। তারপরে ধান পাট সবজির বিকল্প হিসেবে অসময়ে জাংলার তরমুজ চাষের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ১০ শতক জমিতে তরমুজের চাষ শুরু করি। এখন তরমুজ বাজারজাত শুরু হয়েছে। কুইন্টাল দুয়েক তরমুজ বিক্রি করেছি। ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। চাষের জন্য তেমন পরিশ্রম নেই। তবে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হয়। অসময়ে তরমুজ চাষ ব্যাপক লাভজনক।'

> ❝ আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে বিকল্প ফসল হিসেবে হিলি ব্লকে কৃষি দপ্তর পরীক্ষামূলকভাবে তরমুজ চাষ শুরু করে। বর্তমানে সফলভাবে চাষিরা তরমুজ চাষ করেছেন। বাজার খুবই ভালো ও রোগপোকার প্রভাব কম হওয়ায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তরমুজ চাষ। চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। আমরা সবসময় এই রকম নতুন ফসল চাষে সহযোগিতা করে উৎসাহ প্রদান করে আসছি।
>
> **আকাশ সাহা**
> *সহ কৃষি অধিকর্তা*

এপ্রসঙ্গে হিলি ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা আকাশ সাহা বলেন, 'তরমুজ নতুন চাষ শুরু হয়েছে। আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে বিকল্প ফসল হিসেবে হিলি ব্লকে কৃষি দপ্তর পরীক্ষামূলকভাবে তরমুজ চাষ শুরু করে। বর্তমানে সফলভাবে চাষিরা তরমুজ চাষ রূপায়ণ করেছেন। বাজার খুবই ভালো ও রোগপোকার প্রভাব কম হওয়ায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তরমুজ চাষ। চাষিরা

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। আমরা সবসময় এই রকম নতুন ফসল চাষে সহযোগিতা করে উৎসাহ প্রদান করে আসছি।'

সারাবছর চাহিদা থাকায়
লংকা চাষে ভালো আয়

প্রতিদিন প্রতি বাড়িতে রান্নার রসনা বৃদ্ধিতে কাঁচালংকা না হলে চলে না। আমরা একসময় শুকনো লংকায় অভ্যস্ত ছিলাম। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে শুকনো লংকার প্রচলন বেশি ছিল। এখন আমাদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা বুঝে গিয়েছি, শুকনো লংকা শরীরের অপকার বেশি করে।

অন্যদিকে, ১০০ গ্রাম কাঁচা লংকাতে ৬.৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২.৯ গ্রাম প্রোটিন, ০.৬ গ্রাম ফ্যাট, ১ গ্রাম খনিজ লবণ থাকে। পাশাপাশি কাঁচা লংকা ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-সি এর গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করে।

কাঁচা লংকার চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি দামও বেড়েছে। আবার চাষের সমস্যাও বেড়েছে। সারাবছর চাহিদা থাকায় কাঁচা লংকার চাষ সারা বছর ধরে হচ্ছে। সারাবছর ধরে চাষ হওয়ার জন্য লংকার রোগপোকার এক মরশুম থেকে পরবর্তী মরশুমে খুব সহজে বিস্তৃতি হচ্ছে। যদি পরিকল্পনা করে বছরে বিভিন্ন সময়ে লংকা চাষ করা যায় তাহলে সহজে বেশি লাভ ঘরে আনা যাবে। বর্তমান সময়ে কুটে রোগ লংকা চাষের প্রধান সমস্যা। কুটে রোগের বিধান ও উন্নত প্রযুক্তির সুসংহত ব্যবহারের মাধ্যমে লংকা চাষ আরও লাভজনক করা যাবে।

চাষের এলাকা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর এলাকায় লংকা চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৪৩-৪৪ হাজার হেক্টর রবি মরশুমে ১৬-১৭ হাজার হেক্টর খারিফ মরশুমে হয়ে থাকে। রবি মরশুমে সবচেয়ে বেশি লংকা চাষ হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়। এছাড়া অন্যান্য মুখ্য জেলাগুলি হল কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

মাটি ও জলবায়ু

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে লংকা চাষ হয়ে থাকে। মাটির পিএইচ ৫-৯ হলে তেমন সমস্যা হয় না। অর্থাৎ লংকা অম্ল ও ক্ষার উভয় মাটিতে চাষ করা সম্ভব। দক্ষিণবঙ্গের গ্রীষ্মের অত্যধিক তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি করে। সেইসঙ্গে মাটিতে রসের ঘাটতি ফলন কমিয়ে দেয়।

অনেক সময় কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে জমিতে ২৪ ঘণ্টার বেশি জল জমে যায় ফলে গাছ অসময়ে মারা যায়।

বিভিন্ন জাত

উন্নত ও হাইব্রিড জাত প্রচলিত। উন্নত জাতগুলি হল সূর্যমুখী, পাটনাই, বুলেট, বেলডাঙা, এন.পি.৪৬-এ, পুসা, জওলা, পুসা রেড, পন্থ সি১, জি ইত্যাদি। হাইব্রিড জাতগুলি হল-ফায়ার বোম্ব, দূর্বা, তেজস্বিনী, সূর্য, দিল্লি হট, এটম, পাঞ্জেন্ট কিং, অক ২২৮, অগ্নি ইত্যাদি।

দক্ষিণবঙ্গে প্রধানত সূর্যমুখী, বেলডাঙ্গা, পাটনাই, বুলেট ইত্যাদি উন্নত জাতের লংকা চাষের প্রচলন। বেলডাঙ্গা সবচেয়ে বেশি চলছে। হাইব্রিড জাতের ঝাঁঝ ও ঝালভাব কম। এজন্য কাঁচা লংকা হিসাবে হাইব্রিড জাতের বাজারে গ্রহণযোগ্যতা একটু কম। তবে হাইব্রিড জাতের লংকা যেগুলি ছোট সাইজ ও কম লম্বা, সেগুলি বেছে নিয়ে চাষ চলছে। ফায়ার বোম্ব, দুর্গাজাত কাঁচা লংকা হিসাবে চলছে। বেঁটে, মোটা ও তীব্র ঝাঁঝালো যে লংকা পাওয়া যাচ্ছে ওগুলি হল বুলেট। বুলেট কাঁচা লংকার বাজারও বেশি। অন্য কাঁচা লংকার তুলনায় বুলেট কাঁচা লংকার দাম কেজিতে ১০-২০ টাকা বেশি। অন্যদিকে বুলেট লংকার ফলন একটু কম।

আর কাঁচা লংকা হিসাবে হাইব্রিড জাতের চাষ করতে হলে সেই জাতটির ফলন ও বাজারে গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয়।

চারা তৈরি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অযত্নে চারা তৈরি করা হয়। এজন্য পরবর্তীকালে লংকা চাষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। নিয়মমতো চারা তৈরি করা হলে ভাইরাসজনিত কুটে রোগ এবং কুটে রোগের জন্য দায়ী চোষী পোকার আক্রমণ কম হয়। আর বাজার থেকে কেনা চারাতে বেশি বিপদের সম্ভাবনা থাকে। চারার জাত সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে না। আর নিয়ম মেনে চারা তৈরি করা তো হয়ই না। কাজেই

লাভজনক লংকা চাষ করতে হলে নিজের চারা নিজেকে নিয়ম মেনে তৈরি করতে হবে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ) মাসে চারা তৈরি করা হয়। এক বিঘা (৩৩ শতক) লংকা চাষের জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম উন্নত জাতের বীজ কিংবা ২৫ গ্রাম হাইব্রিড জাতের বীজ লাগে। বীজের প্যাকেটের গায়ে যতই 'শোধিত বীজ' লেখা থাকুক না কেন, বসানোর আগে বীজ অবশ্যই শোধন করতে হবে। প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে কার্বেনডাজিম গুলে বীজ ২০-৩০ মিনিট ভিজিয়ে শোধন করা হয়। কার্বেনডাজিম ছাড়া ও প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৪ গ্রাম হারে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি নামক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যাবে। যেহেতু ট্রাইকোডার্মা একটি ছত্রাক, তাই রাসায়নিকের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা যাবে না।

এক বিঘা (৩৩ শতক) লংকা চাষের জন্য ১৫ ফুট বাই ৮ ফুট সাইজের একটি বীজতলা লাগবে। ওই বীজতলায় মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু হওয়া প্রয়োজন। একটি বীজতলাতে ৪০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১০০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ এবং ১০০ গ্রাম কাবোফুরান ৩ কেজি মেশানো হয়। শোধন করা বীজতলায় ছিটিয়ে কিংবা ১০ সেমি অন্তর সারিতে ২ সেমি গভীরতায় বুনে খড়, খেজুর ডাল বা কলাপাতা চাপা দেওয়া হয়। যখন কার্বেনডাজিম গুলে মাটি ও খড় ভিজিয়ে দেওয়া হয়।

বীজতলায় মাঝে মাঝে জলের ছিটে দেওয়া হয়। চারা বার হয়ে গেলে খড়ের ঢাকা খুলে দেওয়া হয়। বীজতলার চারার শরীরের মধ্যে শোষক পোকা অন্য গাছ থেকে বয়ে আনা ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়। চারার শরীরে ভাইরাস ঢোকার ১১/২-২ মাস পরে গাছে কোঁকড়ানো রোগ শুরু হয়। এজন্য মাটি থেকে ২ ফুট উচ্চতায় নাইলনের মশারি টাঙিয়ে বীজতলা ঢেকে ভাইরাস বাহক পোকাকে দূরে রাখা যায়। চারা রোয়ার পর বয়স্ক গাছে ভাইরাস ঢুকলে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পেতে ফসল তোলা যাবে।

১৫ দিন বয়সের চারাতে চেহারা বুঝে একটি বীজতলাতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া চাপান দেওয়া হয়। চারার পাতা ও কাণ্ডে পচনজনিত ঢলে পড়া রোগ হলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম কপার আক্সি ক্লোরাইড বা ৫ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিড গুলে চারা ভিজিয়ে দেওয়া হয়। ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

সার প্রয়োগ

লংকা গাছ সহজে রোগাক্রান্ত হওয়ার আর একটি কারণ সুষম সার ব্যবহার না করা। জমিতে জৈব সার প্রয়োগ জরুরি। মাটিতে জৈব পদার্থ খুব কম থাকায় রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৫০ কেজি সূর্যমুখী খোল বা অন্য খোল ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক সার হিসাবে বিঘা প্রতি ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট এবং ৪ কেজি পটাশ চারা বসানোর সময় জমিতে প্রয়োগ করা হয়। চারা বসানোর ১ মাস পর ৩ কেজি নাইট্রোজেন ও ২ কেজি পটাশ এবং ২ মাস পর ৩ কেজি নাইট্রোজেন ও ২ কেজি পটাশ বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) চাপান দেওয়া হয়। এই পরিমাণ সার দিতে হলে বিঘা প্রতি নীচের যে কোনও একটি সেট বিঘা প্রতি চারা বসানোর সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

কোচবিহারে গ্রো ব্যাগে
আদা চাষের উদ্যোগ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

বাঙালির রান্নাঘরে আদার চাহিদা চিরকালীন। সেকথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের আদা চাষে জোর দিয়েছে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট বা উদ্যানপালন বিভাগ। আর তাই আধুনিক পদ্ধতিতে এবং লাভজনক উপায়ে গ্রো ব্যাগে আদা চাষ করার প্রথম উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা। জানা গিয়েছে রাজ্যের সব জেলাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হবে। যার শুরুটা হল কোচবিহার থেকে।

জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় উদ্যানপালন বিভাগ বিভিন্ন স্কুলের কিচেন গার্ডেনে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আদা চাষের বিষয়টি নিয়ে একদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির করল তাদের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের নিজস্ব ক্যাম্পাসে। গোটা জেলা থেকে কিচেন গার্ডেন রয়েছে এমন কুড়িটি স্কুলকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। এর মূল লক্ষ্য হল স্কুল চত্বরেই যাতে অল্প জায়গায় সহজ পদ্ধতিতে আদা চাষ করা যায়। এর ফলে স্কুলের রান্নার সময় আদা কিনতে হবে না। এছাড়াও গ্রো ব্যাগে চাষ করার ফলে বৃষ্টি এলে পরে সেটিকে সরিয়ে ফেলাও খুব সহজ হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আদার ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এখানের উৎপাদিত আদা খুব একটা উন্নত মানের নয়। সেখানে আদার মধ্যে আঁশ বেশি থাকে। কিন্তু উন্নত মানের আদায় কখনোই আঁশ থাকেনা। সাধারণত অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরল থেকে আদা আমদানি হয় আমাদের রাজ্যে। সেই কারণে রাজ্যে আদা যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফসল হয়ে উঠতে পারে সে কারণেই রাজ্য সরকার এ বিষয়ে জোর দিয়েছে বলে উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সত্যপ্রকাশ সিং জানালেন, আদা ছয় থেকে সাত মাসের ফসল। আদার জন্য একটু গরম আবহাওয়া, অথচ একটু আর্দ্র কিন্তু শুকনো ঝুরঝুরে মাটি লাগে। একটু জল জমে গেলে আদা পচে যায়। এছাড়াও আদাতে ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকজনিত রোগ খুব দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়। এইসব কারণে আমাদের রাজ্যের মাটি ও আবহাওয়ায় আদার মান উন্নত হয় না।

সেই কারণে গ্রো ব্যাগ পদ্ধতিতে আদা চাষের ওপর জোর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রো ব্যাগ হল বায়ো-ডিগ্রেডেবল ফাইবার যা পচনশীল দ্রব্য দিয়ে প্রস্তুত একটি টব। তার ভেতর মাটি, কেঁচো, সার আর বালি মিশিয়ে সেখানেই চাষ করা হবে আদা। জেলার কুড়িটি স্কুল থেকে দুজন করে প্রায় ৫০ জন এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল।

জায়গার অভাবে যে সব স্কুলে কিচেন গার্ডেন নেই সেখানেও এই গ্রো ব্যাগ পদ্ধতিতে চাষ খুব সুবিধেজনক হবে বলে জানান ওই আধিকারিক। এদিন অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোকে কুড়িটি করে গ্রো ব্যাগ সহ আদার বীজ, ছত্রাকনাশক ভার্মি কম্পোস্ট ও চাষ করার প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের এই পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে পরবর্তীতে চাষিদেরকেও তারা গ্রো ব্যাগ পদ্ধতিতে আদা চাষের প্রশিক্ষণ দেবেন। পানশালা অঞ্চলের ধাইয়ের হাট হাই মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক মানস বলেন, এই প্রশিক্ষণের ফলে আমাদের স্কুলের কিচেন গার্ডেনের উন্নতি হবে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের কোকারিকুলার এক্টিভিটিজে যখন এই চাষ পদ্ধতি শেখানো হবে তার ফলে শুধু স্কুল নয় এটা ছাত্রছাত্রীদের পরিবারেরও উন্নতি হবে তার কারণ আমাদের স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী আসে কৃষক পরিবার থেকে।

> আদা ছয় থেকে সাত মাসের ফসল। আদার জন্য একটু গরম আবহাওয়া, অথচ একটু আর্দ্র কিন্তু শুকনো ঝুরঝুরে মাটি লাগে। একটু জল জমে গেলে আদা পচে যায়। এছাড়াও আদাতে ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকজনিত রোগ খুব দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়। এইসব কারণে আমাদের রাজ্যের মাটি ও আবহাওয়ায় আদার মান উন্নত হয় না।
>
> – সত্যপ্রকাশ সিং *ডেপুটি ডিরেক্টর*

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

একবীজপত্রী আগাছা

মুথা

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্রী পাতিঘাস জাতীয় খুবই ক্ষতিকর আগাছা। সবজিখেত, বাগিচা ফসল, উঁচু ফসল খেত, লন, অনাবাদি জমিতে সারাবছরব্যাপী এদের আক্রমণ দেখা যায়। সরু ও লম্বা পাতা গুচ্ছাকারে যে কোনওভাবে সাজানো থাকে। প্রধানত রাইজোম ও টিউবারের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে। বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হতে পারে। মাটির নীচে কাণ্ডের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়ে টিউবার তৈরি হয়। টিউবারের গা থেকে কয়েকটি সরু সুতোর মতো রাইজোম বার হয়। রাইজোমের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়েও টিউবার তৈরি হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন টিউবার তৈরি হয় এবং মাটির নীচে দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী কয়েকটি পদ্ধতি হল –

- গ্রীষ্মকালে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বারবার লাঙ্গল দিয়ে জমি ফেলে রাখলে বেশিরভাগ টিউবার ও রাইজোম মরে যায়।
- ফসলের খেত ডালপালায় ভরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জমি নিড়ান দেওয়া দরকার।
- বারবার নিড়ান দিয়ে মাটির ওপরের অংশ নষ্ট করলে টিউবার ও রাইজোমে সঞ্চিত খাদ্যে টান পড়ে ও জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে মারা যায়।
- খুবই উপদ্রুত স্থানে রোয়া ধানের চাষ করলে অনবরত জমা জলে বেশিরভাগ টিউবার ও রাইজোম নষ্ট হয়।

ফ্যালা ঘাস

একবর্ষজীবী, একবীজপত্রী ঘাস। গম ও শীতকালীন কিছু ফসলে সমস্যা সৃষ্টি করে। চারা অবস্থায় গমের থেকে আলাদা করা কষ্টকর। তবে কাণ্ডের বীজের রং লালচে বেগুনি এবং পাতার গোড়ায় বর্ধিত অংশ লিগিউল গমের তুলনায় তিন গুণ বড়। গমবীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর ফ্যালাঘাস বার হয় বলে প্রথমে গম অপেক্ষা ছোট থাকে। বীজগুলি কালো। গম পাকার দুই সপ্তাহ আগে পেকে যায়। পাকার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঝড়ে পড়ে। অনেক জায়গায় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ ফুটে নতুন চারা বার হতে শুরু করে।

নিয়ন্ত্রণ

- আগাছামুক্ত গম বীজ ব্যবহার।
- গম বীজ বোনার আগে সেচ দিয়ে ফ্যালাঘাসের চারা বার হয়। তখন জমি তৈরির লাঙ্গলে দিলে আগাছা নষ্ট হয়।
- তন্ডুল শস্য ছাড়া অন্য ফসল চাষ করলে সহজে আগাছা চিনে তুলে ফেলা যায়।
- ফ্যালাঘাসে শীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন সহজে চেনা যায়, তখন তুলে ফেলা উচিত।
- আগাছা জন্মানোর পরে সালফো-সালফুরন/ মেটাক্সজুরন/ডাইক্লোফপ বিউটাইল/ক্লোডিনাফপ/ফেনোক্সপ্রোপ ইথাইল প্রভৃতি স্প্রে করা যায়।

সোনার দোকানে দুষ্কৃতীর হানা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ফের টার্গেট সোনার দোকান। এবারে ভরদুপুরে ক্ষুদিরামপল্লির একটি সোনার দোকান থেকে অভিনব পদ্ধতিতে সোনার চেন হাতসাফাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। যাওয়ার আগে সোনা অগ্রিম বুকিংয়ের নাম করে ব্যবসায়ীর হাতে পাঁচশো টাকার নোটও দিয়ে গেল।

এই অপারেশনে ছয়জন জড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তিও ছিল। ব্যবসায়ীর নজর ঘোরানোর জন্য ওই বয়স্ক ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

এই চক্রের সদস্যরা প্রত্যেকেই হিন্দিতে কথা বলায় শিবমন্দিরে মাস তিনেক আগের এক ঘটনার সঙ্গে বৃহস্পতিবারের ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার পরপরই শহরে নাকা চেকিংয়ের পাশাপাশি সোনা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিয়েছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্তা বলছেন, 'অভিযুক্তদের পাকড়াওয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বৃহস্পতিবার এই অপারেশন ছিল দশ মিনিটের। দুপুর ১১টা ৪৭ মিনিট থেকে চলে ১১টা ৫৭ মিনিট পর্যন্ত। দোকানে তখন ছিলেন ব্যবসায়ী কমল ভৌমিক ও দোকানের এক কর্মী। কমল বলছিলেন, 'একজন বৃদ্ধ সহ চারজন দোকানে ঢোকে। আমার সামনে এসে সোনার চেন দেখাতে বলে। ওদের বসতে বলি।' একটু পরে ওই বয়স্ক ব্যক্তি গলায় থাকা মোটা সোনার চেন দেখিয়ে বলে, ওই ধরনেরই মোটা চেন লাগবে। কমল ফের বসার জন্য অনুরোধ করেন।

হাত সাফাই

- একজন বৃদ্ধ সহ চারজন দোকানে ঢোকে
- দোকানে তারা সোনার চেন দেখাতে বলে
- বয়স্ক ব্যক্তি নমুনা হিসেবে গলার মোটা সোনার চেন দেখায়
- এর ফাঁকে কয়েকটি আংটির ওজন জানতে চায়
- দোকানদার ব্যস্ত হয়ে পড়লে কৌশলে সোনার চেন হাতিয়ে চম্পট দেয়

এরপরই সাজিয়ে রাখা আংটিগুলোর দিকে নজর যায় ওই বয়স্ক ব্যক্তির। একে একে আংটি দেখে, সেটা কত গ্রামের তা জানতে চায়? কমলও আংটি বের করে ওজন করে দেখাতে থাকেন।

কমলের অভিযোগ, 'ভাই সঞ্জয় ভৌমিক দোকানে না থাকলে আমি সাধারণত লকার থেকে সোনার গয়না বের করি না। তাই ভাই আসছে কিনা, সেটা দেখার জন্য দোকানের কর্মী দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাতেই দুজন দোকানে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে চলে আসে। একজন গালে হাত দেওয়া অবস্থায় দাঁতের চিকিৎসকের খোঁজ করতে থাকে তারা। তাদের সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত হয়ে যান ওই কর্মী।'

এদিকে, একের পর এক আংটি দেখানোর সময় কমল লক্ষ করেন, বসার জায়গায় থাকা তিনজনের মধ্যে একজন উঠে এসে ওই বয়স্ক ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এরপরই তারা জানায়, মার্কেটে ঘুরে ফের তারা আসছে। খদ্দের চলে যাওয়ার আশঙ্কায় কমল আরেকটু বসতে বললে বয়স্ক ব্যক্তি সোনার চেন অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য ৫০০ টাকা দিয়ে যায়।

মোড় ঘোরে পরবর্তীতে। সঞ্জয় এসে দেখেন, বসার জায়গায় একপাশে সাজিয়ে রাখা সোনার চেনগুলোর মধ্যে একটি নেই। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খুলতেই দেখেন, বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে আরও একজন সোনার আংটি দেখার সময় সুযোগ বুঝে একটি সোনার চেন তুলে পকেটে ভরে নিয়েছে। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায়। বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্প সমিতির ১ নম্বর শাখা সম্পাদক হরিপদ দাস বলেন, 'গত তিনমাসে এই নিয়ে চারজন সোনা ব্যবসায়ী টার্গেট হল। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, সোনার দোকানগুলোর প্রতি আরও নজর দিন। প্রয়োজনে দিনে দু'বার টহল দিন।'

ক্ষুদিরামপল্লির এই দোকান থেকে সোনার চেন নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

স্মৃতিতে পাড়ার ব্যায়ামাগার

পালোয়ানের পালাবদল

শিলিগুড়ি শহরে বাঙালির পালোয়ান হবার স্বপ্নে এখন পালাবদল ঘটে গিয়েছে। এক সময় বাঙালি বাড়ির উঠতি ছেলেদের কাছে বলশালী পুরুষের আইকন ছিলেন গোবর গুহ? আর বক্সিংয়ে পিএল রায়। বডিবিল্ডার মনোতোষ রায়, মনোহর আইচ তো এখনও বডিবিল্ডারদের চোখে আইকন। আর এখন বডি বিল্ডিংয়ের সঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে মার্শাল আর্টও। ব্রুস লি-র জন্মদিনে বিশ্ব মার্শাল আর্ট দিবসে শিলিগুড়ির শরীরচর্চার নানা দিক নিয়ে খোঁজ নিলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

> মিক্সড মার্শাল আর্টের প্রতি এ শহরের মানুষের আগ্রহ আগের তুলনায় ধীরে ধীরে অনেকটাই বেড়েছে।
>
> **সুমঙ্গল সরকার** *প্রশিক্ষক*

শক্তিশালী কে

একসময় শিলিগুড়ি শহরে ছিল প্রচুর ব্যায়ামাগার। প্রায় ২০ বছর আগে থেকে ব্যায়ামাগারগুলো বন্ধ হতে শুরু হয়। এখন প্রায় নেই বললেই চলে। তবে সেই জায়গায় এখন চালু হচ্ছে নিত্যনতুন জিম। নতুন নতুন মেশিন, চোখধাঁধানো একটা পরিবেশের মধ্যে শারীরিক কসরত করা হয়ে থাকে এখন। দেশবন্ধুপাড়ায় ব্যায়ামাগার চালু করে সেখানে ব্যায়াম করতেন এবং করাতেন সুধাংশু সাহা। বলছিলেন, 'শরীরচর্চা করতে হবে বা রোগ নিরাময় করতে হবে এসব ভেবে আগে কেউ ব্যায়াম করতেন না। সুস্থ এবং শক্তিশালী থাকতে হবে এটা মাথায় রেখেই তখন ব্যায়ামাগারে আসতেন সকলে। এখন সুস্বাস্থ্য রাখতে মানুষ জিমে দৌড়াচ্ছে ঠিকই তবে শক্তিশালী হওয়ার কোনও ইচ্ছে তাদের নেই।'

এমএমএ

বর্তমান সময়ে এমএমএ (মিক্সড মার্শাল আর্টস) ফাইটার হিসেবে বরুণ সান্যাল, সুশোভন ঘোষ রীতিমতো আধিপত্য ছড়িয়ে রেখেছেন। এখন ক্যারাটে, জুডো, যুযুৎসু, তাইকোন্ডো সহ মার্শাল আর্টের নানা ধরন নিয়ে আরও বেশি করে চর্চা করা হয়ে থাকে। মার্শাল আর্টের মধ্যে দিয়ে শুধু শারীরিক নয় বরং মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ওপরও জোর দেওয়া হয়।

আলাদা দম

সুধাংশু সাহার কাছ থেকেই জানা গেল, আগেকার ব্যায়ামাগারে বিভিন্ন খেলোয়াড়রা আসতেন শরীরচর্চা করতে। এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার কোনও নির্দিষ্ট সময় বাঁধা ছিল না তাঁদের ব্যায়ামের। একটা আলাদাই দম ছিল তখন। তাঁর মতে, 'মানুষ সবসময়ই নতুন কিছু চায়। তাই যখন জিমের জাঁকজমক বাড়তে লাগল তখন মানুষও চুম্বকের মতো সেদিকে আকৃষ্ট হল।'

জিমে ট্রেনিং

ফুটবল খেলতে গিয়ে কিছু আঘাত পেয়েছিলেন বছর ৪০-এর অর্ঘ্য দে। ধীরে ধীরে সেই ব্যথা আরও বাড়ছিল। জিমে এসে কিছু ট্রেনিং-এর মধ্যে দিয়ে সেই সমস্যা দূরীকরণে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। চেকপোস্টের একটি জিমে গিয়ে করছেন এখন জিমে শুধু তরুণ, মাঝবয়সি বা বয়স্করাই নয় বরং খুদেদের আনাগোনাও বাড়ছে। ওই একই জিমে আসে ৭ বছরের রুচিতা আগরওয়াল। ব্যাডমিন্টন খেলছে সে। বড় হয়ে ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে চায়। কোচের নির্দেশে ছোট্টবেলা থেকেই চলছে নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা।

দারুণ ক্রেজ

কিক বক্সার সুমঙ্গল সরকার বলছিলেন, 'মার্শাল আর্টের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে মানুষের মধ্যে। তার প্রধান কারণ হল মার্শাল আর্টের আধুনিকীকরণ মিক্সড মার্শাল আর্ট। হাইয়েস্ট পেড অ্যাথলিটরা উঠে আসছেন মিক্সড মার্শাল আর্ট থেকে। এর জনপ্রিয়তা এখন দারুণ। ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যেই এখন এর দারুণ ক্রেজ।' তিনি বলেন, 'ছেলেরা মূলত শিখছে দক্ষতাটা শিখে রাখার জন্য, পরবর্তীতে ভালো লেগে গেলে প্রতিযোগিতায় নেমে এটা নিয়েই ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। আর মেয়েরা মূলত শেখে আত্মরক্ষার জন্য। তবে তাদেরও ভালো লেগে গেলে এটা নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখতে দেখা গিয়েছে।' তাঁর কথায়, মার্শাল আর্টের প্রতিটি ভাগই খুব ব্যয়বহুল। এছাড়াও আমাদের রাজ্যে এই খেলা কখনোই হাইপ পায়নি। তবে এখন সেটা অনেকটাই বদলেছে। ঠিকমতো পরিষেবা ও সহযোগিতা পেলে বাঙালি এখনও ব্যায়ামবীর হতে চায়।

শরীরের জন্য

পরিবর্তনই নিয়ম। এর থেকে নিস্তার নেই। সেই নিয়মে শরীরচর্চার আদবকায়দায় কিছু পরিবর্তন এসেছে ঠিকই তবে শরীরচর্চা আজও করতে হয় প্রায় সকলকেই। দীর্ঘদিন রেলের চাকরি করেছেন লেকটাউনের উত্তম চাকলাদার। বছর তিনেক হল অবসর নিয়েছেন। বলছিলেন, 'বাড়িতে বসে মনে হচ্ছিল শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই ৬ মাস হল একটি জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করছি।' স্থূলতায় ভুগছিলেন কলেজ পড়ুয়া অস্মিতা বসাক। চিকিৎসকের পরামর্শেই তাঁকে জিমে ভর্তি হতে হয়েছে। জিমে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষকও রয়েছেন তাঁর।

গৌতম-বাণে বিদ্ধ অশোক

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : আইটি পার্কের জন্য চিহ্নিত করা জমিতে মন্দির কেন, প্রশ্ন তুলেছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। এদিন, এসজেডিএ'র সাংবাদিক বৈঠকে তার পালটা জবাব দিলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'বর্তমানে রিলিজন ও কালচারাল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছে। সেই ট্যুরিজমটাই এখানে প্রোমোট করা হচ্ছে। আসলে অশোকবাবুরা এই ট্যুরিজমের ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি।'

টিপ্পনি কেটে অশোককে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেছেন, 'ওঁদের সময়ের উন্নতি আর আমাদের সময়ের উন্নতি কতটা হয়েছে, সেটা পুরনিগমের বর্তমান অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে। আমরা মিটিং হলের উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। অশোকবাবুকে আমরা বিনম্রতার সঙ্গে আমন্ত্রণ করব, ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পুরনিগমটা ঘুরে দেখার জন্য।'

অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আমি যে প্রশ্নগুলো করেছিলাম, তার উত্তর দিতে পারেনি গৌতম। বিতর্কের ইচ্ছে থাকলে তিনি মুখোমুখি বসতেই পারেন।'

সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র বলেন, 'কোনও ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যদি মুখ্যমন্ত্রী নিজে তদারকি করেন। তাহলে এর থেকে ভালো কিছু হতেই পারে না। বিরোধী দলগুলো সবসময়ই বলে আসছে, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গকে দেখেন না। অথচ এখন খোদ অশোকবাবুই বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী এই বোর্ড চালনা করছেন। তাহলে এটা তো স্ববিরোধী কথা হয়ে যাচ্ছে।' এসজেডিএ'র বর্তমান চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'আসলে বিরোধী দলগুলোর আমাদের উন্নতি দেখে ঈর্ষা হচ্ছে। কুড়িটিরও বেশি পাঁচ তারা হোটেল আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প সম্মেলনের পর রোজগার ও উন্নয়নমূলক কাজ বেড়েছে।'

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। ধৃত ওই তরুণের নাম নীরজ থাপা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে গোপন সূত্রে খবর আসে চাঁদমণি এলাকায় এক তরুণ মাদক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর ডিডি অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে প্রথমে আটক করে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি তল্লাশি চলে। তাতেই ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়।

ভালো আছেন আক্রান্ত তরুণী

খোঁজ অভিযুক্ত জামাইবাবুর

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মাটিগাড়ার রামকৃষ্ণপাড়ায় রাতের অন্ধকারে তরুণীর গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ঘটনায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত নুর ইসলামের খোঁজে নেমেছে। নুর ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী আক্রান্ত তরুণী রঞ্জু খাতুনের দিদি। স্ত্রীর খোঁজ করতে নুর বন্ধুর সঙ্গে ভাঙ্গাপুলে রঞ্জুর বাড়িতে এসেছিলেন। পারিবারিক সমস্যার কারণে রঞ্জুর দিদি কয়েকদিন আগেই নুরের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বলে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, স্ত্রীর খোঁজ করতে এসে নুর রঞ্জুর সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরপরই তিনি রঞ্জুর ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। যদিও নুরের সঙ্গে আর একজন কে ছিলেন তা পুলিশ এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি।

ওই তরুণীর জামাইবাবু পাকড়াও হলেই ওই ব্যক্তিও চিহ্নিত হয়ে যাবে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। পরিবারের তরফে অভিযোগের সূত্রে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'আক্রান্ত তরুণী এখন অনেকটাই ভালো রয়েছেন। অভিযুক্তদের যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার করা যায় সেজন্য চেষ্টা চলছে।'

এদিকে, যে রাস্তায় বুধবার রাতে হামলার ঘটনা ঘটে, সেই রাস্তা ঘিরে অভিযোগের শেষ নেই। বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতেই একরাশ ক্ষোভের কথা উঠে আসে। এলাকার বাসিন্দা মানসী দাস বলেন, 'রাস্তার একটা অংশে বাতি না থাকায় সন্ধ্যার পর থেকেই ওই এলাকায় নেশাগ্রস্তদের যাওয়া-আসা শুরু হয়। প্রায়দিন নেশাগ্রস্তরা নিজেদের মধ্যেও ঝামেলা করে।' রাস্তা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মঞ্জু দাস গতবছর এই রাস্তাতেই ছিনতাইয়ের একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান। তিনি বলেন, 'গতবছরের শেষদিকে বয়স্ক এক মহিলা ওই রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় তাঁর গলা থেকে দুষ্কৃতীরা গয়না ছিনিয়ে নিয়ে পালায়।' রাস্তাটি যে দুষ্কর্মের জন্য কুখ্যাত তা নুরের জানা ছিল বলে তদন্তকারীদের ধারণা। আর এই কারণেই রঞ্জুর ওপর এখানে হামলা চালানো হয় বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ওই রাস্তার ওপর আরও নজরদারির বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা মনীষা দাসের কথায়, 'যাতে আর কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়ে প্রশাসনকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।'

প্রস্তুতি বৈঠক

ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর পুরসভার মিটিং হলে উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রত দাস, ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে জেলা বইমেলা হবে।

স্কুটার উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : স্কুটার চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ১৮ নভেম্বর জলপাই মোড় এলাকা থেকে একটি স্কুটার চুরি হয়। স্কুটার মালিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে বুধবার রাতে চুরি করা ওই স্কুটার সহ টিকিয়াপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অরূপ মণ্ডলকে।

তরুণ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৬ বছরের নাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সুমন রায় ওই নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন দেখে বাড়ির লোকদের সন্দেহ হয়। তাঁরা মেয়েটিকে জেরা করে আসল ঘটনা জানতে পারেন। এরপরই পরিবারের তরফে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ধৃত দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মিলন মোড় এলাকায় চুরির ঘটনায় প্রশান্ত ছেত্রী নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। গত মঙ্গলবার এক চুরির ঘটনায় প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার রাতে মিলন মোড় এলাকা থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়
নতুন ইনিংস

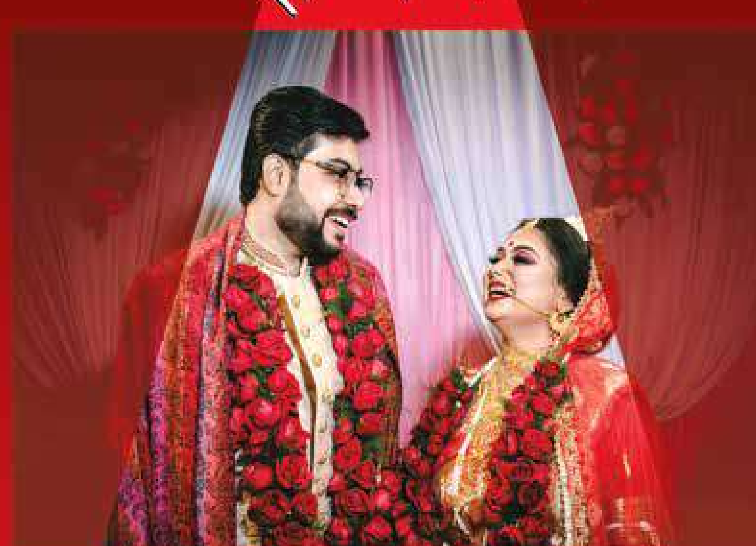

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী
ইমেল: ubs.weddings@gmail.com
ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন :
• দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
• বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।

মিউটেশনে আয় কমেছে পুরনিগমে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : অনলাইন মিউটেশনে সমস্যা চলছে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায়। যে কারণে বছরে পুরনিগমে নিজস্ব আয়ে ভাটা পড়েছে। মিউটেশন থেকে যেখানে বছরে প্রায় ১৩ থেকে ১৪ কোটি টাকা আয় হত তা এখন এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচ থেকে ছয় কোটিতে।

মাঝে পুরোপুরি মিউটেশন এবং অর্ধেক মিউটেশন নিয়ে দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা হচ্ছিল। সম্প্রতি পুরোপুরি মিউটেশন শুরু হলেও অর্ধেক মিউটেশনে সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে খাসজমিতে মিউটেশন দেওয়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র কাউন্সিলারের দেওয়া রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের বদলে রেলের জমিতে মিউটেশন দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। অবিলম্বে এই পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন বিরোধীরা। সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

পুরনিগমের এই সংক্রান্ত দপ্তরের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'একটু সমস্যা হচ্ছিল, সেগুলি আপাতত সমাধান করা হচ্ছে। খাসজমিতে এখন মিউটেশন দেওয়া বন্ধ রয়েছে।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'মিউটেশন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা হচ্ছে। এটা তো দেখা প্রয়োজন পুরনিগমের বোর্ডের। সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে, আয় কমছে।'

তহবিলে টান

- পুরনিগম এলাকায় পুরোপুরি মিউটেশন শুরু হলেও অর্ধেক মিউটেশনে সমস্যা হচ্ছে
- খাসজমিতে মিউটেশন চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে
- গত বছর পর্যন্ত মিউটেশন থেকে প্রতি মাসে আয় হত গড়ে এক কোটি টাকা
- সেই আয় নেমে কোনও মাসে ৩০ লক্ষ, কোনও মাসে ৪০ লক্ষ টাকা হয়েছে

কারও চার কাঠা জমি থাকলে সেই জমির মিউটেশন করাতে হলে সেটা এখন অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি চার কাঠা জমি থেকে দুই কাঠা বিক্রি করে দেয় এবং বাকি দুই কাঠার মিউটেশন করতে চায় তবে সেটা হচ্ছে না। এদিকে পুরোপুরি মিউটেশনের ক্ষেত্রে পুরনিগম সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে বলে দাবি করলেও সেগুলিতেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। গত বছর পর্যন্ত মিউটেশন থেকে পুরনিগমের প্রতি মাসে আয় হয়েছে গড়ে অন্তত এক কোটি থেকে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু চলতি বছর সেই আয় নেমে কোনও মাসে ৩০ লক্ষ, কোনও মাসে ৪০ লক্ষ তো কোনও মাসে ৩৫ লক্ষ টাকা হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রেই জানা গিয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

আপনার মুখ আপনার সম্পদ

ডেনমার্ক এক যুগান্তকারী আইন তৈরি করেছে। এখন থেকে আপনার চেহারা, কণ্ঠস্বর এবং শরীর আইনত আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই নতুন আইনের অধীনে আপনার ডিজিটাল প্রতিরূপকেও শারীরিক সম্পদের মতোই দেখা হবে। এর মালিক আপনি, আর আপনার অনুমতি ছাড়া কেউ এটিকে ব্যবহার করতে পারবে না। এর মানে হল, কোনও কোম্পানি, বিজ্ঞাপনদাতা বা এআই ডেভেলপার আপনার ছবি চুরি করতে, কণ্ঠস্বর নকল করতে বা ডিপফেক তৈরি করতে পারবে না। করলে, আপনি আইনি ব্যবস্থা নিতে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন। ডিজিটাল জালিয়াতির এই যুগে ডেনমার্কের এই পদক্ষেপ ব্যক্তিগত অধিকার ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তন তো বটেই। কিন্তু আইন-আদালতে দুর্নীতির ভূত তাড়াবে কে! সেখানে তো অধিকার থেকেও নেই।

অ্যান্টার্কটিকায় রহস্যময় সংকেত

পৃথিবীর এক প্রত্যন্ত অঞ্চল অ্যান্টার্কটিকার পুরু বরফের গভীর থেকে এক রহস্যময় রেডিও সংকেত পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নাসার শক্তিশালী সেন্সর এগুলি ধরেছে। এই সংকেতগুলি বর্তমান পদার্থবিদ্যার সূত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কারণ, সমস্ত পরিচিত মহাজাগতিক রশ্মি ওপর থেকে নীচে আসে। কিন্তু এগুলি আসছে বরফের নীচ থেকে ওপরের দিকে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এটি হয়তো নতুন কোনও সাব-অ্যাটমিক কণার প্রমাণ, অথবা বরফের নীচে কোনও অজানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কাজ করছে। এই সংকেতগুলি মনে করিয়ে দেয়, আমাদের গ্রহ আজও অনেক অজানা রহস্য লুকিয়ে রেখেছে।

ক্যানসার প্রোটিন অচলের কৌশল

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বড় রহস্যভেদ। বিজ্ঞানীরা এমন একটি যৌগ আবিষ্কার করেছেন যা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ও ছড়ানোর জন্য দায়ী ‘এমওয়াইসি’ নামের একটি প্রধান প্রোটিনকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়

করে দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রোটিনকে কাবু করা অসম্ভব মনে করা হত। ক্যানসার টিউমারকে বাঁচিয়ে রাখার মূল আণবিক ‘সুইচ’-কে লক্ষ্য করে প্রাথমিক পরীক্ষায় ক্যানসারের অগ্রগতি সফলভাবে থামিয়ে দিয়েছেন গবেষকরা। এই আবিষ্কার ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন যুগের সূচনা করতে পারে, যেখানে সুস্থ কোষ নষ্ট না করে, কেবল রোগের মূল কারণকে অচল করা হবে। এটি আমাদের জিনগত স্তরে ক্যানসারকে হারানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

৪,৮০০ বছরের নকল চোখ

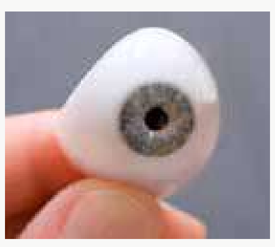

সেই দুটি চোখ আছে কোথায়! ইরানের এক প্রত্নস্থলে ৪,৮০০ বছরের পুরোনো এক বিস্ময়কর জিনিস খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেটা হল পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃত্রিম চোখ। এটা তৈরি করা হয়েছিল প্রাকৃতিক আলকাতরা (বিটুমেন) এবং সোনার গুঁড়ো দিয়ে। এর ওপর সূক্ষ্মভাবে রক্তনালির মতো শিরা-উপশিরা খোদাই করা ছিল। চোখটি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার। এই কাজটি প্রমাণ করে, প্রাচীন সভ্যতাগুলিতেও আজকের মতো চিকিৎসা জ্ঞান এবং শৈল্পিক দক্ষতা ছিল। এই আবিষ্কার প্রাচীন চিকিৎসা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বদলে দেয়। এটা শুধু একটি প্রত্নতাত্ত্বিক রত্ন নয়, এটা সেই সময়ের মানুষের চিকিৎসা ও সৌন্দর্যবোধের প্রমাণও বটে।

নেই বিএলও’র

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ কতটা সত্যি যাচাই করতে চলতি সপ্তাহে প্রতিবেদক তিনবার ফোন করেন পাঞ্চালীকে। একবারও সাড়া মেলেনি। এমনকি একবার ফোন কেটেও দেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তালের প্রতিক্রিয়া, ‘ওঁর ফ্ল্যাটে যেতে হবে। শুনলাম, তিনি ফ্ল্যাটেই ফর্ম জমা নেওয়া-দেওয়া করছেন।’ সেক্ষেত্রেও অবশ্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। বিকেলের পর তাঁকে পাওয়া যায়।

স্কুল সামলে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে বিতর্কের স্রোতের মধ্যেই চলেছে ফর্ম দেওয়া-নেওয়া। এদিকে, ফর্ম বাড়িতে দিয়ে আসার পর কয়েকদিন কেটে গেলেও বিএলও সেটা নিতে না আসায় অনেক ভোটার ফোন করছেন। অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলটোপাশ থেকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়। তার মধ্যে পূরণ করা ফর্ম নিয়ে জমা দিতে হচ্ছে বিএলও-র বাড়িতে কিংবা ‘ঠেকে’।

বিএলও-দের একাংশ এভাবে কাজ করায় বড় ক্ষতি হচ্ছে দিনমজুরদের। বাড়ছে হয়রানি। সম্প্রতি একতিয়াশালে হয়রানির অভিযোগ ঘিরে বিএলও-র সঙ্গে রাহুল রায় নামে এক স্থানীয়র বিবাদ বেধেছিল। রাহুলের দাবি ছিল, ফর্ম ভুল পূরণ করা হয়েছে বলে বিএলও তাঁর বাড়ি থেকে একাধিকবার ঘুরিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, কেন একজন ভোটারকে একাধিকবার বিএলও-র বাড়ি যেতে হবে? তার অবশ্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি অভিযুক্ত।

ইসলামপুরের রাধেশ্যামের অভিযোগ, নিবিড় সংশোধনীর ফর্ম দেওয়ার সময় তাঁর এলাকার বিএলও ফরমান দিয়েছেন, ‘বাড়িতে ফর্ম দিয়ে গেলাম। এরপর আসার সময় পাব না। তাই আমার বাড়ি গিয়ে জমা দিয়ে আসবেন।’ তিনি বললেন, ‘বাধ্য হয়ে তাই ফর্ম পূরণ করে বিএলও’র বাড়িতেই দিয়ে এসেছি।’ পাশে দাঁড়ানো মনোজ দত্ত জানালেন, তিনিও ঝুঁকি নেননি। বিএলও’র বাড়ি গিয়ে ফর্ম এনে, পূরণ করে, আবার তাঁর বাড়িতে জমা করে এসেছেন।

ইসলামপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েকটি জায়গায় রীতিমতো ক্যাম্প করে বিএলও-রা ফর্ম জমা নিয়েছেন, সেই নজিরও রয়েছে। শহরের বাসিন্দা অভিলাষ মজুমদারের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। তাঁর বিএলও ‘দেড় ঘণ্টার মধ্যে’ ফর্ম পূরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অভিলাষের কথায়, ‘পরিচিত মানুষ। ওঁর চাপ বুঝতে পেরে জমা দিয়ে এসেছি। ঝক্কি হল, তবে সময়ে কাজটি হয়ে গেল।’

ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল জানালেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিএলও-দের সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের এক কর্তার অবশ্য যুক্তি, ‘কেউ যদি উৎসাহী হয়ে ফর্ম এনে পূরণ করে দিয়ে আসেন, তাতে দোষের কী আছে! নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি হওয়া নিয়ে কথা। কোনও অনিয়ম না হলেই হল। বিএলও-দের চাপ তো অস্বীকার করা যাবে না। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পেলে, তা নিয়ে হইচইয়ের তো কিছু দেখছি না।’ এমন মন্তব্যে প্রচ্ছন্ন মদতের গন্ধ নাকে এল।

ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনী নিয়ে একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে অহেতুক উদ্বেগ কাজ করছে। অভিযোগ, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ‘তাড়াতাড়ি কাজ’ হওয়ার টোপ দিয়ে বিএলও-দেরই একাংশ নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ভাঙছেন।

মহকুমা শাসক বললেন, ‘এধরনের যত অভিযোগ পেয়েছি, প্রতিটা ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছি। বিএলও-দের সতর্ক করা হয়েছে। তবে এটাও সত্যি যে, বিভিন্ন এলাকায় বিএলও-রা নির্বিঘ্নে নিয়ম মেনে কাজ করছেন।’

এই ‘ভালো’র নজির রয়েছে শিলিগুড়িতেও। এই যেমন, ডন বসকো মোড়ে ১৪৮ পার্টের বিএলও অনুপ ছেত্রী ফর্ম নিয়ে গিয়েছিলেন একটি অ্যাপার্টমেন্টে। সবাইকে অনুরোধ করে এলেন, ‘ফর্ম ফিলআপ হয়ে গেলে ফোন করবেন। নিতে আসব।’

সেবক করোনেশনে ভারী যানবাহন আটকাতে হাইট ব্যারিয়ার

বিকল্প সেতুর টেন্ডার ডিসেম্বরে

রণজিৎ ঘোষ ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৭ নভেম্বর : বছর শেষে খুশির খবর! ডিসেম্বরের মধ্যেই সেবকে বিকল্প সেতু তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের সঙ্গে করোনেশন সেতু পরিদর্শনের পর এমনটাই দাবি করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তবে সেতুর কাজ কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

বৃহস্পতিবার করোনেশন সেতুতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

সাংসদের কথায়, ‘ইতিমধ্যেই সেতু সহ সংযোগকারী রাস্তাটি রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)-এর কাছে হস্তান্তর হয়েছে। টেন্ডার হয়ে গেলে দ্রুত কাজ শুরু হবে। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড় এবং তরাই-ডুয়ার্সই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে।’ তিনি আরও জানান, নতুন সেতু সেবক থেকে শুরু হয়ে এলেনবাড়িতে গিয়ে নামবে। এই সেতু এবং সংযোগকারী রাস্তা অদূরভবিষ্যতে শিলিগুড়ি রিং রোড এবং শিলিগুড়ি থেকে গোরখপুরের সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। দ্বিতীয় সেতু তৈরি হলে করোনেশন সেতুর ওপরে চাপ অনেকটাই কমবে।

অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা জানান, দুর্বল করোনেশন সেতু হয়ে ভারী যানবাহন চলাচল রুখতে হাইট ব্যারিয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, ভারী যানবাহন চলাচল আটকাতে পুলিশি নিরাপত্তা থাকলেও মাঝেমধ্যে ভারী যানবাহন চলাচল করছে। সেটা আটকাতেই সেতুর দু’পাশেই হাইট ব্যারিয়ার বসানো হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাইট ব্যারিয়ারের নির্মাণকাজ শেষ করতে বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৭-১৯৪১ সালের মধ্যে সেবকে করোনেশন সেতু তৈরি করা হয়। শিলিগুড়ির সঙ্গে ডুয়ার্সের যোগাযোগের জন্য একটা আর্চের ওপরে তৎকালীন প্রযুক্তির সাহায্যে তিস্তা নদীর ওপরে এই সেতু তৈরি হয়। তবে দশকের পর দশক ধরে এই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচলের হার বেড়েছে। এদিকে, এতদিন পর সেতুটিও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই সেতুতে ফাটল দেখা দেয়। সে সময় অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরে ফাটল মেরামত করে সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে ১০ টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ রয়েছে।

করোনেশন সেতু দুর্বল হওয়ায় সেটির বিকল্প সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠেছে। ওদলাবাড়ি, মালবাজার সহ ডুয়ার্স থেকে এই দাবিতে বহু আন্দোলনও হয়েছে। এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকার সেবকে করোনেশনের বিকল্প সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক বছর ধরে সমীক্ষার পরে সেতু তৈরির জন্য ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্টও তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই কাজের জন্য ১১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন অপেক্ষা টেন্ডারের।

এদিকে, দীর্ঘদিনের আন্দোলন সফল হওয়ায় খুশি ডুয়ার্স ফোরামের সদস্যরা। এই ফোরামের অন্যতম সদস্য চন্দন রায় জানান, দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে বিকল্প সেতু তৈরি হতে চলেছে। এটা খুবই খুশির খবর। তবে কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত আশ্বস্ত হওয়া যাচ্ছে না। পদ্মশ্রী করিমুল হক বলেন, ‘আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে বিকল্প সেতুর দাবির জানিয়েছিলাম। তবে যতক্ষণ না পিলার তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে চাই না।’

রাজভবন থেকে ফের আশ্বাস সন্তানহারাদের

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৭ নভেম্বর : আশ্বাসের ভরসায় কেটেছে দু’বছর। রাজ্যপালের পর এবার রাজভবন থেকেও সেই আশ্বাস নিয়েই বাড়ি ফিরল চোপড়ার সন্তানহারা ৪ পরিবার। বৃহস্পতিবার তাঁরা রাজভবন পৌঁছোন। রাজ্যপালের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার আগেই আধিকারিকরা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁরা পেয়ে যাবেন। মৃত এক শিশুর বাবা সমিরুল ইসলাম বলেন, ‘রাজভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা আমাদের অভিযোগের বিষয়টি লিখিত দরখাস্ত আকারে জমা নিয়েছেন।’ আরেক মৃত শিশুর বাবা ভোলা মহম্মদ বলছেন, ‘এদিন রাজভবনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে আধিকারিকরা আমাদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন। রাজ্যপালের দপ্তরের নম্বরও দিয়েছেন। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে বলেছেন।’ কিন্তু এতদূর থেকে কলকাতা গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে আসার প্রসঙ্গে তাঁরা জানান, রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগাম অনুমতি নেওয়া ছিল না তাঁদের। তাই আধিকারিকরা বলেন, ‘এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা না পেলে তাঁরা এসে দেখা করতে পারবেন। একথা শুনে মৃতের পরিজনরা রাজভবন ছাড়েন।’

চোপড়ার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে চেতনাগছ গ্রামে ২০২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মাটি চাপা পড়ে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর গ্রামে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন তিনি। প্রায় দু’বছর কেটে যাওয়ার পরেও কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি বলে দাবি করেন তাঁরা। ফলে রাজ্যপালের কাছে দরবার করতে বুধবার রওনা হন ওই ৪ শিশুর পরিজন।

দুর্ঘটনা

বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে খাপরাইল রোডে একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ি রাস্তার পাশের এক দোকানে ঢুকে যায়। দুর্ঘটনায় দোকানের কিছুটা ক্ষতি হলেও কারও আঘাত লাগেনি।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল চারুকলা উৎসব। কলকাতায়। - পিটিআই

রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা বাতিল সাময়িকভাবে

প্রথম পাতার পর

করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। বুধবার এই সংক্রান্ত তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছিল শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তরে। ওই তিনটি শোরুমের মালিককে শোকজ করেছিলেন জেলা অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা। ওই শোকজের পরেই অভিযোগকারীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ডিলাররা ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই ভীত হয়ে বৃহস্পতিবারই আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার কাছে এসে অভিযোগ তোলার জন্যে কাকুতিমিনতি করতে থাকেন এক দম্পতি। ওই দম্পতির কাছ থেকে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়। অগ্রিম আট হাজার টাকা তাঁরা দিয়েও দেন। ১৫ হাজার টাকার মধ্যে টোটোর বিমা, লাইসেন্স, নথিপত্র, ফি, স্মার্ট কার্ড ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি সহ একাধিক বিষয় ধরা ছিল। রেজিস্ট্রেশন ফি যেখানে ২৮৬৬ টাকা নেওয়ার কথা সেটা নেওয়া হচ্ছিল ৩০০০ টাকা।

এদিকে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, আগামী ছয় মাস কোনও বিমা প্রয়োজন নেই। তবুও বাধ্যতামূলকভাবে ছয় হাজার টাকার বিমা করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, লাইসেন্স এখন রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। টোটো চালাতে আপাতত কোনও লাইসেন্স প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শোরুমগুলি লাইসেন্সের নামেও চার হাজার টাকা নিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ধরনের তিনটি শোরুমের রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষমতা সাময়িকভাবে খর্ব করা হয়েছে। শোকজের জবাব সন্তোষজনক না হলে সাময়িকের জায়গায় পুরোপুরি খর্ব করা হবে বলে জেলা অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর। এদিকে, মহকুমা এলাকায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র, ডিলার এবং ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এমভিআই ইনস্পেকটররা আলোচনা করছেন। কেউ যাতে বাড়তি টাকা না নেয়, রেজিস্ট্রেশন যাতে অবশ্যই করানো হয় সেই সমস্ত বিষয়ে জানানো হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তরেও একটি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। যাঁদের রেজিস্ট্রেশন করতে সমস্যা হচ্ছে তাঁরা সেখানে যেতে পারেন বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবারও অন্তত ১০০ জন এই সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে শিলিগুড়ির এআরটিও দপ্তরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন লিখিত অভিযোগ করেছেন। বেশিরভাগই শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের একাধিক টোটো শোরুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলে দপ্তর সূত্রে খবর। এদিকে, উত্তরবঙ্গে কত টোটোর রেজিস্ট্রেশন হল তা জানতে এদিন সমস্ত জেলার আরটিও এবং এআরটিওদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স ছিল দপ্তরের সচিবের। গত দুই মাসে এখনও পর্যন্ত অন্যান্য এলাকার তুলনায় শিলিগুড়িতেই বেশি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। কোচবিহারে টেম্পোরারি টোটো নম্বর (টিটিএন) দেওয়া হয়েছে ৫২টি এবং রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ২৫৫টি। জলপাইগুড়ি জেলায় টিটিএন হয়েছে ১০২টি এবং রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ২৯৭টি। মালদায় টিটিএন দেওয়া হয়েছে ৬৪টি এবং রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ২১৯টি, আলিপুরদুয়ারে টিটিএন দেওয়া হয়েছে ৮৩টি। শিলিগুড়িতে এখনও পর্যন্ত টিটিএন হয়েছে ৩৭১টি এবং রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ৮৬৪টি।

সতর্ক রেল

জলপাইগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ডিসেম্বরে বেশ কুয়াশা পড়ে। তা ভেদ করে ঠিকমতো ট্রেন চালাতে চালকদের খুবই সমস্যা হয়। সেই সমস্যা মেটাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল উদ্যোগী হয়েছে। এই রেলের একাধিক জোনের রেকে ফগ ডিভাইস বসানো হয়েছে। রেকের শেষ কোচে এলইডি ফ্ল্যাশার টেল-ল্যাম্প বসানো হয়েছে। রেললাইনের ধারে রেট্রো রিফ্লেক্টিভ স্টপবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। চালকরা যাতে ভালোমতো দেখতে পান সেজন্য রেললাইনের দুইপাশে আগাছা কেটে দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি’র

প্রথম পাতার পর

‘সুপ্রিম কোর্ট ও ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে অবৈধ নিয়োগ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এই প্রার্থীরা কীভাবে ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেন?’ তারপরেই তাঁর মন্তব্য সংশয় তৈরি করার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন, ‘ওই তালিকায় থাকা কেউ যদি ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তাঁদের ভাগ্য হাইকোর্টের মামলার ওপর নির্ভর করবে।’ নতুন বিধি নিয়ে প্রশ্ন তো সুপ্রিম কোর্ট তুলেই দিয়েছে। পরীক্ষা পর্বে হস্তক্ষেপ না করলেও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নথি এসএসসি যাচাই করার প্রক্রিয়া শুরু করার পর সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য চাকরিহারাদের সঙ্গে নতুন আবেদনকারীদের পরীক্ষা নেওয়ায় আপত্তি জানিয়েছে। অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর বাড়তি বরাদ্দেও না করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি সংক্রান্ত ৪৪টি মামলা ফিরে এসেছে হাইকোর্টে।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে বৃহস্পতিবার সেই মামলাগুলির শুনানি শুরু হল। নিয়োগ বিধি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করায় নতুন করে প্যানেল বাতিলের আশঙ্কা করছেন ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অবশ্য বৃহস্পতিবারও জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করছে এসএসসি। কীভাবে কী হবে, তা কমিশনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। ব্রাত্য বরং বিরোধীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ প্রক্রিয়া বানচাল করার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন। ‘অযোগ্যরা’ কীভাবে নিয়োগে অংশ নিলেন ও ইন্টারভিউয়ের তালিকায় ঠাঁই পেলেন, তা এসএসসির ওপর ছাড়তে বলেছেন তিনি। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে শূন্যপদ বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগ থাকলেও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

তাঁর যুক্তি, ‘এসএসসি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে। যেভাবে পরীক্ষা নিয়েছে, দেশের কোথাও তা হয়েছে বলে জানা নেই। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে কার্বন পেপার দেওয়া হয়েছে। কাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছে। আদালত বুঝতে পেরেছে, আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে চেয়েছি। আমি মনে করি না, কোর্ট ভেদে বা বিচারক ভেদে আইন বা বিচার বদলায়।’ বিচারপতি অমৃতা সিনহা অবশ্য এসএসসি’র স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আপনারা (এসএসসি) যখনই কাজ করতে যান, তখনই দুর্নীতি উঠে আসে। কেন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে পারছেন না? আপনারা ওএমআর প্রকাশ করেননি কেন? পরে ফের অনিয়মের অভিযোগ তো উঠতেই পারে।’

বিস্তারিত বিবরণ সহ দাগিদের তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হলেও প্রশ্ন উঠেছে, ২০১৬ সাল থেকে সেই দাগি কোন স্কুলে পড়াচ্ছিলেন, কোন বিভাগে ছিলেন ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়নি। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ‘যোগ্য’ চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের যুক্তি, চিহ্নিত ‘অযোগ্যরা’ কোন স্কুলে পড়াতেন, তার উল্লেখ না থাকায় অযথা বিভ্রান্তি বাড়ছে।

সন্দীপ-সৈকতের দ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যর্থ উদয়নও

জলপাইগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মন্ত্রীর হস্তক্ষেপেও সন্দীপ এবং সৈকতের দ্বন্দ্ব মিটল না। বৃহস্পতিবার পুরসভার কাউন্সিলারদের দুটি মিটিংয়ে গরহাজির থাকলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো। এদিন সন্দীপ একবারের জন্যও পুরসভায় যাননি। বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের নজরে আসতেই চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে বিরোধ মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন বিকেলে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েছিলেন উদয়ন। কিন্তু তার পরেও সন্দীপের দাবি, তিনি এখনও দলের তরফে কোনও নির্দেশ পাননি। ফলে তিনি আগামী কয়েকদিন পুরসভায় যাবেন কি না সেই বিষয়টিও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। উদয়ন বলেন, ‘দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে। মানসিকতা যদি ঠিক থাকে তাহলে ভুল বোঝাবুঝি মেটানো কোনও ব্যাপারই নয়।’ এদিনের বৈঠকে বাকি কাউন্সিলাররা উপস্থিত থাকলেও ভাইস চেয়ারম্যান কেন আসেননি চেয়ারম্যান সৈকতকে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, ‘এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।’

দুশ্চিন্তার মেঘ এআই ছবি ও ফেক নিউজে

প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে বিজেপি, তৃণমূল এবং সিপিএম, কংগ্রেস ভাই ভাই। এতদিনেও এরা বুঝতে পারেনি, ভারতে নির্বাচন জিততে গেলে আগে জরুরি মাঠে নেমে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সোশ্যাল মিডিয়ায় তত্ত্বকথা লিখে কোনও লাভ হয় না, হবেও না। ওতে লাভ সাময়িক।

ভারতীয় সমাজের এখন সবচেয়ে ভয়ংকর কুৎসিত দিক কী? অনেকেই মানবেন, ব্যাপারটা এখন রিল। কখনও আফ্রিকা, কখনও পূর্ব এশিয়া--সেখান থেকে আমদানি করা কুৎসিত রিলের ভারতীয়করণ, বঙ্গীয়করণ হচ্ছে। সেখানে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে চূড়ান্ত অশ্লীল নাটকের অংশীদার হয়ে দাঁড়াচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুরা।

ফেসবুকে টাকা উড়ছে, তা ধরার জন্য, রোজগারের জন্য অবিশ্বাস্য ঘৃণ্য দৃশ্যের নাটক করে দেখাচ্ছেন তাঁরা। ভুলে যাচ্ছেন তার শিশুসন্তানের ওপর কী প্রভাব পড়বে। তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরী সবাই রিলের যৌনগন্ধী নাটকে শামিল। পথের শেষ কোথায়, কেউ জানে না। ফেসবুক অর্থ বন্ধ করলেই সবাই মুখ থুবড়ে পড়বে।

নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলার জন্য অনেকেই রিলের আশ্রয় নেবেন। যা ভয়ংকর। ওরকমই ভয়ংকর নিজের পার্টির স্বার্থে কারও উদ্ধৃতি নিজেদের মতো করে পালটে দেওয়া। একটা সাম্প্রতিকতম উদাহরণ দিই।

কলকাতা ফিল্ম উৎসবের সময় বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার দেওয়া হল আরতি মুখোপাধ্যায়কে। আরতির যা কৃতিত্ব, তাতে বঙ্গবিভূষণ কেন, পদ্মভূষণ বা পদ্মবিভূষণ অনেক আগেই পাওয়া উচিত। তার চেয়ে অনেক জুনিয়ার আর্টিস্ট পদ্ম পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শেষ সম্রাজ্ঞীর ভাগ্যে পদ্মশ্রী পর্যন্ত জোটেনি। বাংলা থেকেও কোনও সরকারই তাঁকে পুরস্কৃত করেননি, নাম সুপারিশও করেননি পদ্ম পুরস্কারের জন্য। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন। আশ্চর্য কারণে তাঁকে ভাষণ দিতে ডাকা হয়নি। মমতার ভাষণের সময়ই তিনি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য কিছু বক্তব্য রাখেন। সেখানে বলেছিলেন, ‘সংগীতশিল্পীদের জন্য মমতা যা করে করেছেন, তা আগে কেউ করেনি। এমনভাবে শিল্পীদের ভালোবাসা, তাঁদের সাহায্য করার ঘটনা আগে দেখিনি। ‘বামপন্থীদের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁদের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী আধুনিক গানবাজনা, সিনেমার জগতের মানুষদের শিল্পী বলে ধরতেন না। পিছনে বামপন্থার ছাপ না থাকলে। ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী করতেন বলে দলেই ব্যঙ্গের শিকার হতেন।

বামপন্থী সমর্থকদের অনেককেই দেখলাম, আরতির ‘শিল্পীদের জন্য, সংগীতশিল্পীদের জন্য’ কথাটাকে মুছে দিয়ে আরতির বক্তব্য বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন। বলা হয়েছে, আরতি নাকি বলেছেন, মমতা যা করেছেন, তা আগে কেউ করেনি। এই তালিকায় এক প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীও রয়েছেন। সেই পোস্টে আরতিকে ছুটি চাটা বলে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন বামপন্থীরা। ভালো করে ব্যাপারটা না জেনেই।

প্রশ্ন হল, বামপন্থী সরকার এতদিনে আরতিকে কিছু স্বীকৃতি দেননি কেন। আরতিকে কিন্তু তৃণমূল সরকারও এতদিন পরে স্বীকৃতি দিল। কেন, সেটাও প্রশ্ন। আরও বড় প্রশ্ন, তাঁর বক্তব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ উড়িয়ে দিয়ে মন্তব্যের অর্থই পালটে দেওয়া হল কেন। এরকম সব জায়গায় হচ্ছে ভয়ংকরভাবে। দিনকয়েক আগে বিজেপির দুই নেতা-নেত্রীর অশ্লীল ছবি ভাইরাল হল। স্পষ্টতই এআই কৃত। সন্দেশখালি বা আরজি করের সময়ও অনেক মিথ্যেকে সত্যি বলে চালানোর চেষ্টা হল ফেক ছবি বা নিউজ ছড়িয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বনাশা দিক হল, বহু ক্ষেত্রে সব শালিকের এক রা হয়ে যায়। তারা ভালো করে খতিয়েও দেখে লাইক দিয়ে যায়। মন্তব্য করে যায়। সবার ওপরে বাজার সত্য, সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভুল তথ্য।

এবারই তো ধর্মেন্দ্রর মতো সুপারস্টারের ক্ষেত্রে দেখেছেন, প্রথমবার তাঁর ভুয়ো মৃত্যুসংবাদ টুইট করে ফেলেছিলেন আমাদের দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বয়ং। আমাদের বাংলাতেও বিভিন্ন পার্টির নেতা সম্পর্কে অনেক ভুল খবর রটিয়ে দেয় অন্য পার্টির সমর্থকরা। সারা ভারতের অর্ধেকের বেশি যে দলের দখলে, সেই বিজেপির সর্বভারতীয় মিডিয়া সেলের প্রধান অমিত মালব্য এমন ভুল তথ্য পোস্ট করায় ওস্তাদো কি ওস্তাদ। তাদের মূলমন্ত্রই যেন অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। তৃণমূল, সিপিএম বা কংগ্রেস এখানে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কবিতাই আওড়ান, যেখানে বলা হয়েছে, ‘মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন/ হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,/ সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে/ আমরাও হব বরণীয়।‘

সেই কবে, কোন যুগে, ১৮৭১ সালে লেখা কবিতা। এখন আর ভাবসম্প্রসারণের ক্লাসে বা পরীক্ষায় এই লাইনগুলো আসে না আগের মতো। তবু এখনও দেশের রাজনৈতিক পার্টির নেতারা সেই লাইনগুলো অনুসরণ করে চলেন। ফেক নিউজ তৈরির ক্লাসে। বাংলার নির্বাচনের আগে এমন ফেক নিউজ, এআই তৈরির ক্লাস আরও বাড়বে। অবধারিত। নির্বাচন কমিশন আইন করে শাস্তির ব্যবস্থা না করলে এই ভয়ংকর রোগ দেশে ছড়িয়ে যাবে দ্রুত।

পুলিশের ‘দয়ায়’

প্রথম পাতার পর

কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের কথা, ‘গোটা প্রক্রিয়াতে এটা স্পষ্ট যে, পুলিশ প্রভাবশালী বিডিও-কে বাঁচাতে চাইছে। তদন্ত যে সঠিকভাবে হয়নি সেকথা মামলার রায়েই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। খুনের প্রধান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিডিতে প্রচুর তথ্য থাকার পরেও তাঁর গ্রেপ্তার না হওয়া এবং জামিন পেয়ে যাওয়ার নজির নেই। আমরা হতবাক।’

প্রশান্তর ক্ষেত্রে পুলিশের দ্বৈত ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। একদিকে সিডিতে পুলিশ আদালতে জানিয়েছে, প্রশান্তর বিরুদ্ধে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, অথচ তাঁকে আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। মামলার অভিযোগপত্রে নাম নেই এমন চারজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের সঙ্গে প্রশান্তর যোগসূত্রও মিলেছে। তারপরও বিডিও-কে না ছোঁয়ায় তদন্তের গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা করছেন অনেকেই। আইনজীবীদের একাংশের ধারণা, মূল অভিযুক্ত জামিন পাওয়ায় ধৃত অন্য অভিযুক্তদের জামিনের পথও সুগম হল। এত প্রশ্ন উঠলেও তদন্তকারী বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা বিষয়গুলি নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি। মামলার অভিযোগকারী দেবাশিস কামিল্যার বক্তব্য, ‘আদালতে যা বলার সবটাই পুলিশ বলেছে। তাঁদের আইনজীবীরাই যা করার করেছেন। এখন তাঁদেরই হাইকোর্টে যাওয়া উচিত। আমাদের হাইকোর্টে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। আমরা চাই বিডিও-কে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক।’ তবে প্রশান্তর জামিনের বিরোধিতা করে পুলিশ হাইকোর্টে যাবে কি না তারও কোনও উত্তর মেলেনি। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন মহলে প্রশান্তর জামিন নিয়ে দিনভর চর্চা হয়েছে। সরকারি আইনজীবীর বিরোধিতা সত্ত্বেও খুনের মামলার প্রধান অভিযুক্তের জামিন পাওয়া নিয়ে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন আদালত চত্বরে আইনজীবীরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এতসবের পর জামিনের বিরোধিতা করে পুলিশ হাইকোর্টে আবেদন না জানালে তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ইতিমধ্যেই ওঠা প্রশ্ন আরও জোরালো হবে বলেই মনে করছেন আইনজীবীদের একটা বড় অংশ।

টেস্ট দলে নতুন কোচের দাবি জিন্দালের!

গম্ভীরের পাশে গাভাসকার-অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : ম্যাচ শেষে গ্যালারি থেকেই ছাঁটাইয়ের দাবি উঠেছিল।

'হায় হায় গম্ভীর', 'গো ব্যাক গম্ভীর' স্লোগানের ঢেউ এবার আইপিএল সংসারেও। দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল সমাজমাধ্যমে কার্যত একই দাবিতে সোচ্চার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতি জিন্দালের পরামর্শ, টেস্ট দলের জন্য 'রেড বল স্পেশালিস্ট কোচ' নিয়োগ করা উচিত।

গম্ভীরের নাম না করেই পার্থ জিন্দাল লিখেছেন, 'ন্যূনতম লড়াই হয়নি। পুরোদস্তুর আত্মসমর্পণ। মনে করতে পারছি না হোম সিরিজে এরকম দুর্বল ভারতীয় দল দেখেছি কি না। রেড বল স্পেশালিস্ট না নিলে এটাই হবে। হয়েছে। রেড বল ফরম্যাটে ভারতীয় ক্রিকেটের যে গভীরতা, তার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি এই দল। সময় হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য পুরোদস্তুর রেড বল স্পেশালিস্ট কোচ নিয়োগ করার।'

মদন লালের গলাতেও প্রায় একসুর। ব্যর্থতার সব দায় হেডকোচের ওপর চাপানোর পক্ষপাতী না হলেও দুই ফরম্যাটে আলাদা কোচের পক্ষে প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অলরাউন্ডার। তিনি বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে বারবার টিম কম্বিনেশন বদলালে সমস্যা হবে। ইংল্যান্ড সিরিজে দল ভালো খেলেছে। তারপরও কেন এতগুলি পরিবর্তন? প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপদের ওপর ভরসা রাখা উচিত ছিল। বিশেষত, হিট দ্য ডেক বোলার হিসেবে প্রসিধ কার্যকর হত।'

প্লেয়ারদের টেস্ট মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। মদন লালের মতে, 'যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে টেস্ট নিয়ে খেলোয়াড়রা সিরিয়াস নয়। আইপিএলের প্রভাব। প্রতি বলে চার, ছক্কা মারার ছটফটানি। কিন্তু টেস্টে এটা চলে না। ক্রিজে পড়ে থাকতে হয়, রান পাওয়ার যা মূল শর্ত। প্রশ্ন, ব্যাটিং কোচই বা কী করছিলেন? ওর উচিত ছিল ব্যাটারদের সঙ্গে বসা। মানছি প্রচুর ভুলভ্রান্তি করেছে। কিন্তু তারপরও গম্ভীরকে একা দায়ী করব না। তবে দুই ফরম্যাটে আলাদা আলাদা কোচের ভাবনাটা খারাপ নয়। সেক্ষেত্রে টেস্ট কোচ ঘরোয়া ক্রিকেটে বাড়তি নজর দেবে, খেয়াল রাখবে উঠতি প্রতিভার দিকে।'

> ও (গৌতম গম্ভীর) কোচ। দলকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব ওর। কিন্তু মাঠে নেমে খেলবে তো ক্রিকেটাররাই। ওর ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে অনেকে। তাদের বলতে চাই, ওর প্রশিক্ষণেই ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। এশিয়া কাপও। তখন তো কেউ ওর ছাঁটাইয়ের দাবি তোলেনি। বলেনি, গৌতম গম্ভীরকে শুধু সাদা বলের ফরম্যাটে কোচ রাখা হোক। ব্যর্থ হলেই সমালোচনা। অথচ, সাফল্যের কৃতিত্ব দেব না!
>
> -সুনীল গাভাসকার

সুনীল গাভাসকার, রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবশ্য গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন। অশ্বীন বলেছেন, 'অনেকেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা হল, কোচ তো আর ব্যাট নিয়ে মাঠে নামবে না। কোচ একমাত্র পারে প্লেয়ারদের নির্দেশ দিতে, বোঝাতে। পারফর্ম করতে হবে ক্রিকেটারদেরই। সেই তাগিদটা একদম দেখিনি। সমালোচকদের বলব, নিজেদের কোচের পজিশনে বসিয়ে বিচার করুন। দল সামলানো সহজ নয়। দল ব্যর্থ হলেই ছাঁটাই? গৌতম আমার আত্মীয় নয়। সিরিজে ওর গোটা দশেক ভুল বলে দিতে পারব। কিন্তু তারপরও বলব ছাঁটাই সমাধান নয়।'

সুনীল গাভাসকার সমালোচকদেরই একহাত নিয়েছেন। কিংবদন্তির কথায়, 'ও (গৌতম গম্ভীর) কোচ। দলকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব ওর। কিন্তু মাঠে নেমে খেলবে তো ক্রিকেটাররাই। ওর ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে অনেকে। তাদের বলতে চাই, ওর প্রশিক্ষণেই ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। এশিয়া কাপও। তখন তো কেউ ওর ছাঁটাইয়ের দাবি তোলেনি। বলেনি, গৌতম গম্ভীরকে শুধু সাদা বলের ফরম্যাটে কোচ রাখা হোক। ব্যর্থ হলেই সমালোচনা। অথচ, সাফল্যের কৃতিত্ব দেব না!'

হরভজন সিংয়ের মতে, গত ১০-১২ বছরে ঘরের মাঠে যে বিজয় রথ ছুটিয়েছে ভারত, তার কারণগুলির দিকে তাকানো উচিত। কীরকম পিচ ছিল, কী ধরনের টেম্পারামেন্ট দেখিয়েছে, যা অনুসরণ করা উচিত। পিচ, ভাবনা বদলালে সমস্যা হবে। বিপদে পড়বে দল। চলতি সিরিজে সেটাই হয়েছে। পিচ, পরিস্থিতি, টিম কম্বিনেশন নিয়ে নয়া ভাবনা সবকিছু তালগোল পাকিয়েছে।

কোচকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি বোর্ডের

মাহির শহরে অনুশীলন শুরু 'রোকো'র

গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসেবে আর কতদিন থাকবেন, চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্তই তাঁকে দেখা যাবে কিনা- ক্রিকেট সমাজে জল্পনা এখন চরমে। তার মধ্যেই আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার সমর্থন পেয়েছেন গুরু গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার কোচকে নিয়ে বিসিসিআইয়ের ধীরে চলো নীতি স্পষ্ট করে সচিব সইকিয়া আজ বলেছেন. 'বিসিসিআই তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না। আমরা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলব। হারজিত খেলার অঙ্গ। কয়েকটা ম্যাচের ফল দেখে আমরা কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। যদি কিছু বদলের প্রয়োজন হয়, তাহলে সঠিক সময়ে সেটা নেওয়া হবে।' গুয়াহাটি টেস্টে হারের পর কোচ গম্ভীরের মুখে চমকপ্রদভাবে শোনা গিয়েছিল 'রোকো' ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের প্রসঙ্গ।

রাঁচি, ২৭ নভেম্বর : গম্ভীর হটাও, ভারতীয় ক্রিকেট বাঁচাও!

দাবি উঠে গিয়েছে আগেই। ক্রমশ সেই দাবি জোরদার হচ্ছে। আর তার মধ্যেই টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনা থেকে একদিনের ক্রিকেটে ফোকাস ঘোরাতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে।

২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে চুনকাম হওয়ার পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হারের লজ্জা। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের খামখেয়ালি মনোভাব। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। অতীতে যা কখনও হয়নি, এখন সেটাই চলছে। টিম ইন্ডিয়ার কোচ বদলের দাবি উঠে গিয়েছে।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে টেম্বা বাভুমাদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারের চারদিনের মধ্যে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু হচ্ছে। রবিবার রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের মূল আকর্ষণ হিসেবে রয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। যদিও বাস্তব ছবি বলছে, 'রোকো' জুটির উপস্থিতিকে ছাপিয়ে গিয়েছে গম্ভীর হটাওয়ের দাবি।

বৃহস্পতিবার জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে বিরাট-রোহিতদের অনুশীলনের সময়ও টিম ইন্ডিয়ার কোচ বদলের আলোচনা শোনা গিয়েছে। কঠিন ও প্রবল চাপের পরিস্থিতির মধ্যেই আজ কোচ গম্ভীর সহ ভারতীয় দলের কয়েকজন সদস্য সন্ধ্যার দিকে রাঁচি পৌঁছে গিয়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে পৌঁছানোর পর বোধহয় কোচ গম্ভীরও বুঝতে পেরেছেন, তাঁর পায়ের নীচে মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে।

আজ বোর্ড সচিব কারও নাম না করলেও ভারতীয় ক্রিকেট যে একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিসিসিআই সচিবের মন্তব্য সামনে আসার পর ক্রিকেট দুনিয়া মনে করছে, জয় শা-র আশীর্বাদ এখনও গম্ভীরের সঙ্গেই রয়েছে।

বাভুমাদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারের পর রবিবার থেকে শুরু হতে চলা একদিনের সিরিজ গুরু গম্ভীরের জন্য সঞ্জীবনী সুধা হতে পারে। আর সেটা হতে হলে 'রোকো' জুটির উপর কোচ গম্ভীরকে নির্ভর করতেই হবে। কারণ, বিপর্যয়ের মধ্যে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটকে দিশা দেওয়ার বিপত্তারিণী হতে পারেন কোহলিরাই। আজ মাহির শহরে 'রোকো' জুটির অনুশীলনের সময় তাঁদের নিয়ে যে উন্মাদনা ও আবেগ চোখে পড়েছে, তারপর গুরু গম্ভীরও বাধ্য হয়েই এখন হিটম্যানদের আঁকড়ে ধরতে চাইবেন। কতটা সফল হবেন, সময়ই তার জবাব দেবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

সামির সঙ্গে আজ হয়তো আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : লাল বলের ছন্দ সাদা বলেও। রনজি ট্রফির প্রথম পর্বের ছন্দ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তেও ধরে রেখেছে বাংলা। গতকাল মুস্তাক আলির প্রথম ম্যাচে বরোদাকে উড়িয়ে দিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গুজরাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা।

সৈয়দ মুস্তাক আলি

গুজরাট অভিযানের আগে বাংলা দলের জন্য সুখবর। আজ রাতেই হায়দরাবাদ পৌঁছে গিয়েছেন আকাশ দীপ। আগামীকাল হয়তো তিনি মহম্মদ সামির সঙ্গে বোলিং ওপেন করবেন। যদিও আকাশকে প্রথম একাদশে রাখতে হলে শেষ ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে হবে বাংলাকে। কাকে বসিয়ে আকাশকে খেলানো হবে, রাত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর, আকাশের সামান্য চোটও রয়েছে। ফলে সামির সঙ্গে আকাশকে খেলানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেনি বাংলা। আজ বিকেলে সামি ও স্বপ্নের ফর্মে থাকা অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ বাদে পুরো দলই অনুশীলন করেছে। বাংলা দলকে দারুণ চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে আজ। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে

> শুরুটা দারুণ হয়েছে আমাদের। এবার এগিয়ে চলার পালা। টি২০ ফরম্যাটে কোনও প্রতিপক্ষ সহজ হয় না। ফলে আমাদের সতর্ক থেকে ছন্দ ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'শুরুটা দারুণ হয়েছে আমাদের। এবার এগিয়ে চলার পালা। টি২০ ফরম্যাটে কোনও প্রতিপক্ষ সহজ হয় না। ফলে আমাদের সতর্ক থেকে ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

বুধবার প্রথম ম্যাচে অভিষেক পোড়েল দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন। তিনিই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। অভিষেকের সঙ্গে করণ লালের ওপেনিং জুটি বাংলার জয়ের ভিত গড়েছিল। অভিষেক-করণের ওপেনিং জুটিতেই ভরসা রাখছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'দলে খুব বেশি পরিবর্তনের কথা ভাবছি না। অভিষেক-করণের জুটিও ভালো শুরু করেছে। এই ছন্দ ধরে রেখে সামনে তাকাতে হবে আমাদের।' রাতের দিকের খবর, গুজরাটের উর্ভিল প্যাটেলকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা থাকছে বাংলা দলের।

কঠিন হলেও খোলা ফাইনালের রাস্তা

'ক্ষমা' চেয়ে নিলেন ঋষভ

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : হতাশার কথা গতকাল ম্যাচ শেষে জানিয়েছিলেন।

ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাকে। বৃহস্পতিবার ফের দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের লজ্জার হার, সমর্থকদের প্রত্যাশায় জল ঢালা নিয়ে এদিন ফের মুখ খুলেছেন ঋষভ পন্থ। ভক্তদের কাছে কার্যত 'ক্ষমাও' চেয়ে নিলেন! সমাজমাধ্যমে ঋষভ লিখেছেন, 'গত দুই সপ্তাহে আমরা একদমই ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি। এটা মেনে নিতে কোনও লজ্জা নেই। দলগত, ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবসময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি কোটি কোটি সমর্থকের মুখে হাসি ফোটাতে। দুঃখিত, এবার আমরা সেই প্রত্যাশা মেটাতে পারিনি।'

ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরার আশ্বাসের কথাও শুনিয়েছেন ঋষভ। লিখেছেন, 'দেশের প্রতিনিধিত্ব আমাদের কাছে বড় সম্মান। আমরা জানি এই দলের কী ক্ষমতা। আমরা আবার পরিশ্রম করব। নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। দল ও ব্যক্তিগতভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব। অফুরন্ত ভালোবাসা, সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। জয় হিন্দ।'

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে জোড়া হারে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দৌড়। গত বছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ ফাইনালের (২০২৩-২০২৫) দৌড় থেকে ছিটকে দিয়েছিল। বুধবার শেষ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ হারে ফাইনালের টিকিট ফসকে যাওয়ার আশঙ্কা।

জোড়া টেস্টে টেম্বা বাভুমার দাপটের ধাক্কায় ডব্লিউটিসি-র পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। পাকিস্তানেরও পিছনে। ভারতের বিরুদ্ধে ২-০ জয়ের হাত ধরে অস্ট্রেলিয়ার (১০০%, ম্যাচ ৪, জয় ৪) পর দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫, ম্যাচ ৪, জয় ৩, ড্র ১)। পরের দুই স্থানে শ্রীলঙ্কা (৬৬.৬৭%) ও পাকিস্তান (৫০%)।

ভারত সেখানে ৯ ম্যাচে ৪টি জিতেছে, সমসংখ্যক ম্যাচে হেরেছে। একটি টেস্ট ড্র। জয়ের হার ৪৮.১৫%। এখান থেকে সেরা দুইয়ে জায়গা পাওয়া আদৌ কি সম্ভব? প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। অঙ্কের নিরিখে এখনই বাতিলের তালিকায় ফেলা যাচ্ছে না। ২০২৭ ফাইনালের আগে দীর্ঘ সময় রয়েছে। অনেক ওঠাপড়া চলবে। সুযোগ থাকবে ভারতের সামনেও।

২০২৫-'২৭ ডব্লিউটিসি বৃত্তে ভারতের সামনে আপাতত তিনটি সিরিজ রয়েছে। ২০২৬ অগাস্টে শ্রীলঙ্কা সফর। ধারেভারে, অতীত পরিসংখ্যানে জয়ের আশা দেখা যেতে পারে। কিন্তু অক্টোবরে নিউজিল্যান্ড সফরে তা বলা যাচ্ছে না। বরং কিউয়ি ব্রিগেডকে তাঁদের ঘরের মাঠে হারানো বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম কঠিন কাজ। ভারত তাদের চলতি বৃত্ত শেষ করবে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার পর বড়সড়ো বিড়ম্বনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সবমিলিয়ে ফাইনালের রাস্তাটা বেশ কঠিন। দেখার কঠিন হার্ডল ভারতীয় দল আদৌ পেরোতে পারে কি না।

বিদেশি বদলের ইচ্ছা লোবেরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : কোচ হয়েই দুই-একজন বিদেশি পরিবর্তনের আর্জি জানালেন সের্জিও লোবেরা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টের কাছে তিনি দুই-একটি পজিশনে নয়া বিদেশি নেওয়ার অনুরোধ করেন। আর তাতেই হঠাৎ করে আবার হুগো বৌমৌসের নাম বাতাসে ভাসতে আরম্ভ করেছে। লোবেরা এর আগে যে ক্লাবেরই কোচ হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সেই দলে ছিলেন এই ফরাসি মিডফিল্ডার। এফসি গোয়া ও মুম্বই সিটি এফসি-কে এই জুটি সাফল্যও দিয়েছে। তবু হুগোকে আদৌ আনা হবে কিনা যা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। যা খবর তাতে রবসন রোবিনহো এই বাতিলের তালিকায় এক নম্বরে। দ্বিতীয়জন দিমিত্রিস পেত্রাতোস নাকি জেসন কামিন্স সেটা পরিষ্কার নয়। যদিও ম্যানেজমেন্ট এই ফুটবলার পরিবর্তনের বিষয়টি স্বীকার করতে চাইছে না। কারণ এবারের এই ডামাডোলের মরশুমে বাড়তি খরচ চায় না তারা।

পরিবর্তন চায় না ম্যানেজমেন্ট

ফের হার গোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : এফসি গোয়ার পঞ্চম হার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে। বুধবার ভারতীয় সময় অনুযায়ী প্রায় মাঝরাতে বাগদাদের জাওড়া স্টেডিয়ামে ১-২ গোলে ম্যাচ জেতে আল জাওড়া। ৩৪ মিনিটে আয়ুষ ছেত্রীর লাল কার্ডের জেরে গোয়া ১০ জন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি পুরোপুরি কাজে লাগায় ইরাকি দল। কাদিম রাদের গোলে ৩৮ মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অবশ্য ১-১ হয়ে যায় আল জাওড়ার ধুরগাম ইসমাইয়েলের আত্মঘাতী গোলে। তবে গোয়ার এই ভালো সময় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৬৫ মিনিটেই হাসান আব্দুল করিমের গোলে ড্রয়ের স্বপ্নও শেষ হয়ে যায় মানোলো মার্কুয়েজ রোকার দলের। গোয়া তাদের শেষ ম্যাচ খেলবে ২৪ ডিসেম্বর ইস্তিকলোলের বিপক্ষে। তার আগেই ৪ ডিসেম্বর সুপার কাপ সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছেন সন্দেশ ঝিংগানরা।

'বিরাটকে বল করাই সবচেয়ে কঠিন'

সিডনি, ২৭ নভেম্বর : একজন এখনও দাপিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলছেন। নিয়ম করে উইকেট নিচ্ছেন মিচেল স্টার্ক। অপরজন টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। যদিও একদিনের ক্রিকেটের আসরে বিরাট কোহলি এখনও বর্তমান।

রবিবার রাঁচির মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কোহলি যখন একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবেন। তখন ব্রিসবেনে

স্টার্কের স্বীকারোক্তি

সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে ডুবে থাকবেন স্টার্ক। ৪ ডিসেম্বর থেকে ব্রিসবেনে শুরু হতে চলা অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি নেবেন তিনি।

দুনিয়ার দুই প্রান্তে থাকা দুই কিংবদন্তির মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা এখনও অটুট। হয়তো আগামীদিনেও সেই শ্রদ্ধা থাকবে। তার আগে আজ অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে স্টার্ক বিরাট বন্দনায় মজেছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি তাঁর কেরিয়ারে যতজন ব্যাটারকে বোলিং করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল কোহলিকে বল করা। স্টার্কের কথায়, 'আমার দীর্ঘ কেরিয়ারে আমি বহু ব্যাটারকে বোলিং করেছি। এখনও করছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে, কোহলিকে বল করা ছিল সবচেয়ে কঠিন। আমার মতে, ও-ই এক নম্বর ব্যাটার।'

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে কোহলি-স্টার্ক একসঙ্গে আইপিএলও খেলেছেন। সেই আইপিএলের সময় থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব শুরু। অতীতের সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে স্টার্ক আজ বলেছেন, 'মাঠ, সাজঘরে ও ক্রিকেট মাঠের বাইরে আমরা দুজনে একসঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি। আইপিএলের সময় ক্রিকেটার ও নেতা কোহলিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। ওর মতো ব্যাটারের সঙ্গে ও বিরুদ্ধে খেলা সবসময় একটা অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, কোহলিকে আউট করা সবসময় কঠিন কাজ ছিল।'

বাগানের কোচ বদলে খুশির হাওয়া ফুটবল মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে নয়া কোচের পদে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জয়ী সের্জিও লোবেরা। এই খবর ২৪ ঘণ্টাতেই পুরোনো। কিন্তু এই এক কোচ বদলেই নড়েচড়ে বসেছে এদেশের ফুটবল মহল।

সামনে এখন সুপার কাপের সেমিফাইনাল-ফাইনাল ছাড়া আর কোনও টুর্নামেন্ট নেই। যেখান থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে মোহনবাগান। এমনকি স্থানীয় লিগ, শিল্ড, ডুরান্ড কাপও শেষ। তাহলে হঠাৎ এই কোচ বদল কেন? শুধু তাই নয়, ওড়িশা এফসি যাঁকে ছাড়পত্রই দিতে চাইছিল না, সেই তাঁকেই জোর করে ছিনিয়ে আনাই বা কেন? লোবেরার আপাতত চুক্তি আগামী বছরের ৩১ মে পর্যন্তই। ভালো ফল হলে মরশুম শেষে চুক্তির মেয়াদ বাড়বে। ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরুর দিনও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্লাবের তরফে। মোহনবাগানের এতরকমের কার্যাবলিতে হঠাৎই এদেশের ফুটবল মহলে জোর গুঞ্জন। খানিকটা খুশির হাওয়াই বইছে

সের্জিও লোবেরা

ক্লাব থেকে ফুটবল ভক্ত, সব মহলেই। আইএসএল শুরুর বার্তা না পৌঁছালে যে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত না সেই বিষয়ে নিশ্চিত সকলেই। কলকাতার বাইরের এক ক্লাবের কর্তা অবশ্য বললেন, 'মোহনবাগান অনুশীলন শুরু করে দিলেও যতক্ষণ না সব সমস্যার সমাধান হয়ে সরকারিভাবে জানা যাচ্ছে আমরা কাজ শুরু করতে পারছি না। তবে আশা করছি আগামী সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

অন্দরের খবর হল, ক্লাবগুলির শীর্ষ কর্তাদের কাছে আইএসএল শুরু হওয়ার বার্তা চলে গিয়েছে। আর তার জন্য মোহনবাগান হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার বদলি এত দ্রুত নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চলেছে। আগামী সপ্তাহের আগে ক্রীড়া দপ্তর এই নিয়ে আলোচনায় বসছে না। তবে ওই সভাতেই হয়তো প্রকাশ্যে ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে আইএসএল শুরু হওয়ার কথা। কারণ দেশের শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যেই এই আইএসএল করার ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে সবই করা হচ্ছে এমনভাবে যাতে ফিফার শাস্তির কোপে এদেশের ফুটবল না পড়ে। আইএসএল হওয়াই শুধু নয়, সূত্রের খবর, এই বিষয়ে এফএসডিএলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পেরেছে এআইএফএফ। যে বিষয়ে সাহায্য করেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর। ফলে জানুয়ারি থেকেই যে আইএসএল শুরু হতে চলেছে তা জোর গলায় বলতে পারছেন কল্যাণ চৌবেও।

৬ মিনিটের তাণ্ডব এমবাপের

পাঁচে পাঁচ আর্সেনাল, উত্তেজক জয় পিএসজি-র

এথেন্স, ২৭ নভেম্বর : ৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের একটা ঝড়। তাতেই বিধ্বস্ত অলিম্পিয়াকোস।

গ্রিসের মাটিতে আগে কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের আগে প্রেস কনফারেন্সে কোচ জাভি অলন্সো বলেছিলেন, 'আমরা পরিসংখ্যান বদলাতে এসেছি।' ইতিহাস বদলাতে নেমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে শুরুতে পিছিয়ে গিয়েও ৪-৩ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর জয়ের কারিগর? অবশ্যই কিলিয়ান এমবাপে।

৮ মিনিটে সম্মিলিত আক্রমণ থেকে অলিম্পিয়াকোসকে এগিয়ে দেন পর্তুগিজ মিডিও চিকুইনহো। কিন্তু তারপর গ্রিক ক্লাবটি ভাবতেও পারেনি এরপর বড়সড়ো ঝড় তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। ২২ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের লম্বা পাস থেকে গোল করে যান এমবাপে। দুই মিনিট পরে আর্দা গুলারের ক্রস থেকে নিখুঁত স্পটজাম্পে হেডে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান ফরাসি তারকা।

২৯ মিনিটে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার লম্বা পাস ডান পায়ে রিসিভ করে ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন এমবাপে। নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করতে ঠিক ৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ড সময় নেন ফরাসি তারকা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিক।

৫২ মিনিটে অলিম্পিয়াকোসের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন ইরানি স্ট্রাইকার মেহদি তারেমি। ৮ মিনিট পরেই ভিনির পাস থেকে দলের ও নিজের চতুর্থ গোলটি করেন এমবাপে। ৮১ মিনিটে আয়ুব এল কাবি অলিম্পিয়াকোসের হয়ে একটি গোল করলেও ম্যাচ জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

ম্যাচের পর জয়ের সব কৃতিত্ব সতীর্থদের দিয়েছেন এমবাপে। তিনি বলেছেন, 'গোল করাটা সবসময় তৃপ্তিদায়ক। আমার সতীর্থরা দুর্দান্ত পাস বাড়িয়েছে। আমি খুব ভাগ্যবান এমন একটা দলে খেলতে পেরে।'

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ ৫-৩ গোলে হারিয়েছে টটেনহাম হটস্পারকে। ৩৫ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান তারকা রিচার্লিসনের গোলে এগিয়ে যায় স্পার্স। মিনিট দশেক পরে পিএসজি-কে সমতায় ফেরান ভিটিনহা। ৫০ মিনিটে র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির গোলে ফের লিড নেয় টটেনহাম। ৫৩ মিনিটে ফের সমতা ফেরান ভিটিনহা। মিনিট ছয়েক পরেই পিএসজি-র হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ফ্যাবিয়ান রুইজ। ৬৫ মিনিটে ফরাসি ক্লাবটির হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন উইলিয়ান পাচো। ৭২ মিনিটে কোলো মুয়ানি টটেনহামের হয়ে একটি গোল শোধ করেন। ৭৬ মিনিটে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন পিএসজি-র ভিটিনহা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অবশ্য ঘরের মাঠে পিএসভি আইন্দহোভেনের কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে লিভারপুল। ডাচ ক্লাবটির হয়ে জোড়া গোল করেন কৌহাইব ড্রিয়োউএচ। বাকি দুইটি গোল ইভান পেরিসিচ ও গাস তিলের। লিভারপুলের গোলস্কোরার ডমিনিক সোবোসলাই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা পাঁচ ম্যাচে জয় পেল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখকে। গানার্সের হয়ে গোল করেন জুরিয়েন টিম্বার, নোনি মাদুয়েকে ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। বায়ার্নের গোলটি বিস্ময়বালক লেনার্ট কার্লের। ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শীর্ষে মিকেল আর্তেতার দল।

৪ গোল করে কিলিয়ান এমবাপে।

ফলাফল

অলিম্পিয়াকোস	৩-৪	রিয়াল মাদ্রিদ
লিভারপুল	১-৪	পিএসভি আইন্দহোভেন
আর্সেনাল	৩-১	বায়ার্ন মিউনিখ
প্যারিস সাঁ জাঁ	৫-৩	টটেনহাম হটস্পার
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	২-১	ইন্টার মিলান
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট	০-৩	আটালান্টা
স্পোর্টিং লিসবন	৩-০	ক্লাব ব্রাগা
এফসি কোপেনহেগেন	৩-২	এফসি কাইরাত
পাফোস এফসি	২-২	মোনাকো

ডব্লিউপিএলের নিলাম শুরুর আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কর্ণধার নীতা আম্বানির সঙ্গে আলোচনায় হরমনপ্রীত কাউর।

৩.২ কোটি টাকায় দীপ্তি ইউপি-তে

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : দামামা বেজে গেল উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের। এবারের লিগ নভি মুম্বইয়ে শুরু হবে ৯ জানুয়ারি থেকে। ফাইনাল ৫ ফেব্রুয়ারি ভদোদরায়। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে মেগা নিলামের আগে চতুর্থ সংস্করণের সূচি ঘোষণা করেন ডব্লিউপিএলের চেয়ারম্যান জয়েশ জর্জ। পুরুষদের টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে ফেব্রুয়ারি-মার্চে। তাই ফেব্রুয়ারি-মার্চের বদলে এবার ডব্লিউপিএল হচ্ছে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে।

বৃহস্পতিবার নিলামে ঘরের মেয়ে দীপ্তি শর্মাকে 'রাইট টু ম্যাচ কার্ড' ব্যবহার করে সর্বাধিক ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় তুলে নিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্স। দীপ্তির পরে সেরা দাম পেয়েছেন গতবারের সর্বাধিক উইকেট শিকারি নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কের। তাঁকে ৩ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আরএক ভারতীয় শিখা পান্ডেকেও নিয়েছে ইউপি। ৩৬ বছরের অলরাউন্ডারের জন্য তারা খরচ করেছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এরপরে দাম পেয়েছেন সোফি ডিভাইন (গুজরাট জায়েন্টস, ২ কোটি), মেগ ল্যানিং (ইউপি ওয়ারিয়র্স, ১.৯ কোটি), নাল্লাপুরেড্ডি শ্রীচরণি (দিল্লি ক্যাপিটালস, ১ কোটি ৩০ লক্ষ), ফোবি লিচফিল্ড (ইউপি ওয়ারিয়র্স, ১ কোটি ২০ লক্ষ), লরা উলভারডট (দিল্লি ক্যাপিটালস ১ কোটি ১০ লক্ষ)। তবে আশ্চর্যজনকভাবে নিলামে কোনও দল পাননি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দল পাননি আর এক অজি অলরাউন্ডার অ্যালানা কিং। তালিকায় রয়েছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য অসমের উইকেটকিপার-ব্যাটার উমা ছেত্রীও।

ভারতীয়দের মধ্যে ১ কোটির দাম ছাড়িয়েছেন আশা শোভনা। তাঁকে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে ইউপি। তারা হার্লিন দেওলকেও ৫০ লক্ষ টাকায় নিয়েছে। বাংলার পেসার তিতাস সাধু ৩০ লক্ষ টাকায় গুজরাট জায়েন্টসে গিয়েছেন।

রিচা ঘোষদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলে নিয়েছে রাধা যাদব (৬৫ লক্ষ), অরুন্ধতী রেড্ডিদের (৭৫ লক্ষ)। দিল্লি ক্যাপিটালস আগেই রিটেইন করেছিল শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজদের। নিলাম থেকে শ্রীচরণি, উলভারডট, স্নেহ রানাদের তুলে নিয়ে শক্তিশালী দল গড়ল তারা।

ডব্লিউপিএল শুরু ৯ জানুয়ারি, ফাইনাল ভদোদরায়

স্মৃতির পাশে থাকতে চান জেমিমা

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : বন্ধুত্বের নিদর্শন। কঠিন সময়ে স্মৃতি মান্ধানার পাশে থাকতে মহিলাদের বিগ ব্যাশ লিগে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেমিমা রডরিগেজ।

এই বছর মহিলাদের বিবিএলে ব্রিসবেন হিটের হয়ে খেলছিলেন জেমিমা রডরিগেজ। জাতীয় দলের সতীর্থ মান্ধানার বিয়ে উপলক্ষ্যে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু সতীর্থের বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা ভেবেই বিগ ব্যাশে বাকি ম্যাচ না খেলার কথা জানিয়েছেন জেমিমা।

জেমিমার দল ব্রিসবেন হিট তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। দলের সিইও টেরি সেভেনসন বলেছেন, 'এটা খুব হতাশাজনক বিষয়, জেমিমাকে বিগ ব্যাশের বাকি ম্যাচগুলিতে আমরা পাব না। আমরা ওর সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছি। জেমিমার এই বিষয়টা ক্লাব ও সমর্থকরা সবাই বুঝতে পারছে। আমরা মান্ধানা ও জেমির পাশে রয়েছি।'

না খেলার সিদ্ধান্ত বিগ ব্যাশে

গত রবিবার স্মৃতি-পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তারপর পলাশ নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে হঠাৎ সামনে আসা পলাশের সঙ্গে স্মৃতির এক বান্ধবীর ঘনিষ্ঠতা। সবমিলিয়ে বিয়ে আপাতত স্থগিত। পারিবারিক সূত্রের খবর, বিয়ে আদৌ হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

ম্যাচের সেরা মিথিলেশ দাস।

৫ উইকেট মিথিলেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার অগ্রগামী সংঘ ২১৫ রানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে অগ্রগামী ৪৩ ওভারে ৭ উইকেটে ৩০০ রান তোলে। চন্দন সিং ৬৮ ও রনি মিত্র ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। রাশেদ হোসেনের অবদান ৫৬। জবাবে ফ্রেন্ডস ২২.১ ওভারে ৮৫ রানে গুটিয়ে যায়। সঞ্জয় রায় ও শুভঙ্কর পুরকায়স্থ ১৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা মিথিলেশ দাস ২ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মুজাম্মিল রাজা রহমানও (১০/৩)। শুক্রবার খেলবে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

ভারতীয় মহিলা ফুটবলকে উচ্চতায় তুলল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : ভারতের মহিলা ফুটবলকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনীর। ন্যূনতম গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় বিদায় নিতে হয় প্রতিযোগিতা থেকে। তবুও অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল মহাদেশীয় মঞ্চ থেকে পুরোপুরি যে খালি হাতে ফিরেছে তা বলা চলে না। উহান থেকে দেশের জন্য সুখবর বয়ে আনল মহিলা মশাল ব্রিগেড। আগামী মরশুমে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে।

এএফসি-তে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে দুইটি হার। জয় মাত্র একটা। প্রথম ম্যাচেই ইরানের বাম খাতুন এফসি-কে হারিয়েছিল লাল-হলুদের মেয়েরা। এই জয় এএফসি-তে মহিলাদের ক্লাব র‍্যাংকিংয়ে ভারতের কো-এফিশিয়েন্ট পয়েন্ট বাড়াতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, গ্রুপে তিন নম্বরে শেষ করেছে ইস্টবেঙ্গল। সেই সুবাদেই আগামী মরশুমে আইডব্লিউএল চ্যাম্পিয়ন দলকে আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাইপর্বে খেলতে হবে না।

২০২৪-'২৫ মরশুমে ভারত থেকে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছিল ওড়িশা এফসি। কোনও ম্যাচও জেতেনি তারা। গ্রুপে চার নম্বরে শেষ করেছিল ওড়িশা। যে কারণে এবার অর্থাৎ ২০২৫-'২৬ মরশুমে প্রিলিমিনারি পর্ব থেকে শুরু করতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। তবে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যে ক্লাব ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে, তারা সরাসরি গ্রুপ পর্ব থেকেই অভিযান শুরু করবে। সেই সুবিধা করে দিল ইস্টবেঙ্গলই।

গাব্বায় কামিন্সের ফেরা প্রায় নিশ্চিত

দুইদিনে শেষ হওয়া পারথ টেস্টের পিচ ভেরি গুড

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডের জেকব বেথেল। বৃহস্পতিবার।

ব্রিসবেন, ২৭ নভেম্বর : মাত্র দুইদিনে টেস্ট শেষ!

গত ১৩৭ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুততম শেষ হওয়া ম্যাচ। প্রথম দিনেই পড়েছিল ১৯ উইকেট! দ্বিতীয় দিনে ম্যাচে ইতি! স্বভাবতই আঙুল উঠেছে ব্যাটারদের বধ্যভূমি পারথের পিচ নিয়ে। যদিও আইসিসি-র ভাবনা একেবারে উলটো। প্রশ্ন তোলা দূর, সর্বোচ্চ রেটিং দেওয়া হয়েছে! রেটিংয়ে 'খুব ভালো' পিচের তকমা পারথের বাইশ গজকে!

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২ দিনে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট শেষ হলেও পিচ নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। বল ঠিকঠাক ব্যাটে পৌঁছেছে, সিম মুভমেন্টও মারাত্মক কিছু ছিল না। বাউন্সও ধারাবাহিকতা ছিল। অসমান বাউন্সের কোনও সমস্যা ছিল না। যা ব্যাট-বলের দ্বৈরথের ভারসাম্যের দাবি পূরণ করেছে।

এদিকে, ৮৪৭ বলের ম্যাচে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দলের সমালোচনায় মুখর ইয়ান বোথাম। ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি অলরাউন্ডারের তোপের মুখে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের 'বাজবল'। বলেছেন, 'আমরা এভাবে খেলতে অভ্যস্ত। এই কথাটা শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগছে। আবার যদি এটা শুনতে হয়, তাহলে হয়তো নিজের টেলিভিশনই ভেঙে ফেলব। শুধু বলতে চাই, এভাবে যদি খেলে, তাহলে এখনই দেশে ফিরে আসা উচিত। নাহলে ৫-০ ব্যবধানের লজ্জা নিয়ে ফিরতে হবে।'

পারথে হারের বদলা এবং সমালোচকদের জবাব দিতে ইংল্যান্ডের টার্গেট আপাতত ৪ ডিসেম্বর শুরু ব্রিসবেনের দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজে ফেরার পাশাপাশি পারথের ব্যর্থতায় প্রলেপ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ স্টোকস, জো রুটদের সামনে। তবে ব্রিসবেনের টক্কর আরও কঠিন হতে চলেছে ইংল্যান্ডের জন্য। অজি শিবিরের খবর, চোট সারিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

পারথে প্রথম ম্যাচে জোশ হ্যাজেলউড, কামিন্সকে ছাড়াই ইংল্যান্ড-বধ সেরেছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। দুই সিনিয়ার সতীর্থের অভাব কার্যত একাই ঢেকে দেন মিচেল স্টার্ক। সঙ্গী স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট। এবার ব্রিসবেনের পেস-সহায়ক বাউন্সি উইকেটে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় অধিনায়ক কামিন্সও। ইতিমধ্যেই বল হাতে নেটে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত রাখছেন। হাতে আরও কয়েকদিন আছে। কামিন্স ব্রিসবেন টেস্টের আগে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন, বিশ্বাস থিংকট্যাংকের।

কামিন্সকে নিয়ে যে সুখবর দিয়েছেন নবাগত ডগেট। কামিন্স ফিরলে হয়তো তাঁর ওপর কোপ পড়বে। কিন্তু দল নির্বাচন নিয়ে ভাবতে নারাজ ডগেট। বলেছেন, 'নেটে প্যাটকে দারুণ দেখাচ্ছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী ওকে নিয়ে। নিজেকে নিয়ে বলতে পারি, আমার হাতে যা আছে, সেটাই করতে চাই। প্রতিটি ম্যাচ, নেট সেশনে বোলিংয়ে উন্নতি করতে চাই। যদি দ্বিতীয় টেস্টে সুযোগ পাই, ফের চ্যালেঞ্জ সামলাতে আমি প্রস্তুত।'

বিশ্বসেরাকে হারালেন তনভী

লখনউ, ২৭ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারালেন ভারতের তরুণী শাটলার তনভী শর্মা।

লখনউয়ে বৃহস্পতিবার জাপানের নোজোমি ওকুহারার কাছে প্রথম গেমে পরাস্ত হন তনভী। পরের গেমে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতের ১৬ বছরের শাটলারের। তৃতীয় গেমে লড়াই হয় জোরদার। ৫৯ মিনিটের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত তনভী ম্যাচ জিতে নেন ১৩-২১, ২১-১৬, ২১-১৯ পয়েন্টে। কোয়ার্টার ফাইনালে তনভীর প্রতিপক্ষ হংকংয়ের লো সিন ইয়ান হ্যাপি।

প্রতিযোগিতায় পুরুষ সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিলেন এইচএস প্রণয়। মানরাজ সিংয়ের কাছে স্ট্রেট গেমে পরাস্ত হন প্রণয়। ম্যাচের ফল ১৫-২১, ১৮-২১। কিদাম্বি শ্রীকান্ত ২১-৬, ২১-১৬ পয়েন্টে হারালেন সানিথ দয়ানন্দকে।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর কাছ থেকে ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রোহিত রসাইলি।

এসএসবি-র কাছে হার দেশবন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১-৫ গোলে এসএসবি-র বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ২৮ মিনিটে রোহিত রসাইলি এসএসবি-কে এগিয়ে দেন। ৩৩ মিনিটে লিড ডাবল করেন দৈমালু ব্রহ্ম। ৫৮ মিনিটে দৈমালু ফের জালে বল রাখেন। মিনিট তিনেক বাদে দেশবন্ধুর সুরজ রসাইলি একটি গোল ফিরিয়েছিলেন। ৮৭ মিনিটে রোহিত দ্বিতীয়বার জালে বল রাখেন। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে লেইমাকপাম সিংয়ের গোলে এসএসবি-র জয় নিশ্চিত হয়। ম্যাচের সেরা হয়ে রোহিত পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি।

জয়ী রামকৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ ৫৭ রানে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে রামকৃষ্ণ ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮২ রান তোলে। রাকেশ মল্লিক ৭৪ ও সায়ন মণ্ডল ৪২ রান করেন। শুভম পাল ২৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে স্পোর্টিং ৩৪.২ ওভারে ১২৫ রানে অল আউট হয়। মনদীপ বিশ্বাস ২৮ ও জিৎ রায় ২৫ রান করেন। শুভম ২৪ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা রাকেশও (১৮/৪)। শুক্রবার খেলবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরা রাকেশ মল্লিক।

মহিলাদের রাজ্য ভলিবল শুরু

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল সংস্থায় ডামাডোল অব্যাহত। তারইমধ্যে বৃহস্পতিবার শুরু হল ৫৬তম সিনিয়ার নকআউট মহিলা ভলিবল রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ভলিবল সংস্থার সভাপতি তথা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সংস্থার সভাপতি হওয়ার পর এই প্রথম কোনও ভলিবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হলেন তিনি।

বেঙ্গল সুপার লিগের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু নর্থবেঙ্গলের

সহকারী কোচ শিলিগুড়ির জয়ব্রত ■ রাহুলে আস্থা বিশ্বজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বেঙ্গল সুপার লিগ ফুটবল। আইএফএ অনুমোদিত এই প্রতিযোগিতায় হোম অ্যাওয়ে ভিত্তিতে আটটি দল অংশ নিচ্ছে। যার জন্য বুধবার থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের অধীনে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি।

প্রতিযোগিতাটির জন্য নর্থবেঙ্গল উত্তরের রোহিত তামাং, সোনম লেপচা, অতীশ রাই, অভিষেক থাপা ও রাহুল রায়কে বেছে নিয়েছে। কোচ বিশ্বজিতের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের বলেই ওদের নেওয়া হয়নি। ফ্র্যাঞ্চাইজির চাহিদামতো ফুটবলার বেছে নিয়েছি আমরা। কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ওরা সবাই ভালো খেলেছে। কাস্টমসের হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে রাহুল।' নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি হোম গ্রাউন্ড করছে শিলিগুড়িতে। ঠিক কোন মাঠটিতে তা করা হচ্ছে, এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে সহযোগিতার জন্য বিশ্বজিৎ ধন্যবাদ জানালেন স্থানীয় কর্মকর্তাদের। বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের নিজস্ব দল এটা। অনুশীলনের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সুদীপ বসু, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী সব রকম সাহায্য করেছেন। প্রথমদিন কয়েকটি ছেলে এই মাঠে খেলছিল। কিন্তু এটা উত্তরবঙ্গের দল শোনার পরই ওরা মাঠ ছেড়ে দেয়। তবে আমরা ওদেরকে বঞ্চিত করতে চাই না। অনুশীলনের সূচি একটু পিছিয়ে দিয়ে ওদেরও মাঠ ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছি।' মাঠ নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করে বিশ্বজিতের সংযোজন, '১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা এখানে অনুশীলন করব। এরপর মালদা জেএইচ রয়্যাল সিটি এফসি, কোপা টাইগার্স বীরভূম ও বর্ধমান ব্লাস্টার্সের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে বেরিয়ে যাব। এরপর শিলিগুড়িতে আমাদের কয়েকটি হোম ম্যাচ পড়েছে।'

প্রতিযোগিতায় দল গঠনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি দলকে একাদশে সাতজন করে বাংলার ভূমিপুত্র রাখতে হবে, যার মধ্যে একজন অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলার রাখা আবশ্যক। বাকি চারে দুইজন করে বিদেশি ও ভিন রাজ্যের ফুটবলার রাখা যাবে। সর্বাধিক ৩ বিদেশিকে সই করানো যেতে পারে। নর্থবেঙ্গল অনুশীলন করছে ২২ জনকে নিয়ে। সংখ্যাতত্ত্বের এই হিসেব আশা দেখাচ্ছে ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষকে। বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই দেখেছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। আশা করছি, যাদের খেলা তাঁর মনে ধরবে তাঁদের তিনি ট্রায়ালের জন্য ডাকবেন।'

নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের সহকারী কোচের দায়িত্বে শিলিগুড়ির জয়ব্রত ঘোষ। বিশ্বজিতের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনিও উচ্ছ্বসিত। বলেছেন, 'কলকাতা ময়দানে কাজ করার ও খেলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারপরও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কোনও কিছু চাপিয়ে না দিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করেন। কাজ করার সুযোগ দেন আমাদেরও। সবেমাত্র দুইদিন হল ওঁর সঙ্গে কাজ করছি। আশা করছি, অনেক কিছু শিখতে পারব তাঁর কাছ থেকে।'

বৃহস্পতিবার অনুশীলন শেষে ফোটোসেশনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি-র কোচ ও ফুটবলাররা।